আইনে রাসূল ছালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম

اَلْمَوْتُ يَجِيْئُ يَوْمًا

মরণ একদিন আসবেই

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ
দাওরা (ডবল), ভারত; কামেল (ডবল)
মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

মরণ একদিন আসবেই

প্রকাশকঃ
আবদুর রায্যাক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহ মখদুম, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশঃ
রামাযান ১৪২৮ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৭ ঈসায়ী
ভাদ্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজঃ
আব্দুলাহ কম্পিউটার
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহমখদুম, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

মূল্যঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

MORON AKDIN ASHBEY
WRITTEN & PUBLISHED BY ABDUR RAZZAQ BIN YOUSUF
MUHADDIS, AL-MARKAZUL ISLAMI AS-SALAFI,
NAWDAPARA, RAJSHAHI. Mobile: 0717088967.
Price:Tk. 50.00 only.

m~PxcÎ

بسم الله الرحمن الرحيم

f~wgKv

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ–

মরণ একদিন আসবেই। একথা বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে অবগত। পরে যখন কুরআন হাদীছের কিছু জ্ঞান অর্জন করলাম তখন আরও দৃঢ়ভাবে বুঝলাম যে, মানুষ মরণশীল। মরণ একদিন চলেই আসবে, মরণকে এড়ানোর বিকল্প কোন পথ নেই। তবুও মরণ বলে ভাবতাম না। আমার শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ, মসজিদে যেতেন-আসতেন। আমি আমার শ্বশুর বাড়ী হতে বের হ'লে অনেক দূর আমার পিছে পিছে আসতেন। আমি তার লাঠি ধরে চলার গতি দেখে ভাবতাম মরণ একদিন চলেই আসবে। দেখতে দেখতেই সেদিন চলে আসল। ২০০৬ সালের ২রা জুন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১-টার সময় তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। আমরা তার জন্য আলাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি আলাহ যেন তাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে উচ্চ আসন দান করেন। আলাহুম্মা আমীন! তার মৃত্যুর পর থেকেই 'মরণ একদিন আসবে' এ মর্মে একটি বই লিখার স্বাদ জাগে। কিছু দিন পর লেখার কাজ আরম্ভ করলাম। কিন্তু বইটি লেখা শেষ হ'তে না হ'তেই ১৪ই রামাযান, ২০০৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টার সময় আমার আব্বাও মৃত্যু বরণ করলেন। আমরা তার জন্যও আলাহ্র নিকট মাগফিরাত কামনা করি আলাহ যেন তাকেও ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে উচ্চ আসন দান করেন। আমীন! মানুষ মরণের কথা জানে, মানুষের সামনে মানুষ রাত-দিন মারা যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ একটুও ভ্রুক্ষেপ করে না যে, মরণের পর মানুষের কি হবে। তাই বইটি লিখে মানুষকে মরণের কথা স্বরণ করাতে চাচ্ছি যে, মরণের পর মানুষের কি ভয়াবহ অবস্থা এবং কি পরিণতি! মনে করছি যেযোকান মূল্যে মানুষকে মরণ স্বরণ করানো উচিৎ। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলতেন, তোমরা বেশী বেশী মরণকে স্মরণ কর। মরণ মানুষের জীবনের স্বাদ নষ্ট করে দেয়। নবী (ছাঃ) বলেন, তোমরা কবর যিয়ারত কর, কবর তোমাদের মরণ স্মরণ করায়। বইটি গত রামাযানে বের করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি। কারণ আলাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়। তাই

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ এর তাবলীগী ইজতেমা ২০০৮ উপলক্ষ্যে বইটি প্রকাশিত হল-ফালিলাহিল হাম্‌দ।

বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিনী উম্মু মরিয়ম। সে আমার অন্যান্য বই গুলিতেও যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছে। আমি তার জন্য প্রাণখোলা দো'আ করছি, আলাহ যেন তাকে এর উত্তম পারিতোশিক দান করেন এবং আমার লেখনী কাজে আরো সহযোগিতা করার তাওফীক দান করেন। আমীন! আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুকাররম বিন মুহসিন বইটির কম্পোজসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া আরো অনেকে বিভিন্নভাবে বইটি প্রকাশে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার জন্য দো'আ করছি। আলাহ যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন- আমীন!

অনেক সতর্কতা অবলম্বন সত্তেও বইটিতে কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকগণ অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করনে তা সাদরে বিবেচিত হবে ইনশাআলাহ্‌। বইটি পাঠ করে মুসলিম নর-নারী 'মরণ' স্মরণ করে মরণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারলে আমাদের প্রচষ্টা স্বার্থক বলে মনে করব।

॥লেখক॥

নিশ্চিত মরণ একদিন আসবেই

انَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُه وَ نَسْتَعِيْنُه وَ نَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذُبالله مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسنَا وَ مِنْ سَيئَات اَعْمَالنَا مَنْ يَّهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَه وَ مَنْ يُّضْللْ فَلَا هَادىَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه

মরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর মরণ অপরিহার্য। মরণ হ'তে কেউ পরিত্রাণ পেলে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ) পেতেন। তাকেও মরণ স্বীকার করতে হয়েছে। মরণ আল্লাহর পক্ষ হ'তে সৃষ্টিকুলের জন্য অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, انَّكَ مَيِّتٌ وَّنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ নিশ্চয় আপনারও মরণ হবে এবং তাদেরও মরণ হবে *(যুমার:৩০)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, সৃষ্টির সেরা এবং সকল নবীর মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) মরণের আওতা বর্হিভূত নন। অতএব, কোন মানুষ মরণের আওতার বাইরে যেতে পারে না। আরও প্রতিয়মান হয় যে, সকলকেই পরকাল চিন্তায় মনযোগী হ'তে হবে, এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَمَاجَعَلْنَا لبَشَرِ مِّنْ قَبْلكَ الْخُلْد اَفَائنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَا لِدُوْنَ– كُلُّ نَفْسٍ ذَ ائقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِا لشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَا لَيْنَا تُرْجَعُوْنَ –

আপনার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মরণ হ'লে তারাকি চিরজীবি হবে। প্রত্যেককে মরণের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি । এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে *(আম্বিয়া:৩৪-৩৫)*। আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বাপর কোন মানুষ চিরদিন থাকবে না একদিন না একদিন তাকে মরণের বিশেষ কষ্ট অনুভব করতেই হবে । আর অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং শরীরের সুস্থতা ও নিরাপত্তা উভয়ই পরীক্ষার মাধ্যম । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

– كُلُّ نَفْسٍ ذَ ائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ –

প্রত্যেক প্রাণীকে মরণের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, আর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা পাবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে সফলতা লাভ করবে, আর পার্থিব জীবন একমাত্র ধোঁকার সম্পদ *(আল ইমরান: ১৮৫)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রাণী মরণের হাত থেকে রেহাই পাবেনা। আর অবশ্যই কর্মের ফল পাবে। আর পার্থিব জীবন একমাত্র ধোঁকার সম্পদ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلى اَجَلٍ مُّسَمّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ–

যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না *(নাহল: ৬১)*।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ–

হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত *(মুনাফিকুন: ৯)*।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَي قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ جَسَدِيْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ–

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৫০৪৪)*।

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ–

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন যখন সন্ধ্যায় অবস্থান করছ তখন আর সকালের জন্য অপেক্ষা কর না; আর যখন সকালে অবস্থান করছ তখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা কর না। তোমরা সুস্থতার মধ্য হতে কিছু সময় অসুস্থতার জন্য রেখে দাও এবং তোমার জীবদ্দশায় মৃত্যুর পাথেয় যোগার করে নাও*(বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫৭৪)*।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ –

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর হাতেই থাকবে এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে *(ক্বাছাছ:৮৮)*। উল্লিখিত আয়াত হ'তে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। আল্লাহ ত'য়ালা অপর এক আয়াতে বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ– পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আপনার মহিমান্বিত প্রতিপালক ছাড়া *(রাহমান: ২৬-২৭)*। আয়াতের অর্থ এইযে, ভূপৃষ্টে যত পরাক্রমশালী রাজা-বাদশহ,জিন-মানব রয়েছে সব কিছুই ধ্বংসশীল। সবার মরণ একদিন আসবেই। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী থাকার যোগ্যতা রাখেনা। আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ– তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মরণ তোমাদেরকে ধরবেই, যদিও তোমরা সূদৃঢ় দূর্গের ভিতর অবস্থান করনা কেন । *(নেসা: ৭৮)*। অত্র আয়াতের ভাষ্য হ'তে বুঝা যায় যে, মানুষ মরণের ভয়ে যত মযবুত প্রাসাদে থাকুক না কেন, মরণ তাকে গ্রাস করবেই। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, قل ان الموت الذي تفرو ن منه فانه ملاقيكم – হে নবী আপনি বলুন তোমরা যে মরণ থেকে পলায়ন করতে চাও , সেই মরণ তোমাদের মুখামুখি হবেই *(জুম'আ: ৮)*। উক্ত আয়াত দ্বারা

বুঝা যায় যে,মরণ অবশ্যই আসবেই আজ নয়তো কাল। সুতরাং মরণ থেকে পলায়ন করার সাধ্য কাওরো নেই। সে ব্যপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عن ابن عباس قال ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ اَلَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُتُوْنَ-

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) বলেছেন, আপনার উচ্চ মর্যাদার মাধ্যমে আমি আশ্রয় চাই । তুমি ব্যতীত কোন সত্তা নেই । তুমি এমন সত্তা যার মরণ নেই অথচ জিন ও মানুষের মরণ রয়েছে *(বুখারী, ২/১০৯৮পৃঃ তাওহীদ অধ্যয়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, জিন ও মানুষের মরণ হবেই। মরণের কোন বিকল্প নেই। মরনের নির্ধারিত সময় রয়েছে। মানুষের মরণ নির্ধারিত সময়ের আগে পিছে হবে না। স্বাভাবিক মরণ অথবা নিহত হওয়া অথবা ডুবে যাওয়া অথবা যানবাহণ র্দূঘটনায় মারা যাওয়া অথবা পুড়ে মারা যাওয়া কিংবা কোন প্রাণী খেয়ে ফেলা এক কথায় যেভাবেই মরণ ঘটুক না কেন তা পূর্ব হ'তেই নির্ধারিত, যেখানে যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে সেভাবেই ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْ خِرُوْنَ سَا عَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মরণের একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মূহুর্ত পিছেও যেতে পারবে না আগেও যেতে পারবে না *(ইউনুস: ৪৯)*। অত্র আয়াতে মানুষকে আল্লাহর রীতি সর্ম্পকে উদাসীন না থাকার জন্য সর্তক করা হয়েছে যেই রীতি রদ-বদল হয়না আগে-পিছেও হয় না। আল্লাহঅন্যত্র বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّابِاِذْنِ اللهِ كِتَبًامُّؤَجَّلًا - আল্লাহর আদেশ ছাড়া কেউ স্বেচ্ছায় মরতে পারে না। মরনের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে (যা আগে পিছে হয়না) *(আল ইমরান: ১৪৫)*। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মরণ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে ,মরণের দিন, তারিখ, সময়, স্থান ও পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ও পরে কারও মৃত্যু হবে না।

মরণ একদিন আসবেই

এমতাবস্থায় মরণের ব্যাপারে কারও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই ইউনুস: ৪৯, হিজর: ৫, মুমিনুন: ৪৩, মুনাফিকুন: ১১, ওনাহল: ৬১, নংআয়াতে অনুরূপ আলোচনা রয়েছে।

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَمْتِعْنِيْ بِزَوْجِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَبِيْ سُفْيَانَ وَبِاَخِيْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ لَهَا (ص) إِنَّكَ سَأَلْتِ اللهَ لِاَجَالٍ مَضْرُوْبَةٍ وَاَيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ وَاَرْزَقٍ مَقْسُوْمَةٍ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئٌ قَبْلَ حَلِّه وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ شَيْئًا بَعْدَحَلِّه وَلَوْ كُنْتَ سَئَالْتَ اللهَ اَنْ يُعِيْذَكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ اَوْعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرٌ اَوْ اَفْضَلٌ -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা তার প্রার্থনায় বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার স্বামী আল্লাহর রাসূল, আর আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও আমার ভাই মুয়াবিয়ার সাথে বেঁচে থাকার ও সুখ ভোগ করার সুযোগ দান কর। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তখন নবী করিম (সঃ) বললেন তুমি আল্লাহর নিকট নির্ধারিত সময় নির্ধারিত দিন ও নির্ধারিত রুযির বৃদ্ধি চাইলে, অথচ নির্ধারিত রুযি দিন ও সময়ের আগে কখনো কোন কিছু ঘটবে না এবং নির্ধারিত রুযি, দিন ও সময়ের এক মুহূর্ত পরে ও আল্লাহ কোন কিছু ঘটাবেন না। তুমি যদি আল্লাহর নিকট জাহন্নামের শাস্তি এবং কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রান চাইতে তাহ'লে তোমার জন্য উত্তম হত *(মুসলিম ২/৩৩৮ পৃঃ)* । অত্র হাদীছে বলা হয়েছে যে, মানুষের বেঁচে থাকার নির্ধারিত সময় রয়েছে তার এক মূহূর্ত আগে পিছে হবে না। যেকোন মুহূর্ত মরণ ঘটতে পারে কাজেই জীবনের আশা-ভরসা ত্যাগ করে, সর্বদা আল্লাহর নিকট কবর ও জাহান্নামের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়া উচিত।

কখন মরণ আসবে তা মানুষের জানা নেই ঃ

মানুষের মরণ কখন কোথায় কিভাবে ঘটবে তা মানুষ জানে না এবং জানার কোন উপায়ও নেই। এমন বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছেই রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّاهُوَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ- তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে এগুলো

তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, এক মাত্র তিনিই জানেন *(আনআম ৫৯)*। অত্র আয়াতে অদৃশ্যের জ্ঞান দ্বারা এমন বস্তু বুঝানো হয়েছে, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু আল্লাহ সে বিষয়ে কাউকে অবগত হ'তে দেননি। যেমন -কে কখন কোথায় জন্ম গ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহন করবে, কতবার পা ফেলবে, কখন কোথায় কিভাবে মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা অনত্র বলেন,

انَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ –

নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই কিয়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যে ভ্রুন অস্তিত্ব লাভ করে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা এবং মানুষ জানেনা যে, সে আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং মানুষ জানেনা কোন জমিনে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সব জানেন সব বিষয়ে অবগত *(লোকমান: ৩৪)*। অত্র আয়াতে বিভিন্ন বচন ভংগিতে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর সাথে র্নিদিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরও কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হ'তে পারে। পাঁচটির শেষ হচ্ছে মানুষের জানা নেই তার মরণের স্থান, অথচ মরণের স্থানটি দুনিয়াতেই বিদ্যমান। আর মরণের সময়টি হচ্ছে অবিদ্যমান। স্থান বিদ্যমান থাকার পরও যখন মানুষ তা জানতে পারে না, তখন মরণের সময় জানতে পারার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيْهَا حَاجَةً–

ছাহাবীগণ বলেন ,নবী করিম (ছাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন মানুষের কোন জমিনে মরণ ঘটানোর ইচ্ছা করেন ,তখন তার জন্য সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন করে দেন *(সিলসিলা ছহীহা হা/ ১২২১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, মানুষের মরণের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে মরণের সময় আল্লাহ সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

মরণের সময় মালাকুল মউত ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ ঃ

মরণের সময় ফেরেশতাগণ মুমিনের নিকট সুন্দর আকৃতিতে আসেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং সন্তষ্টির সুসংবাদ দেন। আর কাফির-মুনাফিকের নিকট ভয়াবহ আকৃতিতে আসেন এবং আল্লাহর অসন্তষ্টি ও ক্রোধের সংবাদ দেন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّي اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ–

আল্লাহ তার বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত এবং তিনি তোমাদের উপর ফেরেশতাদের রক্ষক নির্ধারন করে প্রেরণ করেন। এমন কি যখন তোমাদের কারো মরণের সময় আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতা তার প্রান বের করে নেয় এবং তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে এক বিন্দু ক্রটি করেনা *(আনআম ৬১)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, মানুষের প্রতিটি গতি-বিধি নড়াচড়া এবং প্রতিটি কথা ও কাজ রেকর্ড সুরক্ষিত করে রাখার জন্য ফেরেশতাগণ নিযুক্ত রয়েছেন। মানুষের আত্না বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফেরশতা নিযুক্ত রয়েছেন, যারা দায়িত্ব পালনে বিন্দু মাত্র ক্রটি করেন না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمُ– وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ– وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَّلكِنْ لَّاتُبْصِرُوْنَ- অতঃপর মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ যখন কন্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে থাক যে, সে মরণকে বরণ করছে। তখন তার নির্গমনকারী প্রাণকে তোমরা ফেরত নিয়ে আসতে পারনা। তখন তোমাদের তুলনায় আমি তার অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকি। কিন্ত তোমরা তা দেখতে পাওনা *(ওয়াকিয়া: ৮৩-৮৫)*। অত্র আয়াতে মানুষের নিকটে থাকা ব্যক্তি হচ্ছেন মালাকুল মউত । যখন তার আত্না কণ্ঠাগত হয় তখন তার আত্নীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায় ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্না বের না হোক। কিন্তু তারা সক্ষম হয়না। তার আত্নার র্নিগমন কেউ রোধ করতে পারেনা।

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা একবার নবী করিম (ছাঃ) এর সাথে আনছারীদের এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম এবং আমরা কবরের নিকট গেলাম, কিন্তু তখনও কবর খোড়া হয়নি। তখন রাসূল (ছাঃ) বসে

গেলেন আমরাও তার আসেপাশে চুপ-চাপ বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তখন রাসূল (ছাঃ) এর হাতে এক খানা কাঠের টুকরা ছিল, যা দ্বারা তিনি চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায় মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাও তিনি এ ব্যাক্য দুবার কিংবা তিন বার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে এবং পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট আসমান হ'তে উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, যাদের চিহারা যেন সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন সমূহের একটি কাফন থাকে এবং জান্নাতের খশবু সমূহের একরকম খুশবু থাকে। তারা তার নিকট হ'তে তার দৃষ্টি সীমার দুরে বসেন। তারপর মালাকুল মউত তার নিকট আসেন এবং তার মাথার নিকট বসে বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে আস, আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। রাসূল (ছঃ) বলেন, তখন তার আত্মা বের হয়ে আসে, যেমন মশক বা কলস হ'তে পানি সহজেই বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মউত তা গ্রহন করেন কিন্ত এক মহুর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং ঐসকল অপেক্ষমান ফেরেশতা গণকে গ্রহন করেন এবং তাকে ঐকাফনে, ঐখুশবুতে রাখেন। তখন উহা হ'তে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খুশবু অপেক্ষা উত্তমখুশবু বের হ'তে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন ফেরস্তা দলের নিকট পৌছেন, তখন ঐ ফেরেশতার দল জিজ্ঞাসা করেন এই পবিত্র আত্মা কার? তখন এই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যেসব নামে ভুষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভুষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। প্রথম আকাশ পৌঁছা পর্যন্ত এরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। তারপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া মাত্রই তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাৎগামী হন তার পরের আসমান পর্যন্ত এভাবে তারা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা ইল্লিইনে লিখ এবং তাকে তার কবরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাকে জমিন হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের মধ্যেই ফিরে নিয়ে যাব। অতঃপর আমি তাকে জমিন হতে বের করব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সুতরাং তার আত্মা তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্ত কাফের বান্দা যখন

মরণ একদিন আসবেই

দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট আসমান হতে এক দল কাল চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তারা তার নিকট হ'তে দৃষ্টি সীমার দূরে থাকেন। তার পর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার নিকট বসেন ,অতঃপর বলেন, হে খবিস আত্মা! বের হয়ে আস। আল্লাহর অসন্তষ্টির দিকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এ সময় আত্মা ভয়ে তার শরীরের মধ্যে এদিক সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মউত জোরে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম সলাকা ভিজা পশম হ'তে টেনে বের করা হয় এবং তাতে পশম লেগে থাকে, এভাবে তিনি তাকে গ্রহন করেন কিন্ত যখন গ্রহন করেন তখন মুহূর্ত কালের জন্য ও নিজের হাতে রাখেন না। বরং অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটের মধ্যে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হ'তে থাকে পৃথিবীর পঁচা সরা গলিত দেহ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ। তা নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন, কিন্ত তারা যখনই তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌছেন, তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন, এই খবিস আত্মা কার? তখন মানুষেরা তাকে যে সকল খারাপ নামে ডাকত সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন অমুকের পুত্র অমুক। প্রথম আসমান পৌছা পর্যন্ত এভাবে প্রশ্ন উত্তর চলতে থাকে অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া হয় কিন্ত খুলে দেওয়া হয় না। এসময় রাসূল (ছঃ) কুরআনের ঐ আয়াতটি পাঠ করলেন ,তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলা হবে না এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা এমন অসম্ভব যেমন সূচের ছিদ্র দ্বারা উট প্রবেশ অসম্ভব। তখন আল্লাহ বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জিনে লিখে দাও। আর তা হচ্ছে জমিনের সর্ব নিম্নস্তরে। সুতরাং তার আত্মাকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার আত্মা তার দেহে ফিরে দেওয়া হয় *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)*।

মৃত্যুকালীন কষ্ট ঃ

মৃত্যু যন্ত্রনা সকল মানুষকেই ভোগ করতে হবে। মরণ যেমন মানুষের জন্য নিশ্চিত, তেমন মৃত্যু যন্ত্রনাও নিশ্চিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ– মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এই মৃত্যুর ব্যপারে তুমি টালবাহনা করতে *(ক্বাফ: ১৯)*। অত্র

আয়াত হ'তে প্রমানিত হয় যে মানুষ মরণ হ'তে বাঁচার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, মরণ তাকে গ্রাস করবেই। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَوْ تَرَي اذ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلئكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ–

ঐদিন আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা বলতে *(আনআম: ৯৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মরণের সময় মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর হবে এবং অপরাধিদের আত্মা শাস্তি দিয়ে বের করা হবে।

عَنْ عَائشَةَ مَا رَاَيْتُ اَحَدَ الْوَجْعِ عَلَيْه اَشَدُّ مِنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ –

আয়েশা রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছঃ) এর চেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা কারও বেশী দেখিনি *(বুখারী মুসলিম মিশ কাত হা/ ১৫৩৯)*।

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ فَلَا اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِاَحَد اَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ –

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার বুক ও চিবকের মধ্যস্থলে মাথা রেখে রাসূল (ছাঃ) ইনতেকাল করলেন। আমি রাসূল (ছাঃ) এর মৃত্যুর পর আর কারও মৃত্যু কষ্ট খারাপ মনে করতাম না *(বুখারী মিশকাত হা/১৪৫৪)*। হাদীছের মর্ম- আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখেছি তারপর আর মৃত্যু যন্ত্রণাকে খারাপ মনে করি না। কারণ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যখন মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়নি তখন কোন মানুষই মৃত্যু কষ্ট হ'তে রক্ষা পাবেনা। তাই কারও মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে খারাপ মনে করা ঠিক নয়।

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا اَغْبِطُ اَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ –

হযরত আযেশা (রাঃ) বলেন, অমি রাসূল (ছাঃ) এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর অন্য কারো মৃত্যু যন্ত্রণার সুখ কামনা করতাম না *(তিরমিযি হা/ ৯৭৮)*।

عَنْ عَائشَةَ كَانَتْ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْه رَكْوَةً اَوْ عُلْبَةً فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يَدْخُلُ يَدَهُ فىالْمَاءِ فَيَمْسَحُ بهمَا وَجْهَهُ وَيَقُوْلُ لَااِلهَ اَلّااللهُ انَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلي حَتيّ قَبَضَ وَمَالَتْ يَدُهُ –

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)এর মরণের সময় তার সামনে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি সেই পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তা দ্বারা মুখ মুছে নিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, –لَااِلَه اَلَّا اللّهُ انَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয় মরণে কষ্ট রয়েছে। তারপর তিনি হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, اَللَّهُمَّ وَ اَلْحِقْنِىْ بِا الرَّفِيْقِ الْاَعْلى وفى رواية اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِى اَلْحِقْنِىْ فِىْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلى – হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর ,আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। তার পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং তার হাত ঢুলে পড়ল *(বুখারী, রিক্বাক অধ্যয়, মরণের কষ্ট অনুচ্ছেদ)*। উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, মরণের সময় শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠে কঠিন যন্ত্রনার মুখ-মুখি হ'তে হয়। এমন সময় বলা ভাল। لَااِلَه اَلَّا اللهُ اَنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتِ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয় মরণে কষ্ট রযেছে।

মরণের সময় মানুষ দুনিয়াতে ফিরে যেতে চায়ঃ

যখন মানুষের মরণ এসে পোঁছে তখন মানুষ পৃথিবীতে ফিরে আসার আশাপোষণ করে।

কারন সে কাফের হ'লে মুসলমান হ'তে চায় আর পাপচার মুসলমান হ'লে তওবা করার আশা পোষণ করে কিন্ত তা গ্রহণ হয় না এবং মরণের সময় তওবা কবুল হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حَتيِ اذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلي يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

অবশেষে যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে, হে আমার পালন কর্তা! আমাকে পূনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম

করতে পারি যা আমি করিনি। কখনই নয় ইহা তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে র্বাযাখ তথা ইহলৌকিক পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে একটি সময়সীমা রয়েছে আর তা হচ্ছে কিয়ামত র্পযন্ত *(মুমিনুন ৯৯-১০০)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, মানুষ মরণের সময় সৎ র্কম করার আশায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায়, যদিও তার ফিরে আসতে চাওয়াটা অর্নথক যা সে বলতে বাধ্য। কেননা এখন আযাব সামনে এসে গেছে এ কথা বলে কোন লাভ হবে না। কারণ সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ কোনদিন দুনিয়াতে ফিরে আসতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন ,

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْ إلى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ-

আমি তোমাদেরকে যে রিযেক্ব দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় মরণের সময় বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কিছু সময় অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্ত র্ভুক্ত হ’তাম *(মুনাফিকুন: ১০)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ মরণের সময় সৎকর্ম করার বাসনায় মরণ কিছু বিলম্বে আসার আশা প্রকাশ করে। মরণ আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয়না কাজেই আসা প্রকাশ করা হ’বে অনর্থক । আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلي اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ-

মানুষকে ঐদিনের ভয় প্রর্দশন করুন, যেদিন তাদের কাছে মরণের আযাব আসবে। তখন জালেমরা বলবে, হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদেরকে সামান্য সময় অবকাশ দিন, যাতে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারি এবং রাসূলগণের অনুসরণ করতে পারি *(ইবরাহমি: ৪৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, মানুষ মরণের সময় কিছু সময় বেচে থাকার সুযোগ চায়। সুযোগ পেলে আল্লাহ এবং তার রসূলের পুর্ণ অনুসরন করার আসা ব্যক্ত করে। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, اَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ

আমাদেরকে পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হ’লে আমরা পূর্বে যা কাজ করতাম, তার বিপরীত কাজ করে আসতাম *(আরাফ: ৫৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ মরণের সময় পুনরায দুয়িাতে ফিরে আসার অবকাশ চায় এবং যা আমল করত তার বিপরীত ভাল আমল করার প্রতি প্রতিজ্ঞা করে। আল্লাহ তায়ালা অনত্র বলেন, وُهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلْ- সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! বের করুণ আমাদেরকে। আমরা সৎ কাজ করব পূর্বে যা করতাম তা করবনা *(ফাতির: ৩৭)*। মরণের পর ভয়াবহ শাস্তি দেখে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে পুণরায় দুনিয়াতে ফেরত দেওয়া হোক, আমরা সৎ আমল করব, যা করছিলাম তা করবনা।

মরণের সময় তওবাঃ

মরণের সময় ঈমান আনলে ঈমান কবুল করা হয় না। আর মরণ শ্বাস উঠার সময় তওবা কবুল হয়না। কাজেই মানুষের জন্য উচিৎ সর্বক্ষণ তওবা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَيْسَت التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَات حَتي اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَاالّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُؤلَئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

আর এমন মানুষের তাওবা কবুল করা হয়না যারা পাপকাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মরণ আসে, তখন বলতে থাকে, অমি এখন তওবা করছি । আর যারা কুফুরি অবস্থায় মারা যায় তাদের তওবা কবুল করা হয়না । অত্র আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে মানুষ মরণের সময় তওবা করে, কিন্ত তাদের তওবা কবুল হয়না । তবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তত করে রেখেছি *(নেসা: ১৮)*। আয়াতে বুঝা গেল যে পাপের জন্য মানুষ তওবা করে সে পাপ বহাল থাকা অবস্থায়, মানুষের তওবা কবুল করা হয়না। তাওবা করার পদ্ধতি হচ্ছে (১) পাপ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া (২) আর কোন দিন না করার অঙ্গীকার প্রকাশ করা (৩) তাওবার বাক্য গুলি বারবার বলার চেষ্টা করা । তাওবার বাক্যগুলি হচ্ছে ।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْه – اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَلَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْه– اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى اَحَدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُؤُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِى فَاِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ –

আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বি লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাতা'তু ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মা ছনা'তু আবূ: লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবূ: বিযামবি ফাগফিরলী ফা ইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্ল- আন্তা।

মরণ আসলে মুমিনের অবস্থাঃ

যখন ফেরেশতাগণ মুমিনের নিকট আল্লাহর পক্ষথেকে মরণের সুসংবাদ নিয়ে আসেন এবং বলেন, يَاَيَّتُهَا الَّنَفْسُ الْمُتْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلي رَبِّكَ رَاضِيَةً مرضئة– হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস, এমন অবস্থায় যে তুমি তোমার ভাল পরিনতির জন্য সন্তষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রিয় পাত্র *(ফাজর: ২৬২৭)* । অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতা মমিনকে প্রথমেই প্রশান্তির বাণী শুনান। তার পর বলেন, আপনার প্রতি আল্লাহ সন্তষ্ট এবং তোমরা তাঁর নিকট প্রিয় পাত্র।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبّ لِقَاءَ اللّٰه اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰه كَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَوْ بَعْضُ اَزْوَاجه اَنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذلكَ وَلكنَّ الْمُؤْمنَ اذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بَشَّرَ بِرِضْوَان اللّٰه وَكَرَامَته فَلَيْسَ شَيْئٌ احَبُّ اِلَيْه مِمَّا اَمَامَهُ فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰه وَاَحَبَّ اللّٰهُ لَقَائَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اذَا حَضَرَ بَشَّرَ بِعَذَابِ اللّٰه وَعُقُوْبَته فَلَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَهُ اَلَيْه مِمَّا اَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهُ –

ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়া ভালবাসে, আল্লাহ তার সাক্ষাত করা ভালবাসেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দ করেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অথবা তার কোন স্ত্রী বলেন,অবশ্যই আমরা মরণকে অপছন্দ করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং মু'মিনের নিকট মরণের সংবাদ আসলে, তাকে আল্লাহর সন্তষ্টি এবং তার নিজের মর্যাদার সুসংবাদ দেওয়া হয় । তখন মুমিনের নিকট এটাই সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং প্রিয়তম হয়। এজন্য মুমিন মরণকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাত ভালবাসেন । তবে কাফিরের নিকট যখন মরণ উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয় । তখন তার নিকট আল্লাহর সাক্ষাত করা সবচেয়ে অপছন্দ হয় এবং আল্লাহ্ তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন *(মূল বুখারী ১ম খণ্ড পৃ: ৯৬৩)* । অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় মরণ মুমিনের জন্য আনন্দে উৎফল্লহওয়ার মাধ্যম। কারণ এতে তার আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا وَضَعَت الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلي اَعْنَاقهِمْ فَانْ كَانَتْ صَالحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَانْ كَانَتْ غَيْرَ صَالحَة قَالَتْ لَاَهْلهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْئٍ اِلّا الْاِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ–

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন ,যখন লাশকে খাটে উঠানো হয় এবং লোকেরা তাকে কাঁধে উঠিয়ে নেয়, এ সময় মৃত্যু ব্যক্তি বলে, আমাকে সন্মুখে নিয়ে চল, যদি সে ব্যক্তি মুমিন হয়। আর যদি বদকার হয়, তা'হলে নিজ পরিবারের লোকদের বলতে থাকে আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? তার এই চিৎকার মানুষ ব্যতিত সব কিছুই শুনতে পায়। যদি মানুষ শুনতে পেত তাহ'লে তারা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ত *(বুখারী মিশকাত হা/১৬৪৭)*। হাদীছে বুঝা গেল মমিন বলে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। কারণ সে আল্লাহর সাক্ষাতে যাচ্ছে।

মরণের সময় নবীদের ইখতিয়ারঃ

সকল নবীর মরণের সময় তাদের জন্য যে অফরন্ত অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন সেগুলি পেশ করা হয়। তারপর দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। তখন তারা পরকালের অগ্রাধিকার দেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ نَبِيّ يمرض اَلَّا خُبِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَة وَكَانَ فِي شكْوَاهُ الذيْ قَبَضَ اخَذَتْهُ بحة شَدِيْدَة فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مُعَ الذيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِين فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ -

আয়েশা (রাঃ) বলেন ,আমি নবী করিম (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি প্রত্যেক নবীকেই তার মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কোন একটি গ্রহন করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আর রাসূল (ছাঃ) যখন তার অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কঠিন শ্বাশরুদ্ধ অবস্থার সন্মুখিন হন। সেই সময় আমি তাকে কুরআনের এই আয়াত পড়তে শুনলাম। অর্থাৎ সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে যাদেরকে আপনি পুরুস্কিত করেছেন। যথা নবী সিদ্দিক শহীদ ও সালেহীনগণ। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাকে সেই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আর তিনি আখেরাত কেই প্রাধান্য দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫৯৬০)*। হাদীছে বুঝা গেল আমাদের নবীকেও মরণের সময় এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। তিনি মরণ পছন্দ করে বলেছিলেন, আমি নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎ লোকদের সাথে থাকতে চাই।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحُ اَنَّهُ لَنْ يُّقْبَضَ نَبِيّ حَتّي يَرَي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة ثُمَّ يخَيْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمّا نَزَلَ به وَرَاْسُهُ عَلي فَخذيْ غَشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ الِي السَّقَف ثُمَّ قَالَ اَللّهُمَّ الرَّفِيْق الْاعْلي قُلْتُ اذن لا يختارنا قَالَتْ وَعَرَفْتُ اَنّه الحديث الذي كَانَ يُحَدِّثُنَا به وَهُوَ صَحِيْحٌ فِي قَوْله اَنَّهُ لا يقبض نبي قط حتي يريم قعده من الجنة ثم يخير قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ اَخرُ كَلِمَةٍ تكلم بِهَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله اللهم الرفيق الاعلي-

মরণ একদিন আসবেই

আয়েশা (রাঃ) বলেন ,রাসূল (ছাঃ) সুস্থ অবস্থায় প্রায় বলতেন, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার বাসস্থল দেখানো হয়। তারপর তাকে দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হয়। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন, এমতাবস্থায় তার মাথা আমার রানের উপর ছিল। এসময় তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। অতপর চৈতন্য ফিরে আসলে তিনি ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ উঁচু মর্যদাসর্ম্পন বন্ধুর সঙ্গে করে দিন। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন তিনি আমাদের কাছে থাকা পছন্দ করছেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ইহাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুস্থ অবস্থায় যেবাক্য বলতেন, ইহা সেই বাক্যের বহিপ্রকাশ। আর সে কথাটি হচ্ছে প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার থাকার স্থান দেখানোর পর তাকে দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার ব্যাপারে এখতিয়ার দেওযা হয়। আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন ,নবী করীম (ছাঃ) সর্বশেষে এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন " আল্লাহুম্মা আর্‌রফি ক্বিল আ'লা " *(৫৯৬৪)*। অত্রহাদীছ দ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী গণকে তাদের মরণের পূর্বে জান্নাতে তাঁদের থাকার স্থান দেখানো হয়েছে এবং দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে ।

কবরের শাস্তি ঃ

মানুষের মরণের পর বড় ভয়াবহ কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে। যেখানে মানুষের কোন সহযোগি থাকবে না । সেখানে মানুষ হবে বড় অসহায় ও নিরুপায় । সেদিন ভুল ধরা পড়লে সংশোধনের কোন পথ থাকবে না। সেদিন মানুষ কত অসহায় হয়ে পড়বে যা ভাষায় ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয় । যেমন নদীর স্রোত একবার চলে গেলে তাকে ফিরে আনা সম্ভব নয়। তেমনি মানুষের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সে ভয়াবহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। তার একটি ভয়াবহ স্থান হচ্ছে কবর । এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ ও কুরআনের আয়াত রয়েছে ,যার কিছু নমুনা পেশ করা হ'ল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ تَرَي اذ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلئِكَة بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ايَتِه تَسْتَكْبِرُوْنَ–

হে নবী! আপনি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন, যখন তারা মৃত্যু কষ্টে পতিত হয়, ফেরেস্তাগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা বের করে দাও । ফেরেস্তাগণ এ সময় বলেন, আজ হ'তে তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে । আর অপমানজনক শাস্তির কারন হচ্ছে তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য আরপ করতে এবং অহংকার করে তার আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে *(আনআম:৯৩)* অত্র আয়াতে অত্যাচারিদের মৃত্যু যন্ত্রণার কথা উল্লেখ হয়েছে। মৃত্যুর সময় তাদেরকে অপমান করা হয় তা স্পষ্ট করা হয়েছে এবং মরণের পর হ'তেই তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয় হয় । আর মরণের পর হ'তে যে শাস্তি দেয়া হয় তাকেই কবরের শাস্তি বলে । আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

فَوَقَهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَامَكَرُوْا وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُؤَالْعَذَابِ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا –

ফেরাউন বংশীয় একজন মুমিনকে আল্লাহ ফেরাউনদের কবল হ'তে রক্ষা করেন । অবশেষে এদেরকে আল্লাহর কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর এ কঠোর শাস্তি তাদের সামনে সকাল-সন্ধা পেশ করা হয় *(মুমিন:৪৫-৪৬)* । অত্র আয়াতে সকাল-সন্ধা যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কবরের শাস্তি । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلى عَذَابٍ عَظِيْمٍ– অচিরেই আমি তাদেরকে বারবার শাস্তি দিব। অতঃপর তারা মহা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে *(তাওবা:১০১)*। অত্র আয়াতে বারবার শাস্তি বলে কবওরের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

عن انس قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان العبد اذا وضع في قبره وتولي عنه اصحابه انه ليسمع قراء نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت

মরণ একদিন আসবেই

تقول في هذاالرجل لمحمد فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبدالله ورسوله فيقال له انظر الي مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا واما المنافق والكافرفيقال له ماكنت تقول في هذا الرجل فيقول لاادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصح صيحة يسمع من يليه غير الثقلين –

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছঃ) বলেছেন, যখন মৃতু ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হ'তে ফিরতে থাকে তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায় । তাদের ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট দুজন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান । তার পর নবী করিম (ছাঃ) এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞাসা করেন তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারনা করতে ? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর দাস এবং তার রাসূল । তখন তাকে বলা হয় এই দেখে লও জাহান্নামে তোমার স্থান কেমন যঘন্য ছিল। আল্লাহ তোমার সেই স্থান কে জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন । তখন সে উভয় স্থান দেখে এবং খুশি হয় । কিন্তু মৃতু ব্যক্তি যদি মুনাফিক ও কাফের হয় তখন তাকে বলা হয় দুনিয়াতে তুমি এব্যক্তি সর্ম্পকে কি ধারনা করতে? তখন সে বলে আমি বলতে পারি না । মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম, (প্রকৃত সত্য কি ছিল তা আমার জানা নেই)। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দ্বারা বুঝার চেষ্টা করনি কেন ? আল্লাহর কিতাব পড়ে বোঝার চেষ্টা করনি কেন? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু করে। পিটানির চোটে সে হাওমাও করে বিকট ভাবে চিৎকার করতে থাকে । আর এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই তার চিৎকার শুনতে পায় *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১১৯)* । অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয় মান হয় যে, মরণের পর মানুষ প্রশ্নের মুখামুখি হবে। প্রশ্নগুলি কি হবে তা নবী করিম (ছাঃ) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এবং তার উত্তরও বলে দিয়েছেন । কবরে যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে তার পরিণাম হবে বড় ভয়াবহ। হাতুড় দ্বারা কঠিনভাবে পিটানো হবে । তখন সে বিকট শব্দ করে চিৎকার করতে থাকবে । মানুষ এবং জিন ছাড়া এ বিশাল পৃথিবীর জীব-জন্তু, কিট-পতংগ ও জড় বস্ত সব কিছুই শুনতে পাবে ।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالعداة والعشي ان كان مِنْ اَهْلِ الْجَنّة فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّة وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النّارِ فَمِنْ اَهْلِ النّارِ فَيُقَالُ هذا مَقْعَدُكَ حَتّي يَبْعَثَكَ الله اليه يوْمَ الْقِيَامة –

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার স্থায়ী স্থানটি সকাল সন্ধায় তার সামনে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয় তাহ'লে জান্নাতের স্থান তার সামনে পেশ করা হয় । আর যদি জাহান্নামী হয় তাহ'লে জাহান্নামের স্থান তার সামনে পেশ করা হয় । এবং বলা হয় এ হচ্ছে তোমার আসল স্থান । কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এখানেই পাঠাবেন *(বুখারী. মুসলিম. মিশতাত ১২০)*। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে প্রতি দিন সকাল সন্ধায় কবর বাসীর সামনে জাহান্নাম বা জান্নাত পেশ করা হয় এবং বলা হয় এটাই তোমার আসল স্থান । তাকে জাহান্নাম দেখিয়ে সর্বদা আতংকিত করা হয়। অথবা জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ القبرِ فَسَألَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ القبرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذابُ القبرِ حَقٌّ قَالَتْ عائشةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلي صَلَاةً اِلَّاتَعَوَّذَ بِااللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ –

আয়েশা (রঃ) বলেন, একদা এক এহুদী মহিলা তার নিকট আসল এবং কবরের আযাবের কথা উত্থাপন করে বলল, আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করুন । অতঃপর আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)কে কবরে শাস্তি সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ কবরের শাস্তি সত্য । আয়েশা (রাঃ) বলেন, তার পর হ'তে আমি রাসূল (ছাঃ)কে যখনই ছলাত আদায় করতে দেখেছি। তখনই তাকে কবরের আযাব হ'তে পরিত্রাণ চাইতে দেখেছি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, কবরের শাস্তি চূড়ান্ত সত্য । নবী করীম (ছাঃ) যখনই ছলাত আদায় করতেন তখনই কবরের আযাব হ'তে পরিত্রান চাইতেন ।

তাই আমাদেরও উচিৎ প্রত্যেক ছলাতের মধ্যে কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রান চাওয়া ।

عَنْ زيدبن ثابت قال بينا رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حائط لبني النجار علي بغلة له ونحن معه اذحادت فكادت تلقيه واذا اقبر ستة اوخمسة فقال من يعرف اصحاب هذه القبور قال رجل انا قال فمتي ماتوا قال في الشرك فقال ان هذه الامة لتبلي في قبورها فلولا ان لاتدفنوالدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذواباالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النارقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذا بالله من الفتن ماظهرمنها وما بطن قالوا نعوذبالله من الفتن ماظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنةالدجال-

যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন নবী করিম (ছাঃ) একদা নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খচ্চরটি এমন ভাবে লাফিয়ে উঠল এবং নবী করীম (ছাঃ)কে ফেলে দেবার উপক্রম করল। দেখা গেল সেখানে ৫টি কিংবা ৬টি কবর রয়েছে। তখন নবী করীম (ছাঃ)জিজ্ঞাসা করলেন, এই কবর বাসীদের কে চিনে ? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি । নবী করিম (ছাঃ) বললেন, তারা কখন মারা গেছে ? সে বলল মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে । তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয় মানুষকে তার কবরে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কবরের শাস্তির ভয়ে তোমরা কবর দেয়া ত্যাগ করবে না হ'লে আমি আল্লাহর নিকট দো'আ করতাম যেন আল্লাহ তোমাদেরকে কবরের শাস্তি শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর নবী করিম (ছাঃ) আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, তোমরা সকলেই জাহান্নামের আযাব হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও । তারা সকলেই বলে উঠল, আমরা জাহান্নামের আযাব হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রান চাচ্ছি । নবী করিম (ছাঃ) বললেন, তোমরা সকলেই কবরের আযাব হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও তারা সকলেই বলল আমরা কবরের শাস্তি হ'তে আল্লাহর নিকট

পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রায় চাচ্ছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট দাজ্জালের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি *(মুসলিম,মিশকাত হা/১২২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয় মান হয় যে, মানুষ কবরে এমন ভয়াবহ শাস্তির সন্মুখিন হবে যা মানুষকে শুনানো সম্ভব নয়। মানুষ কবরের শাস্তি শুনতে পেলে বেঁচে থাকতে পারবে না এবং কাউকে কবরে দাফন করতে চাইবে না। এ জন্য নবী করীম (ছাঃ) আমাদের সাবধান ও সর্তক করে বলেছেন, তোমরা সর্বদা কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাও।

عن ابي هريرة قال قال رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا اقبرالميت اتاه ملكان اسوادان ارزقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير فيقولان ماكنت تقول في هذا الرجل فيقول هوعبدالله ورسوله اشهدان لااله الاالله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قدكنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين وينورله فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الي اهلي فاخبرهم فيقولان له نم كنومة العروش الذي لايوقظه الا احب اهله اليه حتي يبعثه الله من مضجعه ذلك وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا ادرى فيقولان له قدكنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض التئمي عليه فتلتم عليه فتختلف اضلاعه فلايزال فيها معذباحتي يبعثه الله من مضجعه ذلك –

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়,তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দুজন কাল বর্ণের ফেরেশ্তা এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপর জনকে বলাহয় নাকির। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ইশারা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি দুনিয়াতে কি বলতে ? মৃত্যু ব্যক্তি মুমিন হলে বলেন,তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম আপনি এ কথাই বলবেন। অতঃপর তার কবরকে দৈর্ঘে-প্রস্থে

মরণ একদিন আসবেই

৭০(সত্তর) হাত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয় ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলে না অমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই। ফেরেশ্তাগণ বলেন, তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার ন্যায় আনন্দে ঘুমাতে থাক যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ঘুম ভাঙাতে পারেনা। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে এ শয্যাস্থান হ'তে না উঠাবেন ,ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে। যদি মৃত্যু ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহ'লে সে বলে, লোকে তার সর্ম্পকে যা বলত আমিও তাই বলতাম। আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। তার পর জমিন কে বলা হয় তোমরা এর উপর মিলে যাও। সুতরাং জমিন তার উপর এমন ভাবে মিলে যায় যাতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হ'তে উঠাবেন *(তিরমিযি, মিশকাত হা/১৩০,হাদীছ ছহীহ)*। অত্রহাদীছে বুঝা যায় যে মৃত্যু ব্যক্তি কে কবরে রাখার পরপরই ভয়াবহ আকৃতিতে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তারা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার উত্তর ঠিক হ'লে কবরকে প্রশস্ত করা হয় এবং কবরকে আলোকিত করা হয়। আর বাশর ঘরের দুলার ন্যায় নিরাপদে ঘুমাতে বলা হয়। উত্তর সঠিক দিতে না পারলে মাটি কে বলা হয় তুমি একে দুদিক থেকে চেপে পিশে একাকার করে দাও। তখন মাটি তাকে এভাবে চেপে পিশে একাকার করতে থাকে আর এরূপ হতে থাকবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত।

عن البراءبن عاذب عن رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له مادينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ماهذاالرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الاية قال فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الي الجنة فيفتح قال فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مدبصره واما

الكافرفذكرموته ويعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لادري فيقولان له مادينك فيقول هاه هاه لادري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لادري فينادي مناد من السماء ان كذب فافرشو من النار والبسوه من النار وافتحواله باباالي النار قال فياتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتي يختلف فيه اضلاعه ثم يقيض له اعمي اصم معه مرزبة من حديدلوضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الاالثقلين فيصيرترابا ثم يعادفيه الروح–

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কবরে মুমিন বান্দার নিকট দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমার প্রতি পালক আল্লাহ। তার পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে আমার দ্বীন ইসলাম। পুনরায় জিঞাসা করেন, এই যে লোকটি তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে তিনি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)। তখন ফেরেশ্তাগণ তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তা জানতে পারলে? সে বলে আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি তা দেখেছি তার প্রতি ঈমান এনেছি ও তাকে সমর্থন করেছি। তখন নবী করিম (ছাঃ) বললেন, এই হল আল্লাহর বাণী, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদেরকে কালেমা শাহাদাত এর উপর অটল রাখবেন *(ইবরাহীম: ২৭)*। তার পর নবী করিম (ছাঃ) বললেন, এসময় আকাশ হ'তে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন , আমার বান্দা সঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য কবর হ'তে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরং তার জন্য তাই করা হবে। নবী করিম (ছাঃ) বলেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের সুগন্ধি আসতে থাকে এবং ঐ দরজা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তারপর নবী করীম (ছাঃ) কাফেরের মৃত্যু প্রসংগ উল্লেখ করে বলেন, তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর দুজন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি পালক কে? তখন সে বলে হায়! হায়! আমি

মরণ একদিন আসবেই

কিছুই জানিনা। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? সে পুণরায় বলে হায়! হায়! আমি কিছুই জানিনা তারপর তারা ইশারা করে বলেন, এই লোকটি কে? যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে পুনরায় বলে হায়! হায়! আমি কিছুই জানিনা। তারপর আকাশ থেকে একজন আহবান কারী বলেন সে মিথ্যা কথা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তার পর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে জাহান্নামের দিক একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের লু হাওয়া আসতে থাকে এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যাতে তার এক দিকের পাঁজর আর এক দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তা'হলে পাহাড়ও ধুলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। আর সেই ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে এত জোরে আঘাত করেন, আর সে আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর সব কিছুই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে *(আহমাদ হাদীছ ছহীহ মিশকাত হা/১২৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, কবরে থাকতেই মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে। কবরে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে, জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে। এক কথায় জাহান্নামে যত শাস্তি রয়েছে তা কবরেও হবে। এছাড়া কবরকে এত সংর্কীন করা হবে যাতে তার হাড় হাড্ডি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এর পরও এমন একজন ফেরেশতা নির্ধান করা হবে যে অন্ধ ও বধির অর্থাৎ যার নিকট কোন দয়ার আশা করা যায়না। কেননা চক্ষু দিয়ে দেখলে অন্তরে দয়ার প্রভাব হয় আর কানদিয়ে শুনলেও অন্তরে দয়ার প্রভাব হয়। কিন্তু এমন একজন ফেরেশ্তা যে চখেও দেখেনা কানেও শুনেনা। তাই তার নিকট দয়ার কোন আশা করা যায় না।

عن البراء عازب قال قال رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسنه فيقولان له ماهذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو ربي الله فيقولان له وما علمك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له باباالي الجنة قال فياتيه من روحها وطبيها فيفسح له في قبره مدبصره قال وياتيه رجل احسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من انت فوجهك الوجه يجئ بالخير فيقول انا عملك الصالح –

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)বলেছেন, লাশ কবরে রাখা হলে তার আত্মা তার শরীরে ফিরে দেয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠে বসান, তারপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে তিনি আল্লাহর রাসূল (ছঃ), পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তা কি করে জানতে পারলে? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান হ'তে একজন আহ্বান করে বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য একটি জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। নবী করিম (ছাঃ) বলেন, তখন তার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তি আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবরকে তার দৃষ্টির সিমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। নবী করিম (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসেন এবং তাকে বলেন, তোমাকে খুসি করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহন কর। আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে মৃত্যু ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত সুন্দর যে, কল্যাণের বার্তা বহণ করে। তখন সে বলে আমি তোমার সৎ আমল *(আহমাদ, মিশকাত হাদীছ ছহীহ হা/১৫৪২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ভাল ব্যক্তির জন্য কবরও জান্নাত। কারন সে কবর থেকে জান্নাতের সর্ব ধরনের সুখ ভোগ

করতে পায়। তার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে তার নিজের সৎ আমল গুলি এক সুন্দরচেহারা বিশিষ্ট সুবেশী সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তির আকার ধারন করে এসে বলবে, তোমার জন্য সুসংবাদ, আমি তোমার সৎ আমল, অমি কল্যাণের বার্তা বহনকারী।

عن البراء بن عازب قال قال رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتعادروحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لاادري فيقولان له مادينك فيقول هاه هاه لا ادري فينادي مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار وافتحواله بابا الي النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتي تختلف فيه اضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقولابشر بالذي يسؤك هذايومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه يجي بالشر فيقول انا عملك الخبيث–

বারা ইবনে আযেব (রঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশ্তা আসেন এবং তাকে উঠে বসান অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে হায়! হায়! অমি জানি না। তার পর জিজ্ঞাসা করেন তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে হায়হায় আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে হায়! হায়! আমি জানিনা। এসময় আকাশের দিক হ'তে একজন ঘোষনাকারী ঘোষনা করে বলেন সে মিথ্যা বলছে। সুতরং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার দিকে জাহান্নামের লু হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংর্কিন হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুরগন্ধ যুক্ত লোক এসে বলে তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিষের দুঃসংবাদ গ্রহন কর। এদিন সর্ম্পকে তোমাকে পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞাসা করে তুমি কে, কি কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে? সে বলে আমি তোমার বদ আমল *(আহমাদ মিশকাত হাদীছ ছহীহ হা/১৫৪২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পাপাচার ব্যক্তি কবরেই জাহান্নামের সর্ব ধরনের সাস্তি ভোগ করবে। আর সবচেয়ে দুঃখ জনক ব্যপার হচ্ছেতার আমলগুলি এক কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দূর্গন্ধযুক্ত লোকের আকৃতি ধারণ করে এসে বলবে, আমি তোমার বদ আমল তোমার জন্য দূর্ঃসংবাদ বহন করে এনেছি।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَي الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَ عَلَي رُؤُسِنَا الطَّيْرُ وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ الْاَرْضَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقبرِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَثًا –

ারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা একবার নবী করীম (ছাঃ) এর সাথে আনছার দের এক লোকের জানাযায় গেছিলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম কিন্ত তখনও কবর খোড়া হয়নি তখন নবী করিম (ছাঃ) বসলেন, আমরাও তার আশেপাশে বসলাম। আমরা এমন চুপচাপ বসেছিলাম যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে।তখন নবী করিম (ছাঃ) এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যাদ্বারা তিনি চিন্তিত ব্যক্তির ন্যয় মাটিতে দাগকাটতে ছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন আল্লাহর নিকট কবর আযাব হ'তে পরিত্রান চাও। তিনি কথাটি দুই-তিন বার বললেন *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ হা/ ১৫৪২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে,কবরের শাস্তি গভির ভাবে ভাববার বিষয় কবরের শাস্তি থেকে পরিত্রান চাওয়ার জন্য নবী করীম (ছাঃ) আদেশ করেছেন। কথাটি তিনি বারবার বলে মানুষকে কঠর হুশিয়ারী দিয়েছেন।

عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلي قَبْرِبَكي حَتّي يَبُلَ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَاتَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هذا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنَ مَنَازِلِ الْاَخِرَةِ فَاِنْ نَجي مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرَمِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّمِنْهُ قَالَ وقالَ رَسولُ اللّٰهِ صلّى اللّٰهِ عَليهِ وسلّمَ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّاوَالْقبرَ اَفْظَعُ مِنْهُ–

ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এমন কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা স্বরণ করেন, অথচ কাঁদেন না আর কবর দেখলেই কাঁদেন ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পরকালের বিপদ জনক স্থান সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম, যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায় তা'হলে তার পরের সব স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে ত'াহলে পরের সব স্থানগুলি আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) ইহাও বলেছেন যে, আমি এমন কোন জঘন্য ও ভয়াবহ স্থান দেখিনি যা কবরের চেয়ে জঘন্য ও ভয়াবহ হ'তে পারে। *(তিরমিযি হাদীছ ছহীহ বাংলা ১ম খণ্ড মিশকাত হা/১২৫)*। অত্র হাদীছ হ'তে বুঝা গেল যে, পরকালের ভয়াবহ স্থান সমূহের প্রথম স্থান হচ্ছে কবর। কবরের বিপদ হ'তে রক্ষা পেলে বাকি সব স্থানে রক্ষা পাওয়া যাবে। কবরের ভয়ভীতি মনে করে আল্লাহর দরবারে কান্না কাটি করা এবং কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়া উচিত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ لَقَدْ ضَمّ ضَمّةً ثُمّ فُرِجَ عَنْهُ –

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, সা'দ (রাঃ) মৃত্যুবরন করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সা'দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল, যার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্ত এমন ব্যক্তির কবরও সংর্কীণ করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল *(নাসাঈ মিশকাত হা/* ১৩৬ । অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ভাল মানুষের কবরও সংকীর্ণ হ'তে পারে।

عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقَبْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ –

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তাঁকে অহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে দাজ্জালের ফেতনার মতই তোমাদেরকে কবরের ফেত্নার মুখোমুখি করা হবে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৫)*। হাদীছে বুঝা গেল দাজ্জালের ফেত্না যেমন বিপদজনক তেমনি বিপদজনক হচ্ছে কবরের ফেতনা।

عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِيْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً–

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন,নবী করিম (ছঃ) একদিন আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন খুৎবায় কবরের আলচনা করলেন। কবরের ফেৎনার কথা শুনে মুসলমান গণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন *(বুখারী, মিশকাতহা/১৩৭)*। হাদীছে বুঝা গেল যে মানুষের সামনে কবরের আলচনা হওয়া উচিত। কবরের শাস্তি ও ফেতনার ভয়ে কান্নাকাটি করা উচিত।

عَنْ اَبِي هُرِيرةَ قال قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِهَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা এমন এক জিনিস খুব বেশি বেশি স্বরন কর, যা মানুষের জীবনের স্বাদকে ধংশ করে দেয় আর তা হচ্ছে মরণ *(ইবনেমাযা, হাদীছ ছহীহ হা/৪২৫৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মাণ হয় যে, মানুষের সবচেয়ে স্বরণীয় কথা হচ্ছে মরণ। আর মরণই মানুষের জীবনের সব আশা আকাংখাকে শেষ করে দেয়।

عن ابن عمر انه قال كنت مع رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاءه رجل من الانصار فسلم علي النبي ثم قال يا رسول الله اَيّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْيَسُ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَحْسَنُهُمْ لَمَّا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا اُولئِكَ الْاَكْيَاسُ –

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (ছঃ) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ আনছারদের একজন লোক আসলেন সে নবী করীম (ছাঃ)কে সালাম করলেন অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সবচেয়ে উত্তম মমিন কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, চরিত্রে যে সবচেয়ে ভাল। তারপর লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুমিন কে ? যে সবচেয়ে বেশি মরণকে স্বরণ করতে পারে আর মরণের পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তারাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান *(ইবনে মাজাহ হাদীছ ছহীহ হা/৪২৫৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে মরণকে যারা বেশী বেশি স্বরণ করে তারাই বেশী বুদ্ধিমান এবং তারাই পরবর্তী জীবনে বেশি সফলতা অর্জন করতে পারবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَان فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُ هُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ –

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম (ছাঃ) এমন দু’টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দু’টিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল তখন তিনি বললেন, কবরে এ দু ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যা হ’তে বিরত থাকা কঠিন ছিলনা তাদের একজন পেশাব থেকে সর্তকতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত *(বুখারী হা/১৩৬১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় হয় যে, পেশাব হতে সতর্ক ন থাকলে কবরে শাস্তি হবে।

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ اَطْلَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى اَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَقِيْلَ لَهُ تَدْعُوْ اَمْوَاتًا فقالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مَنْهُمْ وَلكِنْ لَايُوْجِيْبُوْنَ–

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে নিহত কাফির যারা কালীব নামক এক গর্তে পড়েছিল। তাদের দিকে ঝুকে দেখে বললেন, তোমাদের সাথে তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তবে পেয়েছো তো? (তারা ৪৪ জন ছিল) তখন ছাহাবীগণ নবী কারীম (ছাঃ) কে বললেন, আপনি মৃতুদের ডেকে কথা বলছেন? ওরা কি আপনার কথা শুনতে পায়? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক বেশি শুনতে পাও না। তারাই তোমাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছে! তবে তারা জবাব দিতে পারছে না *(বাংলা বুখারী ২য় খণ্ড, ই: ফা: হা/১৩৭০)*। অত্র

হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তোমরা কবরের শাস্তি ভোগ করছ তো? নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে আহ্বান করে বলেন, তোমরা মরণের পর যে শাস্তি ভোগ করছ এ শাস্তির কথাই আমি তোমাদের বলতাম। এ শাস্তির ব্যাপারেই আল্লাহ সতর্ক করেছিলেন। যা তোমরা অস্বীকার করেছিলে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْانَ انّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে, নিশ্চয় তারা এখন ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে আমি তাদের যা বলতাম তা বাস্তব ও চূড়ান্ত সত্য *(বাংলা বুখারী ২য় খণ্ড ই: ফা: হা/১৩৭১)*।

عَن ابى هريرة قال كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو ويقول اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কবরের শস্তি হ'তে পরিত্রাণ চেয়ে প্রার্থনা করতেন- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাই, জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আশ্রয় চাই, জীবন ও মরণের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ চাই *(বুখারী হা/১৩৭৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি হ'তে নিয়মিত পরিত্রাণ চাইতেন। এজন্য সকল মানুষের যরুরী কর্তব্য হচ্ছে কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়া *(বাংলা বুখারী হা/১৩৮৫)*। তারপর অত্র হাদীছে যেসব শাস্তির কথা রয়েছে তা কবরেও হ'তে থাকে।

قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِه–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, যারা পেটের অসুখে মারা যায় তাদের কবরের শাস্তি হবে না *(নাসাঈ হা/২০৫২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْلَيْلَةَ الْجُمْعَةِ الّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ–

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান জুমআর রাতে অথবা জুমআর দিনে যদি মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করেন *(আহমাদ, মিশকাত হাদীছ ছহীহ, হা/১৩৬৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবরের শাস্তি চূড়ান্ত। জুমআর দিন কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করা হয়।

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ ستُّ خصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلى رَأْسِه تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَة مِنْهَا خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوِّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنَ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِه–

মেকদাম ইবনে মা'দী কারেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই তার জান্নাতের জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় (২)কবরের শাস্তি হ'তে তাকে রক্ষা করা হয় (৩) কিয়ামতের দিনের ভয়বহতা হ'তে তাকে রক্ষা করা হবে। (৪) তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তাতে থাকবে একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (৫) তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হুর দেয়া হবে। এবং (৬) তার সত্তর জন নিকটতম আত্নীয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। হাদীছে বুঝা যায় কবরের শাস্তি চূড়ান্ত তবে যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাদের জানমাল কোন কিছু নিয়ে ফিরে নাই অর্থাৎ শহীদ হয়, তাদেরকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪)*।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مَنْ دُعَائِه وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَفِه وَاعْفُ عَنْهُ وَ اَكْرِمْ نُزُلَهُ وَ وَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ

الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِه وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وفى رواية وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَال حَتى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذلِكَ الْمَيِّتُ-

আ'ওফ ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একবার এক জানাযার ছালাত আদায় করলেন। আমি তার দো'আর কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি তাতে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তার প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ কর, তাকে ক্ষমা কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান কর, তার থাকার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে দাও, অর্থাৎ তার গুনাহ মাফ করে দাও। তাকে গুনাহ্ খাতা হ'তে পরিস্কার কর যেভাবে তুমি পরিস্কার কর সাদা কাপড়কে ময়লা হ'তে। তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাকে দান কর, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তাকে কবরের ফেতনা হ'তে বাঁচাও এবং জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি আমি এমন আকাংখা করছিলাম যে, যদি ঐ মৃত্যু ব্যক্তি আমিই হ'তাম *(বাংলা মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, মিশকাত হা/১৫৬৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জানাযার সময় নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন।

কবরের শাস্তি চূড়ান্ত

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِكُمْ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহর নিকট কবরের শাস্তি হ'তে আশ্রয় চাইতেন। আর দাজ্জালের ফেত্না হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন এবং বলতেন তোমাদেরকে কবরে বিপদের মুখোমুখি করা হবে *(নাসাঈ হা/২০৬৫)*।

মরণ একদিন আসবেই

عَنْ عَائِشَةَ قَالضتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوْزَتَان مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَة فَقَالَتَا انّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَهُمْ اَنْعَمُ اَنْ اُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىّ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمض فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ الله اَنَّ عَجُوْزَتَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَتَا انَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ قَالَ صَدَقَتَا اَنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته صلى صلاة الا تعوذ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাদীনার ইহুদী বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হ'তে দুজন বৃদ্ধা মহিলা আমার নিকট আসল এবং বলল নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। তাদের বিশ্বাস করতে না পারায় আমি তাদের অস্বীকার করলাম। তারপর নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মদীনার বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হ'তে দুজন বৃদ্ধা মহিলা বলল, নিশ্চয় কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয় হয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তারা ঠিক বলেছে। নিশ্চয় তাদেরকে কবরে এত কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যে, পৃথিবীর সমস্ত চতুস্পদ প্রাণী শুনতে পায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তারপর থেকে আমি রাসূল (ছাঃ) কে এমন কোন ছালাত আদায় করতে দেখিনি যে, তিনি ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন না। অর্থাৎ কোন ছালাত আদায় করলে ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন। হাদীছে বুঝা গেল কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়া আমাদের জন্য একান্ত যরুরী।

عن سمرة بن جندب قال كان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا صلى اقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فان راى احد قصها فيقول ماشاء الله فسألنا يوما فقال هل راى منكم احد رؤيا قلنا لا قال لكنى رأيت الليلة رجلين اتيانى فاخذا بيدى فاخرجانى الى ارض مقدسة فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله فى شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدفه الاخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قالا انطلق فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر او صخرة

يشدخ به رأسه فاذا ضربه تدهده الحجر فانطلق اليه لياخذه فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما كان فعاد اليه فضربه فقلت ما هذا قالا انلطلق فانطلقنا حتى اتينا الى ثقب مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع تتوقد تحته نار فاذا ارتقت ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا منها واذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة فقلت ما هذا قالا انطلق فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذى فى النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قالا انطلق فانطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفى اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بى الشجرة فادخلانى دارا وسط الشجرة لم ار قط احسن منها فيها رجال شيوخ وشاب ونساء وصبيان ثم اخرجانى منها فصعدا به الشجرة فادخلانى دارا هى احسن وافضل منها فيها شيوخ وشباب فقلت لهما انكما قد طوفتمانى الليلة فاخبرانى عما رأيت قالا نعم اما الرجل الذى رايته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به ما ترى الى يوم القيامة والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القران فنام عنه بالليل و لم يعمل بما فيه بالنهار يفعل به ما رأيت الى يوم القيام والذى رأيته فى الثقب فهم الزناة والذى رأيته فى النهر اكل الربو والشيخ الذى رأيته فى اصل الشجرة ابراهيم والصبيان حوله فاولاد الناس والذى يوقد النار مالك خازن النار والدار الاولى التى دخلت دار عامة المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبرئيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسى فاذا فوقى مثل السحاب وفى رواية مثل الربابة البيضاء قالا ذاك منزلك قلت دعانى ادخل منزلى قالا انه بقى لك عمر لم تستكمله فلو استكملته اتيت منزلك–

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের নামায শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন কিছু স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? আমরা আরয করলাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সন্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিযে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়, সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সন্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্জলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হত আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞসা করলাম, এটা কি? তারা উভযে বলল,

সামনে চলুন, সুতরাং সন্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সন্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাহিরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে সে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সন্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সন্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্জলিত করছে। এর পর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হ'তে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন একখনা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হ'ত। এমন কি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব, তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর

মরণ একদিন আসবেই

(আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকার (নারী-পুরষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হল সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তাঁর চতুস্পার্শে শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করতে দেখেছেন, সে হল দোযখের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর এ ঘর যা পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম, জিব্রাঈল এবং ইনি হলেন, মীকাঈল। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তরকবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪৪১৬)*।

অত্র হাদীছে যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তা মরণের পরে কবরের শাস্তির কথা যবলা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরে থাকলে মানুষ কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা পেতে পারে।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقى عَمَلُهُ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মৃত ব্যক্তি যখন কবর স্থানে যায় তার সাথে তিনটি জিনিস যায়। দুটি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবারের সদস্য, তার সম্পদ ও তার আমল। তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ তার থেকে ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের যে দিন নিরুপায় নেমে আসবে, সে দিন মানুষের কোন সহযোগী থাকবে না সে দিন তার সহযোগী হবে একমাত্র তার আমল। তার আমলই কবরে তার সাথে থাকবে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ يَهُوْدِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَىّ بَابِىْ فضقَالَتْ اَطْعِمُوْنِىْ اَعَاذَكُمُ اللّٰهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجّال وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمْ اَزَلْ احبسُها حَتى اَتَى رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارسول الله صلى عليه وسلم! مَا تَقُوْلُ هَذه الْيَهُوْدِيَّةُ؟ قَالَ وَمَا تَقُوْلُ قُلْتُ تَقُوْلُ اَعَاذَكُمُ اللّٰهُ مِنْ فِتْنَةِ الدّجَّالِ ومِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ القَبْرِ فَقَامَ رَسولُ اللّٰهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًا يَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدجال ومِنْ فِتْنَةِ عذابِ القَبْرِ–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন ইহুদী মহিলা আমার দরজায় এসে খেতে চাইল, সে বলল আমাকে খেতে দেন, আল্লহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফেত্না ও কবরের আযাবের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ দিবেন। তখন আমি রাসূল (ছাঃ) বাড়ী আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখলাম। রাসূল (ছাঃ) যখন আসলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ ইহুদী মহিলা কি বলে? নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, সে বলছে আল্লাহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা ও কবরের আযাবের ফেতনা হ'তে রক্ষা করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে দে'আ করলেন, এ সময় তিনি দাজ্জালের ফেত্না এবং কবরের আযাবের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছিলেন *(আহমাদ, হা/২৪৯৭০; তাফসীর দুররুল মানছূর ৫/৩৪ পৃ: .. হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের লোকেরাও কবরের আযাবকে ভয় করত এবং পরিত্রাণ চাইত। নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়ার সময় হাত তুলে প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনায় কবরের আযাব হ'তে পরিত্রাণ চাইলেন। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে অত্র বিষয়টি পাঠ করার পর কবরের আযাবকে বিশ্বাস করে আল্লাহ্র ভয়-ভীতি মনে নিয়ে কবরের আযাব হ'তে হাত তুলে প্রার্থনা করে পরিত্রাণ চাইবেন। আল্লাহ সকল মুসলিম নারী-পুরুষকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করুন।

দুনিয়া নিঃশেষের নিদর্শনসমূহঃ

পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে বহু নিদর্শন সংঘটিত হবে। যা সাধারণতঃ দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের অধিক্য এবং অত্যাচারের কারণে সংঘটিত হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً اَنْ يُّدْرِكَنِىْ قَالَ قُلْتُ يَارسولَ اللّٰه اَنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرّ فَجَأَنَا اللّٰهُ بِهذا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هذا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهلْ بعد ذلِكَ الشّرِّ مِن خَيْرٍ قال نعم وَفِيْه دَخَنٌ قُلْتُ وَمَادَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِىْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيَتِىْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلت فهل بعد ذلك الْخَيْرِ مِنْ شرّ قال نعم دُعَاةٌ عَلى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ اَلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يارسول الله صِفْهُمْ لَنَا قَال هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا قلت فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ اَدْرَكَنِى ذلِكَ قال تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَامَامَهُمْ قلت فانْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جضمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ اَنْ تَعُضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ حتّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلى ذلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْه– وفى رواية لمسلم قال يَكُوْنُ بَعْدِىْ اَئِمَّةٌ لَايَهْتَدُوْنَ بِهُدَاىَ وَلَايَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِىْ جُثْمَانِ اِنْسٍ قال حذيفة قلت كيف اصنع يارسول الله ان ادركت ذلك قال تسمع تطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطعْ–

হোযাইফা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রাসূল (ছাঃ) কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর আমি অনিষ্ট বা ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা এক সময় মূর্খতা ও অন্যায়ের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম দান করেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। তবে তা হবে ধোঁয়া যুক্ত বা ঘোলাটে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ধোঁয়া যুক্ত ইসলাম বলতে কেমন ইসলামকে বুঝায়। তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নাত ছেড়ে অন্য তরিকা গ্রহণ করবে। এবং আমার আদর্শ ছেড়ে মানুষকে অন্য আদর্শে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মাঝে ভাল কাজও দেখতে পাবে মন্দ কাজও দেখতে পাবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম,

সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে কিছু নামধারী আলেম কিংবা নামধারী ধর্মীয় নেতা মানুষকে জাহান্নামের পথে ডাকবে। যে সব লোক এসব আলেমের ডাকে ষাড়া দিবে এরা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের মতই আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি যদি ঐ পরিস্থিতির মুখোমুখি হই তাহ'লে আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তখন তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও মুসলমানদের নেতাকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম সে সময় যদি কোন মুসলিম জামাআত ও কোন মুসলিম নেতা না থাকে, তখন আমাকে কি করতে হবে? তিনি বললেন, তখন তুমি সে সমস্ত বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে পরিত্যাগ করবে যদিও তোমাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গাছের শিকড়ের পাশে আশ্রয় নিতে হয়। আর তোমার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে। এতে যে কোন দুঃখ কষ্টও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বুখারী মুসলিম। আর মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার ওফাতের পরে এমন কতিপয় আলিম ও নেতার আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মাঝে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা গায়ে গঠনে চেহারা অবয়বে মানুষই হবে কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ হবে শয়তানের ন্যায়। হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করণীয় কি হবে? তিনি বললেন, তোমার আমীর যা বলেন, তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মাল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে *(মুসলিম বাংলা মিশকাত হা/৫১৪৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ রাসূল (ছাঃ) এর সুন্নাত পরিত্যাগ করবে এবং মানুষের বানানো নীতিকে রাসূল (ছাঃ) এর সুন্নাত বলে আমল করবে। ধর্মীয় নেতারা ভুল পথে থেকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যার পরিণতি হচ্ছে তারা ও জাহান্নামে যাবে এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে তারাও জাহান্নমে যাবে। আরও প্রতীয়মান হয় যে ইসলামের নামে অনেক দল হবে এবং সে সব দলের

দলনেতা থাকবে। তখন মানুষের উচিৎ হবে সঠিক দল ও দলনেতার সাথে থাকা। সঠিক দল ও দলনেতা বুঝতে না পারলে সকল দল ত্যাগ করে একাই আজীবন থাকতে হবে। আরও প্রতীয়মান হয় যে, যারা বিভিন্ন ইসলামী দলের সাথে জড়িত তারা অত্র হাদীছটি বার বার পড়বে, চিন্তা ভাবনা করবে অর্থগত অথবা মানগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হাদীছটির প্রতি বাস্তব আমল করার মনে প্রাণে চেষ্টা করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنَةُ وَيُلْقى الشُّحُ وَتَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَاالْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সময় সংকীর্ন হয়ে যাবে। ইল্‌ম (বিদ্যা) উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিত্‌না ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কৃপণতা দেখা দিবে এবং 'হারজ' বেশী হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হারজ' কি জিনিস? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সর্বত্র সামাজিক দ্বন্দ্ব বিশৃংখলা ও খুনখারাবী ব্যাপকভাবে দেখা দিবে *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৫৬)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَا تَذْهَبُ الدّنْيَا حَتّى يَأتِىَ عَلى النَّاسِ يَوْمٌ لَايَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قُتِلَ ولَاالْمَقْتُوْلُ فِيمَ قَتَلَ فقِيْلَ كيفَ يَكُوْنُ ذلكَ قَالَ الْهَرُج القَاتِلُ والْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না, যে পর্যন্ত মানুষের উপর এমন একদিন না আসবে, যে দিন হত্যাকারী বলতে পারবে না, কেন সে হত্যা করল এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না, কেন সে নিহত হল। জিজ্ঞাসা করা হ'ল এমন সমস্যা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, ফেত্‌না ও খুন খারাবী ব্যাপক হওয়ার দরুন। মানুষের বিবেচনাবোধ থাকবে না। মানুষ হবে পশু-প্রাণীর ন্যায় জ্ঞানহীন। এ অবস্থায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় জাহান্নামে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭)*।

عَنْ عبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ اَيَّامُ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فيها الجهلُ وَيكْثُرُ فيها الْهرَجُ وَالْهَرَجُ اَلْقَتْلُ–

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু সময় আসবে, যখন বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া হবে, মূর্খতা বর্ষণ হবে এবং হারাজ' বেশী হয়ে যাবে। আর হারাজ হচ্ছে খুন খারাবী *(ইবনে মাজা হা/৪০৫০)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে দ্রুত বছর কাল পার হবে। দাংগামা-হাংগামা বেশী হবে। অজ্ঞতা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা বর্ষন হবে। অর্থাৎ নারী পুরুষ জাতির দৃষ্টিতে শিক্ষিত হ'লেও তাদের চাল-চলন আচার আচরণ হবে হিংস্র প্রাণীর মত। চরিত্র হবে ধ্বংস, সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহে ও খুনখারবীতে সর্বদা লিপ্ত থাকবে। উপার্জন পন্থায় হালাল-হারামের বিবেচনা করবেনা। তারা সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি হ'লেও জাতির জন্য হবে কলংক। অর্থের প্রতি হবে লোভী। গাড়ি-বাড়ী ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে হবে মত্ত। দুঃস্থ-ইয়াতীম ও গরীবদের প্রতি হবে অনাগ্রহী। কৃপণতা ও স্বার্থপরতার কাজে হবে আগ্রাহী। অন্যায়-অবিচার, লুটৎরাজ অরাজকতা, রাহজানী ও খুনখারাবীতে সর্বদা মত্ত থাকবে।

عَنْ عبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ اَنّ النبىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيفْ َبك اُبْقيَتْ فِىْ حُثَالَةٍ منَ النَّاسِ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُم وامَانَتُهمْ وَاخْتَلفُوْا فكَانُوْ هكَذا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعه قَال فِيمَ تأمُرُنِىْ قَالَ علَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ ودَعْ مَاتُنْكِرُ وَعلَيْكَ بِخَاصّة نَفْسكَ وَاِيّاكَ وَعَوّامُهُمْ وفى رواية اَلْزِمْ بَيْتكَ وَاضمِلكْ عضلضيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَاتَعْرِفُ وَدَعْ ماتُنْكَرُ وَعَلَيْكَ بِاَمْرِ خاصّة نَفْسِكَ وَدَعْ اَمْرَالعَامّةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে জীবন যাপন করবে। তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার ধ্বংস হয়ে যাবে ও আমানত নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা পস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে এরূপ বলে, তিনি তাঁর উভয় হাতের আঙ্গুলী সমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন। অর্থাৎ তিনি এভাবে পরস্পরের বিরোধ দেখালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, তখন আমার করণীয় কি হবে, তা আপনিই বলুন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে কাজটি তুমি ভাল বলে জান, কেবলমাত্র সেটাই করবে। আর যা অসত্য ও মন্দ বলে জান তা বর্জন করবে। আর শুধু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে এবং সাধারণ মানুষ হ'তে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। অন্য এক বর্ণনায়

মরণ একদিন আসবেই

আছে, এমন পরিস্থিতিতে নিজ ঘরে বসে থাক, নিজের মুখ নিজের আয়াত্তে রাখ, আর যা ভাল মনে কর শুধু তাই কর এবং মন্দকে বর্জন কর। কেবলমাত্র নিজের ব্যাপারে সচেতন থাক এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা পরিহার কর *(তিরমিযী, মিশকাত হাদীছ ছহীহ: আলবানী হা/৫১৬৫)*।

عَنْ عبْد الله بْنِ عَمْرِو انّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وبزَمَانٍ يُوْشِكُ اَنْ يّأتِىَ يُغَرْبَلُ النّاسُ فِيْه غَرْبَلةً تَبْقى حُثَالَةٌ مِنَ النّاسِ قدْ مرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَتُهُمْ فَاخْتَلفُوْا وكَانُوا هكذا وَشَبّكَ بَيْنَ اَصَابعه قَالُوْا كيفَ بِنَا يَارسولَ الله اذَا كانَ ذلكَ قَال تَأْخُذُوْنَ بِمَا تَعْرِفُوْنَ وَتَدْعُوْنَ ما تُنْكِرُوْنَ وَتَقْبَلُوْنَ على خاصّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ اَمْرَ عوّامِكُمْ–

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের অবস্থা এবং যুগের অবস্থা কেমন হবে? অচিরেই এমন এক সময় আসছে, যখন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে। মানুষের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার করা হবে। ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কি হবে? আর মানুষের মধ্যে যারা হীন, ইতর, নিকৃষ্ট সর্বধরণের পাপে জড়িত তারাই সমাজে বাকী থাকবে। মানুষের ওয়াদা অঙ্গিকার ও আমানতদারী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর মানুষ পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-ফাসাদ ও খুন-খারবীতে লিপ্ত হবে। তারপর নবী করীম (ছাঃ) উভয় হাতের আঙ্গুলী সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এভাবে তিনি দ্বন্দ্ব-কলহের অবস্থা দেখালেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লহর রাসূল (ছাঃ)! সময়ের অবস্থা এরূপ হলে আমাদের কি হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা যেটা ভাল ও সঠিক মনে করবে তা গ্রহণ করবে, আর যা মন্দ ও অপবিত্র মনে করবে তা বর্জন করবে। যারা অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ তাদের গ্রহণ করবে। আর সাধারণ জনগণকে পরিহার করবে *(ইবনে মাজহ হাদীছ ছহীহ, আলবানী হা/৩৯৫৭)*। অত্র হাদীছ সমূহে প্রতীয়মান হয় যে, এমন এক সময় আসবে, যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষই হবে ইতর শ্রেণীর নিকৃষ্ট দুষচরিত্রের অধিকারী, যাদের মধ্যে কোন মানবতা ও আমানতদারী থাকবে না যারা সর্বদা কলহ-দ্বন্দ্ব ও খুন-খারবীতে লিপ্ত থাকবে যারা মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার করবে, তখন ভাল মানুষের জন্য উচিৎ হবে ভালকে গ্রহণ করা, মন্দ ত্যাগ করা, অতীব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ীতে বসে

থাকা, নিজের মুখকে সংযোত রাখা, নিজেকে জনসাধারণ হ'তে সরিয়ে রাখা এবং সাধারণ সমাজ পরিহার করা।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلىّ اللهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ مِنْهُ عَلَى أُمَّتِىْ أَئِمَّةً مُضِلِّيْنَ, وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الْأَوْثَانَ, وستَلْحَقُ قبائلُ مِنْ أُمتىْ بِالْمُشرِكِيْنَ, وإِنَّ بينَ يدَى السَّاعَة دَجَّالِيْنَ كَذَّابِيْنَ قَرِيْبًا من ثلاثِيْنَ, كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّه نَبِيٌّ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِى على الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ, لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّى يأتِىَ أَمرُ اللهِ عَزَّ وجلَّ-

রাসূল (ছাঃ) এর দাস ছাওবান (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করি তারা হচ্ছে নেতা ও এক শ্রেণীর আলেম সমাজ। অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা করবে। আর অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দু বা বিজাতিদের সাথে মিশে যাবে। অচিরেই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবী করবে। আমার উম্মতের এশটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মহান আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *(ইবনে মাজাহ হাদীছ ছহীহ, আলবানী হা/৩৯৫২)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, জাতি ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে নেতা ও আলেম সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তাদের স্বভাব চরিত্র যে দিন নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের কথা কর্ম যেদিন অন্যায় ও ভুল পথে ব্যবহার হবে সে জাতি শান্তি-নিরাপত্তা ও কল্যাণ খুজে পাবে না। সেদিন বহু মানুষ মূর্তি পূজা করবে, আর তা হচ্ছে ছবি মূর্তি ও পুতুলকে সম্মান করা, সোকোজে ও বিভিন্ন স্থানে সাজিয়ে রাখা, ঝুলিয়ে রাখা, যা আমরা অনেক বাড়ীতে দেখতে পাচ্ছি। বহু মুসলমান বিজাতিদের সাথে মিশে যাবে অর্থাৎ মুসলমানের চাল-চলন, আচার-আচরণ হবে পাশ্চাত্যদের মত। এদের নারীরা হবে পাশ্চাত্য নারীদের মত নগ্ন ও যেনায় অভ্যাসী। কৃষ্টি-কালচার ও কুকর্মে তাদের অনুসারী হবে।

عَنْ اَبِىْ مُوسى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة لَهَرْجًا قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ! قَالَ اَلْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّا

মরণ একদিন আসবেই

نَقْتُلُ الْاَنَ فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَذا وكَذا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلّمَ لَيْسَ بِقَتلِ الْمُشْرِكِيْنَ ولكنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حتّ يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَرَهُ وَابْنَ عَمّه وَذا قَرَابَته فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَارسولَ اللهِ وَمَعَنَا عُقُوْلُنا ذلكَ الْيَوْمَ فقال رسول الله صلى الله وسلم لَا تُنْزَعُ عُقُوْلُ أَكْثَرِ ذلكَ الزَّمَنِ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُوْلَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ الْاشعَرِىُّ وَايْمُ اللهِ إِنِّىْ لَاظُنُّهَا مُدْرِكَتِى-

আবু মুসা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়মাতের পূর্বে 'হারাজ' বেশি হয়ে যাবে। আবু মূসা (রাঃ) বললেন, হে নবী করীম (ছাঃ)! 'হারাজ' কি জিনিস? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'হারাজ' হচ্ছে খুনখারাবী। কিছু ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো এক বছরে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক অমুসলিমকে হত্যা করে থাকি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটা অমুসলিমকে হত্যা করা নয়। বরং তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে। এমন কি মানুষ তার প্রতিবেশীকে, তার চাচার ছেলেকে ও তার নিজ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করবে। কিছু ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সময় কি আমাদের মাঝে কোন জ্ঞানী মানুষ থাকবে না? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না কোন জ্ঞানী মানুষ থাকবে না। ঐ সময় অধিকাংশ জ্ঞানীদের জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন এ জ্ঞানহীন মানুষগুলির নেতা হবে, বোকা জ্ঞানহীন ও ইতর শ্রেণীর মানুষ *(ইবনে মাজাহ হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৩৯৫৯)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল মানুষের আচারণ এত নিকৃষ্ট হবে, তাদের অত্যাচার এত বেশি হবে, তারা এত ইতরে পরিণত হবে যে, প্রতিবেশীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, নিজের বংশের লোককে হত্যা করবে, নিজের আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করবে। নেতারা হবে ইতর শ্রেণীর লোক। যারা হবে বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন ও স্বার্থপর।

عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسٌ اذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ واعُوْذبِاللهِ اَنْ تُدرِكوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حتّى يُعْلِنُوْا بِهَا اَلّافَشَافِيْهِمْ الطّاعُوْنُ والْاَوْجَاعُ التِى لم تكنْ مَضَتْ فِى اَسْلَافِهِمْ الذينَ مَضَوْا وَلم يُنْقِصُوا الْمِكْيَالَ والميزانَ اِلّا اُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وشدّة الْمُؤُوْنَةِ وَجَوْرِ السّلْطَانِ عليهم ولم يَمْنَعُوْا زكاةَ اَمْوَالِهِمْ الا مُنِعُوْا الْقَطْرُ من

السَّمَاءِ ولوْلَا الْبَهَائِمُ لم يُمْطَرُوا و لم ينْقُضُوْا عَهْدَ الله وعهدَ رَسُوْلِه الّاسَلّطَ اللهُ علْيهِمْ عَدُوًّا منْ غيرهِمْ فاخَذُوْا بَعْضَ مَافِى اَيْدِيْهِمْ وَمَالَمْ تحكمُ اَئِمَّتُهم بكتابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا اَنْزَلَ اللهُ الَّا جعلَ اللهُ بَأسَهُمْ بَيْنَهُمْ-

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, হে আনছার মুহাজিরের দল! তোমাদেরকে পাঁচটি ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলে কষ্ট দেওয়া হবে। আর আমি তোমাদের ঐ পাঁচটি সমস্যা হ'তে আল্লহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকারী। (১) যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে। তখন মহামারী ও এমন কিছু রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা পূর্বে কারো ছিল না। (২) আর যখন মানুষ ওজনে ও পরিমাপে কম দিবে, তখন মানুষের উপর দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যের সংকট এবং অত্যাচারী শাসকের দুঃশাসন নেমে আসবে। (৩) আর যখন মানুষ তাদের সম্পদের যাকাত দিবে না, তখন আকাশের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে, যদি চতুস্পদ প্রাণী না থাকত, তাহ'লে কখনও বৃষ্টি দেওয়া হ'তনা। (৪) আর যখন মানুষ আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার ভংগ করবে, তাদের উপর বিজাতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করবে এবং ঐ বিজাতি শাসক তাদের অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। (৫) আর যখন আলেম ও শাসকগণ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করবে না, বরং আল্লাহর দেওয়া বিধানের উপর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, দূরবস্থা, দারিদ্রতা ও দুর্ভোগ চাপিয়ে দিবেন *(ইবনে মাজাহ, হাদীছ হাসান আলবানী হা/৪০১৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে যেনা ছড়িয়ে পড়লে এমন কিছু রোগ হবে, যা অতীতে কোন দিন কোন মানুষের হয়নি। আর ইতমধ্যেই মানুষ এসব রোগ দেখতে পাচ্ছে। ওযন ও পরিমাপে কম দিলে মানুষের উপর ৩টি বিপদ নেমে আসবে (ক) দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। (খ) দ্রব্যের সঙ্কট হবে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে। (গ) আর শাসক হবে অত্যাচারী। মানুষ অর্থ-সম্পদের যাকাত না দিলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। এমন কি পশু-প্রাণী না থাকলে আল্লাহ তা'আলা এমন মানুষের প্রতি কোন দিন বৃষ্টি দিতেন না। আর মানুষ যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) এর ওয়াদা রক্ষা করবে না, যথাযথ আনুগত্য করবে না বরং শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানের শত্রু কে

তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। তখন তারা মুসলমানকে হত্যা করার সুযোগ পেয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার করবে এবং তাদের অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। আর যখন আলেম সমাজ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করবে না, বরং জাল-যঈফ ও ভুয়া হাদীছের প্রতি আমল করবে এবং জনগণকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। অপরদিকে শাসকগণ মানুষ রচিত বিধান দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করবে তখন তাদের প্রতি গযব নাযিল হবে। তখন মানুষ সর্বধরণের সংকটের মুখোমুখি হবে *(ইবনে মাজাহ হাদীছ ছহীহ, আলবানী হা/৪০১৯)*।

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْرَبَنَّ نَاسُ من امَّتِىْ الخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغْنِيَّاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ والْخَنَازِيْرَ-

আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে এবং তার নাম রাখবে ভিন্ন একটা। তাদের নেতাদেরকে গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভুমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও শুকুরে পরিণত করবেন *(বুখারী, ইবনে মাজাহ; হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৪০২০)*। হাদীছে বুঝাগেল মানুষ মদ্যপান করবে তবে মদের নাম অন্য একট া রাখা হবে। আর নেতা ও দায়িত্বশীলদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হবে বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা, এদের চরিত্র হবে নোংরা, এদের প্রিয় কাজ হবে অশ্লীলতা। এদের স্বভাব ও কৃষ্টি কালচার হবে শুকুর ও বানোরের ন্যায়। এরা স্বপরিবারে পাশ্চাত্যদের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأتِى عَلى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الكَاذِبُ وَيُكَذَّب فيها الصادقُ ويُؤْتَمَنُ فِيْهَا الخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فيها الاَمِيْنُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبِضَةُ قِيْل ومَاالرُّوَيْبِضَةُ قال الرجل التَّافِهُ فِى اَمْرِ العامَّةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, অচিরেই মানুষের উপর এমন এক সময় আসছে, যখন মানুষের কথা ও কর্ম হবে প্রতারণামূলক। সে সময় মিথ্যাবাদীকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। আর

সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করা হবে। খেয়ানতকারীর নিকট আমানত রাখা হবে, আর আমানতদার ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারী বলা হবে। সে সময় যারা নেতৃত্ব দিবে তারা হবে 'রুওয়ায়বিয' কোন ছাহাবী বললেন, আমরা এ শব্দ বুঝতে পরলামনা। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, জনসাধারণের নেতৃত্ব দিবে ইতর শ্রেণীর মানুষ, যাদের নিকট হক্ব ও কল্যাণের আশা করা যায় না *(ইবনে মাজা, হাদীছ ছহীহ, আলবানী হা/৪০৩৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৫৭৮)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, কিয়মতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন মিথ্যুক নেতা কর্মীকে সত্যবাদী ও খাঁটি বলে প্রচার করা হবে। এখন আমরা তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। অনেকেই বলছে ''ওমকের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র'' ইত্যাদী। এসময় বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারীর নিকট জনগণের সম্পদ জমা দেওয়া হবে। আর বিশ্বাসী ও খাঁটি মানুষকে খেয়ানতকারী বলে প্রচার করা হবে তখন সমাজের নেতৃত্ব দিবে নিকৃষ্ট চরিত্রহীন ইতর শ্রেণীর মানুষ। আর আত্মসাত করাই হবে তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তারাই সমাজের মুখপাত্র হয়ে কাজ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُوْنَ كَمَا يُنْتَقى التَّمَرُ من اَغْفَاله فَلَيَذْهَبَنّ خِيَارُكُمْ وَلَيَبْقِيَنّ شَرَارُكُمْ فَمُوْتُوْا إِن اسْتَطَعْتُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদেরকে কল্যাণ হ'তে খালী করা হবে, যেমন খেজুর ব্যাগ হ'তে ঝেড়ে বের করা হয়। তোমাদের ভাল ব্যক্তিরা শেষ হয়ে যাবে, আর তোমাদের দুস্কৃতিকারী খারাপ লোকগুলি সমাজে বেঁচে থাকবে, তখন তোমাদের মরে যাওয়া ভাল *(ইবনে মাজা হাদীছ ছহীহ হা/৪০৩৮)*। খেজুর যেমন ব্যাগ থেকে বের করার সময় ব্যাগ ঝেড়ে সম্পূর্ণ বের করা হয়। তেমন সুশাসক সুবিচারক ও ন্যায় পরায়ন এবং সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যক্তি সমাজ থেকে খালী হয়ে যাবে। মানুষ নিরুপায় হয়ে এসব নোংরা ইতর শ্রেণীর মানুষের নিকট আশ্রয় নিবে।

عَنْ مِرْدَاسِ الاسلمى قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الاوّلُ فَالْاَوّلُ وتَبْقى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ والتَّمرِ لَايُبَالِيْهِمُ اللهُ بَالَةً-

মির্দাস আস্লামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ভাল ও নেক্কার লোকেরা পর্যায়ক্রমে একের পর এক চলে যাবে। নিকৃষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট

মরণ একদিন আসবেই

খেজুর ও চিটা যবের ন্যায় বাকী থেকে যাবে। আল্লাহ তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ করবেন না *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৫১৩০)*।

عَنْ ابنْ عُمَرَ قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا مَشَتْ امّتِى الْمُطَيْطِيَاءَ وخَدَمَتْهُمْ ابْنَاءُ الْمُلوكِ ابناءُ فَارِسٍ والرُّوْمِ سَلّطَ اللهُ شِرَارَهَا على خِيَارِهَا-

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন আমার উম্মত গর্বভরে সমাজে বিবরণ করবে এবং রাজা-বাদশাদের সন্তানরা তথা পারস্য ও রোমের রাজকুমারেরা এদের খিদমতে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহ ইতর শ্রেণীর লোকদের কে ভাল লোকদের উপর শাসক হিসাবে চাপিয়ে দিবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/. ছহীহ আলবানী হা/৫১৩১)*। হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, এক সময়ে মুসলমানদের মধ্যে অহংকার ও ভোগ বিলাস বেড়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাদের উপর যালিমদেরকে অত্যাচারী শাসক হিসাবে চাপিয়ে দিবেন। তারা মুসলমানদেরকে সর্বধরণের শাস্তি দিবে এবং তাদের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السّاعَةُ حتّى يَكوْنَ اَسْعَدُ النّاسِ بالدُّنْيا لُكَعَ بْنَ لُكَعٍ-

হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবেনা। যতদিন পর্যন্ত অধমের সন্তান অধম, ইতরের সন্তান ইতর, শান শওকত ও আধিপত্য নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সৌভাগ্যের অধীকারী বলে গন্য না হবে। *(তিরমিযী, মিশকাত হাদীছ ছহীহ, আলবানী বাংলা মিশকাত হা/৫১৩৩)*। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হীন ও নীচুমানের লোকেরা জাতির নেতৃত্ব দিবে তারা তাদেরকে সৌভাগ্যের অধিকারী মনে করবে।

عَنْ معاذبن جبل عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال انّ هذا الْاَمْرَ بَدَأَ نُبُوَةً وَرَحْمَةً ثُمّ يَكُوْنُ خلَافَةً وَرَحْمَةً ثُمّ مُلْكًا عَضُوْضًا ثم كَائِنُ جَبْرِيّةً وَعُتُوًا وفَسَادًا فِى الارضِ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ والْفُرُوْجَ والْخُمُوْرَ يَرْزَقُوْنَ عَلى ذلِكَ وَيُنْصَرُوْنَ حتّى يَلْقُوا اللهَ-

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইসলামের সূচনা বা রাজত্ব শুরু হয়েছে নবী ও দয়া দ্বারা। তারপর রাজত্ব আসবে

খেলাফত ও রহমত দ্বারা, তারপর আসবে অত্যাচারী শাসকদের যুগ। তারপর আসবে কঠোরতা উচ্ছৃংখলতা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। এসব অত্যাচারী শাসকেরা রেশমী কাপড় পরিধান করবে। অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান উপভোগ করবে এবং মদ পান করাকে হালাল মনে করবে। এরপরও তাদের প্রচুর রুযী দেয়া হবে। দুনিয়াবী যে কোন কাজে তাদের সাহায্য করা হবে। অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে আল্লাহর সন্মুখে উপস্থিত হবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত। বাংলা মিশকাত হা/৫১৪৩; হাদীছ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, পৃথিবীর আদী মানুষ হচ্ছেন নবী, আর দেশ পরিচালনার সূচনা হয়েছে নবী দ্বারা। আল্লাহর বিশেষ দয়া ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ সুষ্ঠভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। কারণ নবীগণ আল্লাহর দয়া ছাড়া চলতে পারেনি। নবীর পর খেলাফত ও রহমতের যুগ। দুনিয়াতে যারা খুব ভাল মানুষ তারাই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আল্লাহ তাদের প্রতি বিশেষ দয়া করেছেন। এরপর হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের যুগ, তারা মানুষের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন চালাবে। এরপর আসবে কঠোরতা উশৃংখলতা ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। তারা অন্যায় ও অবৈধভাবে শাসনভার গ্রহণ করবে। মানুষের প্রতি নির্মম নির্যাতন চালাবে তারা রেশমী কাপড় পরিধান করবে যা তাদের জন্য হারাম। তারা অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান উপভোগ করবে। তারা যেনাকে বড় অপরাধ মনে করবে না। তারা মদ পান করাকে হালাল মনে করবে। এত অপরাধের পরও তাদেরকে রুযী দেয়া হবে। তারা দৈনন্দিন ধনী হয়ে যাবে। তারা যে কোন অন্যায় কাজে মানুষের সহযোগিতা পাবে। অবশেষে তারা পাপ নিয়েই কিয়মতের দিন আল্লাহর সন্মুখে উপিস্থিত হবে।

عَنْ ابى هريرةَ قال بَيْنَمَا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ اذْجَاءَ اَعْرَابى فقال مَتى السّاعَةُ قَالَ اذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلى غَيْرِ اَهْلِه فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক পল্লীর মানুষ এসে জিজ্ঞাসা করল, কিয়মত কখন হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমানত যেদিন বিনষ্ট করা হবে সেদিন কিয়মতের অপেক্ষা কর। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, কিভাবে নষ্ট করা

হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, কাজের দায়িত্ব যেদিন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে। তখন কিয়ামতের প্রতিক্ষা কর *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২০৫)*। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অশিক্ষিত লোকের ফতোয়া প্রদান এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব অযোগ্য মানুষের হাতে চলে যাওয়া কিয়ামতের লক্ষণ।

عَنْ عمر بن الخطاب قال .... فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السّاعة قال مَاالْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قال فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ اَمَارَاتِهَا قال انْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ-

(একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ) ওমর (রাঃ) বলেন, জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামত কখন হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি অধিক জানেন না। অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) জিবরাঈল (আঃ) কে বললেন, আমি আপনার চেয়ে বেশী জানি না। তখন তিনি বললেন, তাহ'লে কিয়মতের কিছু নিদর্শন বলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দাসী যেদিন আপন মণিবকে জন্ম দিবে এবং যাদের পরণে কোন কাপড় ছিলনা, পায়ে জুতা ছিলনা, তারা ছিল খুব দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তারা মাঠে ছাগল চরাত। এমন মানুষ গুলি উঁচু উঁচু প্রাসাদ অট্রালিকা তৈরী করে পরস্পর অহংকার করবে *(বুখারী, মুসিলম, বাংলা মিশকাত হা/২)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, যখন মানুষ মায়ের সাথে এমন আচরণ করবে, যেমন কাজের মেয়ের সাথে করা হয়। আর আচরণ হবে কিয়মতের পূর্ব লক্ষণ। খুব নিম্নমানের লোক যারা খাল বিল নদীর ধারে খালি পায়ে নগ্ন পায়ে নগ্ন অবস্থায় ছাগল চরাত, যারা সামাজিক ও মানবিক কোন জ্ঞান রাখত না, তারা বড় বড় অট্রালিকা তৈরী করে পরস্পর অহংকার করবে। আর এরাই সমাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। আর এগুলি হচ্ছে কিয়ামতের লক্ষণ।

عن اُسَامَةَ بن زيد قال اشرف النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اَطَمٍ مِّنْ اَطَامِ الْمَدِيْنَة فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَاارَى قَالُوْا لَا قَالَ فَانِّى لَارَى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر-

উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মদীনার একটি গৃহের উপর উঠে বললেন, আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি তোমরাও কি তা দেখতে পাচ্ছ? ছাহাবীগণ বললেন, জি না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি দেখছি যে, তোমাদের গৃহের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির ন্যায় ফেত্না ফাসাদ প্রবেশ করছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৪)*। হাদীছে বুঝা গেল দিন যত যাবে, ফেতনা ফাসাদ ততবেশী হবে। আর মানুষের দুর্ভোগ তত বেশি হবে। কারণ মানুষের উপর ফেত্না ফাসাদ ও খুন-খারাবী নেমে আসছে বৃষ্টির মত যা হিসাব করা সম্ভব নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়মত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত বৃহৎ দুটি দল পরস্পরে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত না হবে, এ উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অথচ তাদের মূল দাবী হবে এক ও অভিন্ন। আর যতদিন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করবে। আর যতদিন পর্যন্ত দ্বীনী ইলম উঠিয়ে নেয়া না হবে। ভূমিকম্প বেশি হয়ে যাবে। সময়ের পরিধি নিকটবর্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে। ফেতনা ফাসাদ বেশি প্রকাশ পাবে। খুন-খারাবী বেশি হয়ে যাবে। তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বেশি হয়ে যাবে। এমন কি সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের সদ্কা যাকাত প্রদান করার জন্য চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়বে, এ জন্য যে, কে তার যাকাত গ্রহণ করবে? এমন কি যার নিকট ঐ সম্পদ পেশ করবে সে বলে উঠবে, আমার এ মালের কোন প্রয়োজন নেই। আর যতদিন পর্যন্ত মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে পরস্পরে প্রতিযোগিতা না করছে। আর যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্ষেপ করে না বলছে, হায় আমি যদি এ কবরবাসী হ'তাম। আর যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হচ্ছে। আর যখন সূর্য পশ্চিম দিক হ'তে উদিত হবে তখন লোকেরা প্রত্যক্ষ দেখার পর সকলেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু সে সময় তাদের ঈমান তাদের জন্য কোন উপকারে আসবে না। কারণ সে পূর্বে ঈমান আনে নি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোন নেক কাজ করে নি। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দুজন ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একে অন্যের সন্মুখে কাপড়ের বোঝা খুলবে, কিন্ত সে কাপড় ক্রয়-বিক্রয় কিংবা কাপড় গুটিয়ে নেওয়ার সময় হবে না কিয়ামত কায়েম

মরণ একদিন আসবেই

হয়ে যাবে। কিয়মত সংঘটিত হবে এমন অবস্তায় যে, এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রি দোহন করে দুধ নিয়ে আসবে কিন্তু তা পান করার সময় পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার চৌবাচ্চার পানি পান করার সময় পাবে না। আর কিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অবশ্যই কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার খাদ্যের লোকমা মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিন্তু তা খাওয়ার অবকাশ পাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৭৭)*। অত্র হাদীছে ধারাবাহিকভাবে কিয়মতের লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। (১) দুটি বৃহৎ মুসলিম দল তুমুল যুদ্ধ করবে যাদের দাবী এক ও অভিন্ন। (২) প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। (৩) দ্বীনী বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া হবে আর মূর্খতা বর্ষণ হবে। (৪) ভূমিকম্প বেড়ে যাবে (৫) সময়ের পরিধি নিকটবর্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ সময় দ্রুত পার হয়ে যাবে। (৬) পৃথিবী ফেতনা ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। (৭) সমাজে খুন-খারাবী অত্যাচার বেশি হয়ে যাবে। (৮) মানুষের অর্থ সম্পদ বেশি হয়ে যাবে। এমনকি যাকাত নেওয়ার কোন লোক থাকবে না। (৯) মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করে পরস্পর অহংকার গৌরব করবে। (১০) কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্ষেপ করে বলবে হায় আমি যদি এ কবরবাসী হতাম! এরূপ বলার কারণ হচ্ছে মানুষ পৃথিবীর অন্যায় অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, রাহাজানি ও লুটতরাজ দেখে দুঃখ করে বলবে হায় আমি যদি বেঁচে না থাকতাম! হায় আমি এ কবরবাসী হতাম! (১১) পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হবে। (১২) এ সময় মানুষ ঈমান আনবে কিন্তু তার ঈমান কোন কাজে আসবে না। (১৩) কিয়ামত খুব দ্রুত কায়েম হবে। দুজন কাপড় ক্রয়-বিক্রয় করার আশায় কথপোকথন শুরু করবে কিন্তু বাস্তবায়নের সময় হবে না। (১৪) এমন অল্পসময়ের মধ্যে কিয়ামত হবে যে, গাভির দুধ দোহন করে পান করার সময় হবে না। (১৫) এত তাড়াতাড়ি কিয়ামত হবে যে, মানুষ চৌবাচ্চা মেরামত করে পানি পান করার সুযোগ পাবে না। (১৬) কিয়ামত এমন পরিবেশ পরিস্থিতিতে কায়েম হবে যে, কোন মানুষ খাদ্যের লোকমা খাওয়ার আশায় মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিন্তু খাওয়ার অবকাশ পাবে না।

عن ابر هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف كأن وجوههم المجان المطرقة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছ। এবং যতদিন পর্যন্ত তোমরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছ, যাদের চক্ষু হবে ক্ষুদ্র, চেহারা হবে লাল, নাক হবে চেপটা, তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ, চামড়ার ঢালের ন্যায় *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৭৮)*। পশমের জুতা পরিধানকারী বলে অমুসলিমদের বুঝানো হয়েছে। তারা ইহুদী-খৃষ্টান হ'তে পারে তারা অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর। তাদের অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতন হবে দীর্ঘ মেয়াদী। তুর্কীরা নূহ (আঃ) এর পুত্র ইয়াফেসের আওলাদ হ'তে পারে। ইয়াজুজ ও মাজুজের একটি বংশও হতে পারে। তাদের বিশেষ পরিচিতি হচ্ছে চক্ষু হবে ক্ষুদ্র, চেহারা হবে লাল, নাক হবে চেপটা আর মুখ হবে পরতে পরতে ভাঁজ।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السّاعَةُ حتّى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبى اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يامسلم ياعبدالله هذا اليهودى خلفى فتعال فاقتله الاالغرقد فانه من شجر اليهود–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ঐ সময় ইহুদীরা পাথর এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে। তখন সে পাথর এবং বৃক্ষ বলবে হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে। সুতরাং এদিকে আস এবং তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক বৃক্ষ হচ্ছে ইহুদীদের বৃক্ষ *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৮০)*। হাদীছের সার কথা মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের যুদ্ধ হবে। এতে ইহুদীরা পরাজিত হবে, বহু ইহুদী নিহত হবে। ঐ সময় ইহুদীরা গাছ ও পাথরের আড়ালে লুকাবে।

মরণ একদিন আসবেই

তখন গাছ ও পাথর মুসলিম সন্যকে ডাক দিয়ে বলবে হে মুসলিম সেনা আমার নিকট আস, আমার পাশে ইহুদী লুকিয়ে আছে। তবে ইহুদীদের একটি প্রিয় গাছ রয়েছে, সে গাছ তাদেরকে রক্ষা করবে। তাদেরকে রক্ষা করার রহস্য একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (ছাঃ) ভাল জানেন।

عن ابى هريرة قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন পর্যন্ত কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির আবির্ভাব না ঘটবে। সে মানুষকে লাঠি দ্বারা চালিত করবে *(বুখারী, মুসলিম,বাংলা মিশকাত হা/৫১৮১)*। কাহতান ইয়মানীদের আদি পিতার নাম অথবা তথাকার একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম। হাদীছে বর্ণিত লোকটি হবে নির্দয়, কঠোর। তার শাসন হবে মানুষের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক, আর তা হবে দীর্ঘ মেয়াদী।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتذهب الايام والليالى حتى يملك رجل يقال له الجهجاه– وفى روايه حتى يملك رجل من الموالى يقال له الجهجاه

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহজা নামক এক ব্যক্তি মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিনের আবর্তন শেষ হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮২)*। দাস বংশ হ'তে এক ব্যক্তি শাসক হবে। তার নাম জাহ্জাহ্।

عن عوف بن مالك قال اتيت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غزوة تبوك وهو فى قبة من ادم فقال اعدد ستا بين يدى الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذفيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مأئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الاصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر الفا–

আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমি নবী (ছাঃ)-এর খেদমতে আসলাম। এসময় তিনি একটি চামড়ার তাবুতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গুণে রাখঃ (১) আমার মরণ (২) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় (৩) ব্যাপক মহামারী যা তোমাদেরকে ছাগলের মড়কের ন্যায় আক্রমণ করবে (৪) ধন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে তাকে নগণ্য মনে করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে (৫) এমন এক ফেত্না দেখা দিবে যা আরবের প্রত্যেকটি ঘরেই প্রবেশ করবে (৬) অতঃপর রোমকদের সাথে তোমাদের একটি সন্ধি চুক্তি হবে পরে তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গকরে তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা নিয়ে মুকাবিলায় আসবে এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৮৬)*। রাসূল (ছাঃ) এর মরণ কিয়ামতের লক্ষণ কারণ তার পর আর কোন নবী আসবেন না। রোগে বহু সংখ্যক লোক মারা যাওয়া কিয়ামতের লক্ষণ। ধন-সম্পদ বেশি হওয়া কিয়ামতের লক্ষণ। ধন-সম্পদ মানুসের এত বেশি হবে যে, একশত স্বর্ণমুদ্রার কোন মূল্যায়ন থাকবে না। ফেত্না-ফাসাদ খুন-খারাবী আরবের সকল ঘরে প্রবেশ করবে। রোমকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হওয়া কিয়ামতের লক্ষণ। আর এ যুদ্ধ সম্ভবত ইমাম মাহদীর যুগেই হতে পারে *(বাংলা মিশকাত হা/৫১৮৭)*।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلى بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتتحون قسطنطنية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلكم فى اهليكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاؤا الشام خرج فبيناهم يعدون للقاتل يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة

মরণ একদিন আসবেই

فينزل عيسى ابن مريم فامهم فاذا رأه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রোমকগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'আমাক' অথবা 'দাবাক' নামক স্থানে অবতরণ না করছে। ঐ সময় তাদের মুকাবিলা করার জন্য মদীনার একটি উত্তম সেনাদল বের হবে। লড়াইয়ের জন্য যখন মুসলমানগণ সারিবদ্ধ হবে, তখন রোমকগণ বলবে, তোমরা আমাদের জন্য ঐ সব লোকদের রাস্তা ছেড়ে দাও, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছুসংখ্যক লোক বন্দি করে নিয়ে এসেছে। আমরা একমাত্র তাদের সাথে যুদ্ধ করব। মুসলমানগণ বলবেন, আল্লাহর কসম! একাজ কখনও হতে পারে না। আমরা ঐ সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। এরপর মুসলিম সেনাগণ রোমক কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কিন্তু মুসলমান সেনাদের এক তৃতীয়াংশ রোমকদের মুকাবিলা হ'তে পালায়ন করবে। আল্লাহ এ পালায়নকারীদের তাওবা কখনও কবুল করবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ শহীদ হবে, আর এক তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর বিজয় হবে। আল্লাহ এদেরকে কখনও ফিত্না-ফাসাদে নিপতিত করবেন না। অবশেষে তারাই কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে। অতঃপর তারা যখন গণিমতের সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত হবে এবং তাদের তরবারীসমূহ যায়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক এমতাবস্থায় হঠাৎ শয়তান চিৎকার করে বলবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল তোমাদের বাড়ী-ঘরে ঢুকে পড়েছে। একথা শুনেই মাদীনার সে সেনাদল সে দিকে বের হয়ে পড়বে। অথচ সে ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলমানগণ কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এ সময় মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধ ভাবে দাঁগিড়য়ে যাবে। তৎক্ষণাত ছালাতরে উদ্দেশ্যে মুয়াজ্জিন কর্তৃক একামত দেওয়া হবে। এবং এ মূহূর্তে ঈসা ইবনে মরীয়ম আকাশ হ'তে দামেশকের জামে মস্জিদের মিনারায় অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের নিয়ে ইমামতি করে আসরের ছালাত আদায় করাবেন। অতঃপর দাজ্জাল যখন ঈসা (আঃ) কে দেখতে পাবে তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে,

যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন তবুও সে এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাকে ঈসা (আঃ)-এর হাতেই হত্যা করাবেন। ঈসা (আঃ) যে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন রক্তমাখা সে বর্শাটি তিনি লোকদের সকলকেই দেখাবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮৭)*। হাদীছে বুঝা গেল মুসলমানদের সাথে রোম সেনাদের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের স্থান হল কুস্তুনতুনিয়া। মুসলিম সেনা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ যুদ্ধের মাঠ হ'তে পালাবে। তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। একভাগ শহীদ হয়ে যাবে। এক ভাগের হাতে রোমক সেনাদল পরাজয় হবে। দাজ্জাল বের হলে এই সেনাদল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। এ সময় তাদের ছালাতের জন্য একামত দেয়া হবে। তৎক্ষণাত ঈসা (আঃ) দামেশকের জামে সমজিদের মিনারে অবতরণ করবেন। আর ঈসা (আঃ)-এর হাতেই দাজ্জাল নিহত হবে। 'আমাক' আর 'দাবাক' এ দুটি হচ্ছে জায়গার নাম। আর মুসলিম সেনাদল হবেন ইমাম মাহদীর অনুসারী।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত এমন সময় আসবে যখন মানুষের পৈত্রিক সম্পত্তি অংশীদার না থাকার কারণে অংশ হারে বন্টন হবে না। আর গণিমতের সম্পদ পেয়ে মানুষ আনন্দিত হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ কথার ব্যাখায় বলেন, রোমক খৃষ্টানরা সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ করবে। আর মুসলমানও রোমকদের মোকাবেলায় এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করবে। অতঃপর মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে শত্রুর মুকাবিলায় মরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিবে, যারা পূর্ণ বিজয় না করে ফিরে আসবে না। তার পর উভয় পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত। অতঃপর উভয় পক্ষ আপন আপন শিবিরে ফিরে আসবে। কেউ কারো উপর জয়ী হবে না। অবশ্য উভয় সেনাদলের অগ্রগামী সৈন্যরা নিহত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে মরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করবে। যারা বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ সম্ভব না হওয়ায় বিজয় ছাড়ায় শিবিরে ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলও নিহত হয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় দিনও মুসলমানগণ

মরণ একদিন আসবেই

একদল সৈন্য প্রেরণ করবে এবং বিজয় ছাড়া না ফিরার প্রতিজ্ঞা করবে। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। পরিশেষে উভয় পক্ষ বিজয় হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলটিও শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সকলেই একত্রে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের পরাজিত করে মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। এ যুদ্ধে মুসলমান এমন লড়াই করবে যে, ইতিপূর্বে এ ধরণের ঘোরতর যদ্ধ আর কখনও দেখা যায়নি। এমন কি যদি কোন উড়ন্ত পাখী লড়াইয়ের ময়দানের পাশ দিয়ে উড়ে যায় তবে তারা পচা লাশের দুর্গন্ধের কারণে উড়ে যেতে সক্ষম হবে না। কোন পিতা বা পরিবারের একশ সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে গুণে দেখবে তাদের মাত্র একটি সন্তান বেঁচে আছে। এমতাবস্থায় কিভাবে গণিমতের মাল দ্বারা কোন ব্যক্তি আনন্দিত হতে পারে? আর কিভাবে কাদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন হবে। মুসলমান এ অবস্থায় থাকতেই হঠাৎ এর চেয়ে বড় আরও একটি বিরাট যুদ্ধে সংবাদ শুনতে পাবে। তারা এ চিৎকার শুনতে পাবে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল সদলবলে তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এ সংবাদ শ্রবণ করা মাত্রই তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা সেখানে ফেলে দিয়ে দাজ্জালের উদ্দেশ্যে ছুটে চলবে এবং শত্রুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসাবে পাঠানো হবে। রাসুল (ছাঃ) বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে তাদের ও তাদের পিতাতমহের নাম বলতে পারি এবং তাদের ঘোড়াগুলির বর্ণ, রূপ অবগত আছি। তারা হবে সর্বাপেক্ষ উত্তম অশ্বারোহী অথবা তারা তৎকালীন সওয়ারীদের উত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮৮; বাংলা মিশকাত হা/৫১৮৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি শহরের নাম শুনেছ যার একদিকে মুক্ত ময়দান এবং অপর দিকে সাগর রয়েছে? তারা বললেন, জি হ্যাঁ শুনেছি হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরের সত্তর হাজার লোক উক্ত শহরে যুদ্ধ না করবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তারা সে শহরের আশে পাশে অবস্থান করবে কিন্তু তারা কোন অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করবে না এবং কোন প্রকার বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করবে না। শুধুমাত্র তারা لا اله الا الله والله

اكبر এ ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এতেই শহরের এক পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে। বর্ণনাকারী ছাওর ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমার ধারণা রাবী আবু হুরায়রা বলেছেন, প্রথম ধ্বনীতে সাগর পার্শ্বের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। অতঃপর তারা উক্ত ধ্বনী দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করবে। এবার অপর দিকের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। তারপর তারা তৃতীয় বার উক্ত ধ্বনী উচ্চারণ করবে, তখন শহরের প্রবেশ পথটি প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তারা সেখানে প্রবেশ করবে আর গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে থাকবে। তারা যখন এ গণিমতের মাল বন্টনে ব্যস্ত হবে তখন হঠাৎ চিৎকার শুনতে পাবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। তখন তারা সে সমস্ত ধন-সম্পদ ফেলে দাজ্জালের মোকাবেলায় ফিরে আসবে *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৮৯)*। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন একদিন আসবে যে, অমুসলিমদের হাতে কোন যুদ্ধাস্ত্র থাকবে না। আর মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্র হবে অত্র ধ্বনী। সে দিন অমুসলিম পরাজিত হবে। সেদিন তাদের সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসবে।

عن ابى بكرة ان رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ينزل اناس من امتى بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر اهلها ويكون من امصار المسلمين واذا كان فى اخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الاعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق اهلها ثلث فرق فرقة يأخذون فى اذناب البقر والبرية وهلكوا فرقة يأخذون لانفسهم وهلكوا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء–

আবু বাক্‌রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এক সময় আমার উম্মতের কিছু লোক একটি নীচু ভূমিতে অবতরণ করবে। উক্ত স্থানটিকে তারা বাছরা নামে অভিহিত করবে এবং স্থানটি হবে দাজলা নামক একটি নদীর নিকটে। নদীর উপরে একটি সেতু হবে। উক্ত স্থানটির অধিবাসী হবে খুব বেশি। অবশেষে শহরটি মুসলমানদের শহর সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শহরে পিরিণত হবে। তারপর শেষ যামানায় চওড়া মুখমণ্ডল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু বিশিষ্ট 'কানতুরার' বংশধরগণ উক্ত শহরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসবে এবং তারা উক্ত নদীর পাশে আস্তানা গাড়বে। তাদেরকে

মরণ একদিন আসবেই

দেখে শহরবাসী তিন ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ গবাদী পশুর পিছনে মাঠে ময়দানে আশ্রয় নিবে। অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলা না করে পশু পালন ও ক্ষেত-খামারের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। ফলে তারা সকলেই ধ্বংস হবে। আর একভাগ কান্তুরার সন্তানদের নিকট আত্মনিয়োগ করবে। তারা তাদের নিকট নিরাপত্তা চাইবে, তারাও ধ্বংস হবে। আর অবশিষ্ট এক ভাগ নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনকে পশ্চাতে রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা সকলেই শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫১৯৮)*। অত্র ঘটনা ইরাকে ঘটবে। বসরা শহর ইরাকে রয়েছে। দজলা নদীও ইরাকে অবস্থিত। মুসলমানদের কিছু লোক অমুসলিমদের সাথে হাত মিলাবে। আর এটাই হবে মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ।

عن انس ان رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يانس ان الناس يمصرون امصارا فان مصرا منها يقال له البصرة فان انت مررت بها اودخلتها فاياك وسباخها وكلائها نخيلها وسوقها الو باب امرائها وعليك بضؤحيها فانه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير–

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। একদা রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ করে বললেন, হে আনাস! মানুষ পর্যায়ক্রমে শহর নগর গড়ে তুলবে। তন্মধ্যে বসরা নামেও একটি শহর গড়ে উঠবে। যদি তুমি কখনও উক্ত শহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর কিংবা শহরে প্রবেশ কর তবে তার লবণাক্ত ভূমি ও কাল্লা নামক স্থান, সেখানকার খেজুর, তার বাজার এবং আমীরদের দ্বার হ'তে দূরে থাকবে এবং শহরের বাহিরে কোথাও পড়ে থাকবে। কারণ সে স্থান একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে সেখানে পাথরের বৃষ্টি বর্ষন হবে এবং ভিষণ ভূমিকম্পন ঘটবে। সেখানে এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করবে, যারা নিরাপদে রাত্রি যাপন করবে আর সকালে বানর ও শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে *(মিশকাত, হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৫১৯৯)*।

হাদীছে বুঝা গেল বসরা নামে একটি শহর গড়ে উঠবে। এবং মানুষকে সে শহর থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ সে স্থান এক সময় ধসে যাবে। সেখানে পাথরের বৃষ্টি বর্ষন হবে। এবং ভিষণ ভূমিকম্প হবে। সেখানকার মানুষ এত খারাপ হবে যে, নিরাপদে মানুষ রূপে রাত্রী যাপন করবে আর সকালে বানর ও শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে।

عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال ايكم يحفظ حديث رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الفتنة فقلت انا احفظ كما قال قال هات انك لجرى وكيف قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال عمر ليس هذا اريد انما اريد التى تموج كموج البحر قال قلت مالك ولها ياامير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب اويفتح قال قلت لابل يكسر قال ذاك احرى ان لايغلق ابدا قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم ان دون غد ليلة انى حدثته حديثا ليس بالاغاليط قال فهبنا ان نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمشروق سله فسأله فقال عمر–

হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, একদা আমরা ওমর (রাঃ) এর নিকট বসে ছিলাম তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রাসূল (ছাঃ)-এর ফেত্না সম্পর্কীয় বাণী স্বরণ আছে? হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, রাসূল (ছাঃ) যেভাবে বলেছেন হুবাহু সেভাবে আমার স্বরণ আছে। ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি তা পেশ করুন। এ ব্যাপারে আপনি সৎ সাহস রাখেন। আপনি বলুন। নবী করীম (ছাঃ) কিরূপ ফেত্নার কথা বলেছেন? আমি বললাম রাসূল (ছাঃ) কে আমি বলতে শুনেছি মানুষ ফেত্নায় পড়বে তার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে মাল-সম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে। তবে তার ছালাত, ছিয়াম, ছাদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দিবে। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি এ ফেত্না সম্পর্কে জানতে চাইনি। বরং এমন এক ফিতনা জানতে চাচ্ছি যে, ফেত্না সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উথিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে। হোযাইফা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম হে আমীরুল মুমেনীন! উক্ত ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? সে ফেতনা তো আপনাকে পাবে না। কারণ সে ফেতনা ও আপনার মাঝে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সে দরজাটি ভেংগে দেওয়া হবে না কি খুলে দেওয়া হবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, না খোলা হবে না। বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তাহ'লে একথাই প্রকাশ হয় যে, ঐ দরজা আর কখনও বন্ধ করা হবে না।

মরণ একদিন আসবেই

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম ওমর (রাঃ) কি জানতেন দরজাটি কে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ওমর (রাঃ) বিষয়টি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন রাতের পর দিন আসা নিশ্চিত। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-এর নিকট এমন একটি হাদীছ পেশ করেছি যা গোলক ধাঁধা নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এ ব্যাপারে হুযায়ফা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞাসা করার জন্য বললাম, তিনি হুযায়ফা (রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? তিনি বললেন, দরজাটি হলেন, ওমর নিজেই *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৫২০১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওমর (রাঃ) এর মরণই হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত ফিত্না প্রকাশের লক্ষণ। সমাজে সমুদ্রের তরঙ্গ মালার মত ফেত্না প্রকাশ পাবে। সমাজে খুন-খারাবী ও দুর্নীতিই মূল ফিত্না।

عن انس سمعت رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امراة القيم الواحد وفى رواية يقل العلم ويظهر الجهل–

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে রয়েছে (১) বিদ্যা উঠে যাবে (২) মূর্খতা বেড়ে যাবে (৩) ব্যাভিচার বেশি হয়ে যাবে (৪) মদপান বৃদ্ধি পাবে (৫) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে (৬) নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে এমনকি একজন পুরুষ ৫০জন মহিলার পরিচালক হবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে বিদ্যা কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/ ৫২০৩)*।

আলেমদের ক্রমাগত মৃত্যুই হবে বিদ্যা উঠে যাওয়ার কারণ অথবা দ্বীনী বিদ্যার প্রতি মানুষে অনিহা দেখা দিবে অথবা মানুষ দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীন শিক্ষা অর্জন করবে অথবা যারা আলেম তারা বিদ্যা অনুযায়ী আমল করবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ছেড়ে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করবে। রাসূল (ছাঃ) এর সুন্নত ছেড়ে বিদআতী আমলের প্রতি আগ্রহী হবে। সার্থ চরিতার্থের জন্য সরকারের সাথে লেয়াজুঁ মেন্টন করবে। দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোন শিরক বা বিদআত করতে প্রস্তুত থাকবে। এরাই এমন আলেম যাদের আকৃতি হবে মানুষের মত আর অন্তর হবে শয়তানের মত। যে কোন পাপ করা তার জন্য সহজ সাধ্য ব্যাপার।

অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাবে সমাজের লোক হবে নিকৃষ্ট, দুষ্ট, হীন ও ইতর শ্রেণীর। তাদের কর্ম হবে অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতির প্রতিযোগিতা করা অশ্লীল কুকর্মে লিপ্ত থাকা। সহশিক্ষা, বেহায়াপোনা, অবাধে সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্থানে, নারী-পুরষ একাকার হয়ে থাকার দরুন যিনার ব্যাপকতা বেড়ে যাবে। মদের নাম পরিবর্তন করে সর্বত্র তা পান করা হবে। পুরুসের সংখ্যা কমে যাবে। নারীর সংখ্যা বেশি হবে। একজন পুরুষ অবৈধভাবে বহু সংখ্যাক নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد احدا يقبلها منه وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ধন-সম্পদের প্রাচুর্য না হবে এমন কি ধন-সম্পদ পানির মত প্রবাহিত হ'তে থাকবে। মানুষ নিজেদের সম্পদের যাকাত বের করবে বটে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোন লোক থাকবে না। তিনি আরও বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে আরব ভূমি সুজলা-সুফলা বাগ-বাগিচায় পরিণত হবে এবং নদ-নদী প্রবাহিত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২০৬)*। পৃথিবীর সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন হবে। মানুষের অর্থ সম্পদ বণ্যার মত প্রবাহিত হবে। এমন কি আরব মরুভূমি দেশগুলিতেও অফুরন্ত শস্য সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। ঐ সময় যাকাত নেওয়ত্ব মত কোন মানুষ থাকবে না।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلايأخذ منه شيئا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী শুকিয়ে যাবে এবং তলদেশ হ'তে স্বর্ণের খণি বের হবে। তখন যে কেহ সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন ঐ সম্পদের কিছু গ্রহণ না করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২০৮)*। ফোরাত নদীর নীচে স্বর্ণের খণি আছে যা একদিন বের হয়ে যাবে। সে স্বর্ণ গ্রহণ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। কারণ ঐ স্বর্ণ গ্রহণের জন্য মানুষ মরণপণ লড়বে।

মরণ একদিন আসবেই

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى اكون انا الذى انجو–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফোরাত নদীর তলদেশে রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। উক্ত সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ানক লড়াই হবে। সে খুনাখুনি লড়ায়ে শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে। এবং তাদের প্রত্যেকেই বলবে সম্ভবত আমি বেঁচে যাব এবং উক্ত সম্পদ আমি একাই ভোগ করব *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২০৯)*। কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে যাবে এবং তার তলদেশের সব স্বর্ণ বের হয়ে যাবে। আর তা দখল করার জন্য মানুষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে শতকরা নিরানব্বইজন মানুষ নিহত হবে। এবং সবাই এ সম্পদ দখলের আশায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذى نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول ياليتنى كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين الاالبلاء–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় উক্ত কবরের উপর গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং আশা-আকাংখা ও অনুতাপের সাথে বলবে হায়রে! কতই না ভাল হ'ত এ কবরবাসীর স্থানে যদি আমিই এ কবরের অধিবাসী হ'তাম তার এ আশা-আকাংখা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না বরং দুনিয়ার বিপদ ও মছিবতের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে প্রকাশ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২১১)*। সামাজিক অবস্থা হবে খুব ভয়াবহ সমাজের লোকেরা খুনখারাবী ও ফেত্না ফাসাদে লিপ্ত থাকবে । তখন মানুষ মছিবতের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে বলবে হায়! আল্লাহ আমাদের মরণ এ ফেত্না ফাসাদ হওয়ার আগেই হ'ত এ সব কবরবাসী আমরা হতাম। তাহ'লে আমরা এ মছিবত হ'তে বেঁচে যেতাম।

عن عبد الله بن مسعود قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئى اسمه اسمى وفى رواية له قال لو لم يبق من الدنيا الايوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا منى اومن اهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا–

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বংশের এক ব্যক্তি গোটা আরব ভূখণ্ডের মালিক না হবে। তার নাম হবে আমার নামে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যদি দুনিয়া শেষ হ'তে মাত্র একদিন বাকী থাকে তাহ'লেও আল্লাহ ঐ দিনকে অত্যাধিক দীর্ঘায়িত করবেন এবং পরিশেষে সেদিনের মধ্যে আমার পরিবার হ'তে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে তেমনি ভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেনিভাবে তার পূর্বে যুলুম ও অত্যাচারে ছিল পরিপূর্ণ *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২১৮)*।

عن ام سلمة قالت سمعت رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول المهدى من عترتى من اولاد فاطمة–

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি মাহদী আমার পরিবার তথা ফাতিমার বংশ হ'তে জন্ম লাভ করবেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫২১৯)*।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهدى منى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মাহদী হবেন আমার বংশের, উজ্জল চেহারা, উঁচু নাম বিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেমনভাবে তৎপূর্বে যুলুম ও

অত্যাচারে ছিল পরিপূর্ণ। আর তিনি সাত বছর ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন *(আবুদাউদ,বাংলা মিশকাত হাদীছ ছহীহ হা/৫২২০)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী রাসূল (ছাঃ) এর বংশের হবেন। তার নাম আমাদের নবীর নামে হবে এবং তাঁর পিতার নাম আমাদের নবীর পিতার নামে হবে। ঈসা (আঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করবেন। তার খেলাফতের সময় হবে সাত বছর। তিনি দুনিয়ায় পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذى نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما احدث اهله بعده–

আবু সাঈদ খুরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে! সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত পশু মানুষের সাথে কথা না বলছে এবং যে পর্যন্ত কারো চাবুক তার সাথে কথা না বলছে তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলছে। আর তার উরু (রান) তাকে জানিয়ে দিবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি কুকর্ম করেছে *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, বাংলা মিশকাত আলবানী হা/৫২২৫)*। অত্র হাদীছের বিবরণ খুব আশ্চর্য্য মনে হলেও সত্য যে, একদিন হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কতা বলবে এবং মানুষ তার কথা বুঝবে এবং মানুষের হাতের চাবুক মানুষের সাথে কথা বলবে। পায়ের জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তা বুঝতে পারবে। মানুষের উরু তার পরিবাবের গোপন দুর্বল রহস্য প্রকাশ করে দিবে।

عن ابى مسعود قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقتربت الساعة ولايزداد الناس على الدنيا الاحرصا ولايزدادون من الله الا بعدا–

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামত যত নিকটে হবে মানুষের দুনিয়াবী লোভ লালসা তত বেশি হবে। এবং আল্লাহর পরিচয় জানা ও মানা হতে ততদূরে সরে যাবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৫২৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে মানুষ আল্লাহকে বলে ভুলে যাবে।

عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ان من اشراط الساعة اذا كانت التحية على المعرفة–

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া কিয়ামতের লক্ষণ *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৬৪৮)*। অত্র হাদীছের বাস্তবতা বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে।

عن ابى امية الجمحى ان رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر–

আবু উমাইয়া জামহী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রায় অজ্ঞ ক্ষুদ্রতর ইলমের অধিকারী মানুষের নিকট হ'তে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা কিয়ামতের লক্ষণ *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৬৯৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়ত না জানা মানুষের নিকট শরীয়ত জানতে চাওয়া বা তাদের নিকট বক্তব্য শুনা কিয়ামতের লক্ষণ। আর বর্তমান সমাজের প্রায় শতকরা ৯৫ জন বক্তাই শরীয়ত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

عن عبد الله بن مسعود قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل فى المسجد لايصلى فيه ركعتين–

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে মানুষ মসজিদে প্রবেশ করবে কিন্তু তাহিইয়াতুল মসজিদ দু রাকা'আত ছালাত আদায় করবে না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৬৪৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদে ঢুকে দুরাক'আত ছালাত আদায় না করা কিয়ামতের লক্ষণ। প্রায় শতকরা ৯০জনই মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় করে না। আগে বসে তারপর ছালাত আদায় করে এটাই হচ্ছে কিয়মতের লক্ষণ।

عن عمروبن تغلب قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان من اشراط الساعة ان يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشوا التجارة–

আমর ইবনে তাগলিব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে সম্পদ এত বেশি হবে যা বন্যার মত প্রবাহিত হবে। মূর্খতা বেড়ে যাবে ফেত্না প্রকাশ পাবে, ব্যাবসা বৃদ্ধি পাবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭৬৭)*। বিভিন্ন ধরণের ব্যাবসা মূল কথা উপার্জনের পথ বৃদ্ধি পাবে।

عن سمرة قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى تزول الجبال عن اماكنها وترون الامور العظام التى لم تكونوا ترونها–

সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামত অতদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত পাহাড় সমূহ স্থানান্তর না হবে। আর তোমরা যতদিন পর্যন্ত এমন বড় বড় সমস্যা, ফেত্না ফাসাদ ও খুন-খারাবী না দেখছ যা পূর্বে কোন দিন দেখনি *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৩০৬১)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, এমন কতক সামাজিক দূর্নীতি দেখা দিবে যা পূর্বে কোন দিন ঘটেনি। এমন ভয়াবহ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটবে যা কোনদিন ঘটেনি। এবং যেনা বেশি হয়ে যাওয়ায় এমন রোগ দেখা দিবে যা পূর্বে কোনদিন ছিল না।

عن انس قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليكونن فى هذه الامة خسف قذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف–

আনাস (রা:) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন আমার উম্মত নেশাদার দ্রব্য পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হবে এবং বাদ্য যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে তখন অবশ্যই আমার উম্মতের তিনটি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবেঃ (১) বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ধসে যাবে (২) উপর থেকে অথবা কোন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হবে (৩) অনেকের পাপের দরুন আকার আকৃতি বিকৃত করা হবে। আর এ গজবের মূল কারণ তিনটি। (ক) মদ পান করা (খ) নায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হওয়া (গ) বাদ্য যন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হওয়া।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُبَيِّتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ عَلى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوْا قَدْ مَسَخُوْا قِرْدَةٌ وَخَنَازِرٌ–

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্য অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় রাত্রী অতিবাহিত করবে বিভিন্ন ধরণে খাদ্য ও পানীয়তে ভোগ বিলাসী হয়ে এবং বিভিন্ন ধরণের আনন্দ প্রমোদ ও

বিনোদনে। এমতাবস্থায় তাদের সকাল হবে শুকুর ও বানরের আকার আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৬০৪/২৬৯৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক শ্রেণীর অর্থশালী মানুষেরা নানা ধরণের মদ্দ ও পানীয় ব্যবস্থা করে অতি ভোগ-বিলাসে দিনাতিপাত করবে। নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনে রাত্রী যাপন করবে। এ আমোদ-প্রমোদের মূল মাধ্যম হবে নায়িকা, মদ ও বাদ্য যন্ত্র। এ ধরণের লোকেরা শুকুর ও বানরে পরিণত হবে। হয় তাদের আকৃতি শুকুর ও বানরের মত হয়ে যাবে, আর না হয় তাদের হালাল-হারামের বিবেচনা থাকবে না এই জন্য নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে শুকুরের সাথে তুলনা করেছন। তাদের চাল-চলন হবে বিজাতিদের মত অর্থাৎ তাদের স্ত্রী ও মেয়েরা বিজাতিদের মত নানা পোশাক পরবে। আর এদের কাছে যেনা হবে সাধারণ কাজ। এদের গাড়ি বাড়ী হবে কুকুর ও বিভিন্ন ধরণের মূর্তিতে পরিপূর্ণ। তাই তাদেরকে বানরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ তারা বিজাতিদের অনুকরণ করবে।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন পর্যন্ত ফেত্না ফাসাদ প্রকাশ না হচ্ছে, মিথ্যা বেড়ে না যাচ্ছে, ঘনঘন বাজার না হচ্ছে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭৭২)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে (১) ফেতনা , দাঙ্গা ও গোলযোগ বেশি হয়ে যাবে (২) সমাজের প্রায় লোক মিথ্যা কথা বলবে (৩) ঘনঘন যেখানে সেখানে বাজার গড়ে উঠবে (৪) যুগযামানা তাড়াতিড়ি পার হয়ে যাবে (৫) সমাজে খুনখারাবী বেশি হয়ে যাবে।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال لاتقوم الساعة حتى لايحج البيت–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কাবা ঘরে হজ্জ হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৪৩০)*। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ কাবা ঘরে হজ্জ করবে না। তদস্থলে অন্য জায়গা নেকীর স্থান মনে করবে

عن ابى موسى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه–

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত মানুষ তার প্রতিবেশী তার ভাই ও তার পিতাকে হত্যা না করছে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৩১৮৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে মানুষ এত অজ্ঞ এবং বিবেচনাহীন হয়ে যাবে যে, প্রতিবেশী, নিজ ভাই ও নিজ পিতাকে সহসাই হত্যা করবে।

عن انس قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولاتنبت الارض شيئا–

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামত সে সময় পর্যন্ত হবে না, যে পর্যন্ত বছর যাবত বৃষ্টি না হচ্ছে, আর বছর যাবত বৃষ্টি হবে কিন্তু কোন শস্য হবে না। হাদীছটি ছহীহ হ/২৭৭৩। কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে বছর যাবত বৃষ্টি হবে কিন্তু যমিনে কোন শস্য গজাবে না।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها وشى المراحل–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত মানুষ স্তরে স্তরে নকশাপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ না করছে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭৯)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, বহুতল বিশিষ্ট নকশাপূর্ণ বাড়ী তৈরী করা কিয়ামতের লক্ষণ।

عن عبد الله بن عمرو قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتقوم الساعة حتى يتسافدوا فى الطريق تسافد الحمير قلت ان ذلك لكائن قال نعم ليكونن–

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না, যতদিন পর্যন্ত মানুষ গাধার মত রাস্তায় খোলা মাঠে যেনায় লিপ্ত না হচ্ছে। আমি বললাম এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, অবশ্য অবশ্যই ঘটবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭২৪-৪৮১)*। অত্র

হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গাধা বা সাঁড় যেমন খোলা মাঠে রাস্তা-ঘাটে গাধী বা গাভীর সাথে মিলে, লজ্জা বুঝে না, মানুষ তেমন খোলা মাঠে যেনা করবে লজ্জা করবে না।

عن ميمونة قالت قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم كيف انتم اذا مرج الدين وسفك الدم وظهرت الزينة وشرف البنيان وظهرت الرغبة واختلفت الاخوان وحرق البيت العتيق–

মায়মুনা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের অবস্থা সেদিন কি হবে যেদিন দ্বীন মিটে যাবে, রক্ত প্রবাহিত হবে, সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে, প্রাসাদ উঁচু হবে, দুনিয়া ভোগের কামনা ও বাসনা বেশি হবে, ভাইয়ে ভাইয়ে মতবিরোধ বেশি হবে ও কাবা ঘর ধ্বংস হবে? *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭৪৪)*। অত্র হাদীছে কিয়মতের কয়েকটি লক্ষণ পেশ করা হয়েছে। (১) ইসলাম তার নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যে বহাল থাকবে না। মানুষ ইসলামের নীতিকে বিজাতিদের সাথে মিশিয়ে দিযে এক অভিনব বানাওয়াট পদ্ধতিতে ইসলাম পালন করবে। (২) সমাজে খুনখারাবী, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড বেশী হবে (৩) মানুষের ঘরবাড়ী ও পোশাক সাজ সজ্জায় অলংকৃত হবে (৪) আভিজাত্য অট্টালিকা নির্মাণ হবে (৫) মানুষ অবৈধভাবে ভোগ বিলাসী জীবন যাপন করবে (৬) ভাইয়ে ভাইয়ে মতবিরোধ এং সামাজিক দ্বন্দ্ব বেশি হবে (৭) কাবাঘর ধ্বংস হবে। এ বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারে যে, মানুষ নতুন উন্নতমানের সাজ সজ্জাপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে পুরাতন ঘরবাড়ীগুলো ভেংগে ফেলবে।

মরণ একদিন আসবেই

কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহঃ

عن حذيفة قال اطلع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علينا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَاتَذْكُرُوْنَ قَالُوا نَذْكُرُ السَاعَةَ قَالَ اَنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّ تَرَوا قَبْلَهَا عَشَرَ اَيات فَذَكَرَ الدُخَانَ وَالدَجَّالَ وَالدَابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى اِبْنِ مَرْيَمَ وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَثَلَثَةَ خَسَوْف خَسْفُ بِالْمَشْرِق وَ خَسْفُ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرِةِ الْعَرَبِ وَاَخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ اليَمَنِ تَطْرُدُ النَاسَ اِلى مَحْشَرِهِمْ وَرِيْحُ تُلْقِى النَاس فِى البَحَرِ–

হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, একদা আমরা পরস্পরে ক্বিয়ামত সম্পর্কে কথা-বার্তা বলছিলাম, এমন সময় নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। আর তা হচ্ছে (১) ধোঁয়া যা এক নাগাড়ে চল্লিশদিন পূর্ব হ'তে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে (২) দাজ্জাল বের হবে (৩) চতুস্পদ জন্তু বের হবে (৪) পশ্চিম আকাশ হ'তে সূর্য উদীত হবে (৫) ঈসা ইবনে মারইয়াম আকাশ হ'তে অবতরণ হবেন (৬) ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে (৭) পূর্বাঞ্চলে ভূমি ধস হবে (৮) পশ্চিমাঞ্চালে ভূমিধস হবে (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস হবে (১০) সবশেষে ইয়ামান হ'তে এমন এক আগুণ বের হবে যা মানুষকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থানে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে আদর (এডেন) এর অভ্যন্ত হতে আগুন বের হবে যা মানুষকে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিবে। অন্য এক বর্ণনায় দশম লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এমন বাতাস প্রবাহিত হবে যে বাতাস কাফের মানুষকে সাগরে নিক্ষেপ করবে *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫২৩০)*।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثٌ اَذَا خَرَجْنَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِى اِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোন উপকারে আসবে না (১) পশ্চিম হ'তে সূর্য উদিত হওয়া (২) দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া (৩) দাব্বাতুল আরজ বের হওয়া *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৩)*।

নাওয়াস ইবনে সাম্'আন (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন, যদি তার আবির্ভাব হয় আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকি, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলীল প্রমাণে বিজয়ী হব। আর যদি তার আবির্ভাব ঘটে আর আমি বিদ্যমান না থাকি, তখন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি দলীল প্রমাণে তার মুকাবিলা করবে। তখন মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে আল্লাহই হবেন সহায়ক। সে হবে একজন জওয়ান, মাথার চুল কোঁকড়ানো ,ফোলা চক্ষু বিশিষ্ট। আমি তাকে ইহুদী আব্দুল উয্যা ইবনে কাত্বানের সাথে তুলনা করতে পারি। সুতরাং যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সম্মুখে সূরা কাহফের প্রথমাংশ হ'তে পাঠ করে। কারণ এ আয়াত গুলি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফেত্না হ'তে নিরাপদে রাখবে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে বের হবে এবং চলার পথে ডানে ও বামে এলাকা সমূহ ধ্বংসাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাসকল! তোমরা ঈমান ও আক্বীদাই দ্বীনের উপর অটল থাক। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে কতদিন যমিনে অবস্থান করবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান। আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলি হবে তোমাদের সাভাবিক দিনের মত। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আচ্ছা বলুন তো সেই একদিন যা একবছরের সমান হবে, সেদিন কি আমাদের পক্ষে এক দিনের ছালাতই যথেষ্ঠ হবে? তিনি বললেন, বরং সে দিনকে এক একদিন পরিমাণ হিসাব করে ছালাত আদায় করতে হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার যমিনে চলার গতি কি পমিাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন, সেই মেঘের ন্যায় যার পিছনে প্রবল বায়ূ রয়েছে। অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদেরকে তার অনুসরণের আহ্বান করবে। অতঃপর লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ করবে ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে নির্দেশ করবে ফলে যমীন ঘাস, ফসলাদী উৎপাদন

মরণ একদিন আসবেই

করবে। মানুষের গবাদি পশু সেই চারণ ভূমি হ'তে সন্ধায় যখন ফিরবে তখন উচ্চ কুঁজ বিশিষ্ট এবং স্তন ভর্তি অবস্থায় খেয়ে কোমর টান টান অবস্থায় ফিরবে। অতঃপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদের সামনে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করবে, কিন্তু তারা তার দাবী প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের নিকট হ'তে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, এ সম্প্রদায়ের লোকেরা মহা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের হাতে মাল সম্পদ কিছুই থাকবে না। তার পর দাজ্জাল একটি অনাবাদ জায়গা অতিক্রম করবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অভ্যন্তরে যে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ আছে তা বের করে দাও। অতঃপর উক্ত ধন সম্পদ এমনিভাবে তার পশ্চাতে ছুটতে থাকবে, যেমনিভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতার পেছনে ছুটে চলে। অতঃপর দাজ্জাল যৌবনে পরিপূর্ণ এক যুবককে তার আনুগত্যের প্রতি আহবান করবে কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করবে, এতে দাজ্জাল তাকে তরবারীর আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খন্ডকে এত দূরে নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ তার মধ্যে ব্যবধান হবে। অতঃপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের দিকে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক জীবিত হয়ে তার সম্মুখে ফিরে আসবে, তখন তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জল হয়ে উঠবে। যখন সে এ সমস্ত কাণ্ডে লিপ্ত, ঠিক এমন সময় আল্লাহ তাআলা হঠাৎ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আকাশ হ'তে প্রেরণ করবেন। এবং তিনি দামেশকের পূর্ব প্রান্তের শ্বেত মিনারা হ'তে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরা অবস্থায় দুজন ফেরেশ্তার পাখায় হাত রেখে অবতরণ হবেন। তিনি যখন মাথা নীচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম ঝরবে। আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন উহা স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় ঝরতে থাকবে। তাঁর শ্বাস যে কাফেরকেই লাগবে সে কাফের তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। আর তাঁর শ্বাস তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের 'লুদ্দ' দরজার কাছে পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায় ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফেত্না হ'তে নিরাপদে রেখেছিলেন তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ দিবেন। এদিকে এ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বান্দাদেরকে সৃষ্টি

করে রেখেছি যাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। অতএব, তুমি আমার বান্দাদেরকে তুর পর্বতে নিয়ে হিফাযতে রাখ।

অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা হ'তে নীচে যমীনে নেমে খুব দ্রুত বিচরণ করবে এবং তাদের একটি দল সিরিয়া তাবারীয়া নামক একটি নদী অতিক্রম করবে এবং তারা ঐ নদীর সবটুকু পানি পান করে ফেলবে। পরে তাদের সর্বশেষ দল সে স্থান অতিক্রম করার সময় বলবে, হয়তো কোন এক সময় এখানে পানি ছিল। অতঃপর তারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে 'খামার' নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছবে। আর সে পাহাড় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে তারা বলবে, যমীনে যারা বসবাস করত ইতিমধ্যে আমরা নিশ্চিত সবাইকে হত্যা করে ফেলেছি। আস এবার আকাশবাসীকে হত্যা করব। এ বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের তীর গুলিকে রক্তমাখা অবস্থায় তাদের প্রতি ফেরত দিবেন। এ সময় আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীগণকে তুর পর্বতে চরম দূরবস্থায় অবরোধ করা হবে। এ সময় তারা ভীষণ খাদ্য সংকটের সন্মুখীন হবেন। এমনকি তাদের কারো জন্য গরুর মাথা এ যুগের একশত দেনার স্বর্ণ মুদ্রা অপেক্ষা অধিক মূলবান হবে। এ চরম অবস্থায় আল্লাহর নবী ঈসা এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে ফিরে যাবেন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের এর ধ্বংসের জন্য দোআ করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের গর্দানের উপর বিসাক্ত কীটের আযাব অবতীর্ণ করবেন। ফলে তদারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীগণ পর্বত হ'তে নীচে যমীনে নেমে আসবেন। কিন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হ'তে মুক্ত এমন এক বিঘত জমিনও খালি পাবেন না। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ উক্ত বিপদ হ'তে পরিত্রাণের আশায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। তখন আল্লাহ বখতী উটের গর্দানের ন্যায় লম্বা লম্বা গর্দান বিশিষ্ট পাখির ঝাঁক প্রেরণ করবেন। পাখির দল তাদের মরদেহ সমূহকে তুলে নিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোন এক স্থানে নিক্ষেপ করবেন। অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তাদেরকে 'নহবল' নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। আর মুসলমানগণ তাদের ধনুক, তীর এবং তীর রাখার কোষ সমূহ সাত বছর যাবত লাকড়ি স্বরূপ জ্বালাতে থাকবে। তারপর আল্লাহ প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যার কারণে জনবসতির যে কোন ঘর মাটির হোক কিংবা

মরণ একদিন আসবেই

পশমের হোক ধুয়ে পরিস্কার করে দিবে। অবশেষে তা আয়ানার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর যমীনকে বলা হবে তোমার ফলফলাদী বের করে দাও এবং তোমরা কল্যাণ ও বরকত ফিরিয়ে আন। ফলে সে সময় একটা ডালিম এক জামাআত লোক একটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে এবং তার খোসা দ্বারা লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। আর দুগ্ধের মধ্যে বরকত দান করা হবে। একটি উটনির দুধ একদল লোকের যথেষ্ঠ হবে। এবং একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ঠ হবে একটি এবং ছাগলের দুধ একটি পরিবারের লোকের জন্য যথেষ্ঠ হবে। মোট কথা লোকেরা সার্বিকভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে থাকবে। ঠিক এমন সময়ে হঠাৎ একদিন আল্লাহ এক মৃদু বাতাস প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ করবে এবং সে বাতাস প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের আত্মা বের করে নিবে। তারপর শুধুমাত্র পাপি লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা গাধা বা পশু প্রাণীর ন্যায় লজ্জহীনভাবে যেনায় লিপ্ত হয়ে পড়বে আর এসব লোকের উপরেই কিয়ামত সংঘটিত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪১)*। অত্র হাদীছে ক্বিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তের এক বাস্তব বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

দাজ্জালের বিবরণঃ

عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت منادى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينادى الصلوة جامعة فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلوته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل انسان مصلاه ثم قال هل تدرون لم جمعتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال انى والله ما جمتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لان تميم الدارى كان رجلا نصرانيا فجاء واسلم وحدثنى حديثا وافق الذى كنت احدثكم به عن المسيح الدجال حدثنى انه ركب فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا فى البحر فارفأوا الى جزيرة حين تغرب الشمس فجلسوا فى اقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة اهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر قالوا ويلك ما انت قالت انا الجساسة انطلقوا الى هذا الرجل فى الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانة قال فانطلقنا

سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان ما رأيناه قط خلقا واشده وثاقا مجموعة يده الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما انت قال قد قدرتم على خبرى فاخبرونى ما انتم قالوا نحن اناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فلعب بنا البحر شهرا فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة اهلب فقالت انا الجساسة اعمدوا الى هذا فى الدير فاقبلنا اليك سراعا فقال اخبرونى عن نخل بيسان هل تثمر قلنا نعم قال اما انها توشك ان لاتثمر قال اخبرونى عن بحيرة الطبرية هل فيها ماء قلنا هى كثيرة الماء قال ان ماءها يوشك ان يذهب قال اخبرونى عن عين زغر هل فى العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين قلنا نعم هى كثيرة الماء واهلها يزرعون من مائها قال اخبرونى عن نبى الاميين ما فعل قلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال اقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعو\ه قال اما ان ذلك خير لهم ان يطيعوه انى مخبركم عنى انا المسيح الدجال انى يوشك ان يؤذن لى فى الخروج فاخرج فاسير فى الارض فلا ادع قرية الا هبطتها فى اربعين ليلة غير مكة وطيبة هما محرمتان على كلتاهما كلما اردت ان ادخل واحدا منهما استقبلنى ملك بيده السيف صلتا يصدنى عنها وان على كل نقب منها ملئكة يحرسونها قال رسول الله صلى عليه وسلم وطعن بمخصرته فى المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعنى المدينة الا هل كنت حدثتكم فقال الناس نعم الا انه فى بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ماهو و اوما بيده الى المشرق-

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ঘোষককে এ ঘোষণা দিতে শুনতে পেলাম, 'ছালাতের জন্য মসজিদে যাও, সুতরং আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূল (ছাঃ) এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। ছালাত শেষে তিনি মিম্বারে উঠে বসলেন, এবং মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ছালাতের স্থানে বসে থাক। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ

মরণ একদিন আসবেই

ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) অধিক জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য বা কোন ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত করিনি। বরং 'তামীম দারীর' একটি ঘটনা তোমাদের শুনানোর জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তামীম দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে এমন একটি ঘটনা শুনিয়েছে, তা ঐ কথার সাথে মিল রাখে যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে শুনিয়েছি। সে বলল, একদা সে 'লাখম' ও 'জুজাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিল। সাগরের তরঙ্গতাদেরকে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরাতে থাকে। অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌঁছল। অতঃপর তারা উক্ত বড় নৌকার গায়ের সাথে বাঁধা ছোট ছোট নৌকা যোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং তথায় তারা এমন একটি প্রাণীর সাক্ষাত পেল, যার সারা শরীর বড় বড় লুমে ঢাকা। অধিক পশমের কারণে তার কোথায় মুখ আর কোথায় পিছন তা বুঝা যায় না। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বলল, তোর অমঙ্গল হোক তুই কে? সে বলল আমি জাসসাস-গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী। তোমরা ঐ ঘরে আবদ্ধ লোকটির কাছে যাও সে তোমাদের সংবাদ জানার প্রত্যাশী। তামীম দারী বলেন, উক্ত প্রাণীর কাছে লোকটির কথা শুনে আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। যে, সে শয়তান হ'তে পারে। তখন আমরা দ্রুত তথায় গেলাম এবং সে ঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে এমন একটি প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম, ইতিপূর্বে যা আমরা আর কোনদিন দেখিনি। সে খুব শক্তভাবে বাঁধা অবস্থায় ছিল। তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় নীচের উভয় গিটের সাথে লৌহার শিকল দ্বারা একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বললাম তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয় তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, আমি তা গোপন করবনা, তবে তোমরা আমাকে প্রথমে বল তোমরা কে? তারা বলল, আমরা আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম, দীর্ঘ এক মাস সাগরের ঢেউ আমাদেরকে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌঁছাল। তারপর আমরা অত্র দ্বিপে প্রবেশ করলাম তারপর ঘনপশমে সারা দেহ ঘেরা এমন একটি প্রাণীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। সে বলল, আমি গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী। সে আমাদেরকে এ ঘরে আসতে বলল, আমরা দ্রুত তোমার নিকট এসে

উপস্থিত হলাম। সে বলল আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি বায়সান এলাকার খেজুর গাছে ফল আসে কি? বায়সান হেজাজের একটি জায়গার নাম। আমরা বললাম, হ্যাঁ, আসে। সে বলল অদূর ভবিষ্যতে সে গাছে আর ফল ধরবে না। তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি, তাবারিয়া নামক বিলে কি পানি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ তাতে প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। সে বলল অচিরেই তার পানি শেষ হয়ে যাবে। তারপর সে বলল আচ্ছা বল দেখি, যোগার নামক ঝর্ণায় পানি আছে কি? এবং সেখানকার অধিবাসীরা সে ঝরণার পানি দ্বারা জমি চাষ করে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ তাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার লোকেরা পানি দ্বারা জমি চাষাবাদ করে। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা বল দেখি, নিরক্ষর নবীর সংবাদ কি? আমরা বললাম, তিনি এখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, বল দেখি আরবেরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ করেছে। সে জিজ্ঞাসা করল তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচারণ করেছেন? আমরা বললাম তিনি আশে পাশের আরবদের প্রতি জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার আনুগত্য স্বীকার করেছে। এ সব শুনে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ তাঁর আনুগত্য করা তাদের জন্য মঙ্গল জনক। আচ্ছা এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি- আমি দাজ্জাল। অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বের হয়ে যমিনে বিচরণ করব। মক্কা মদীনা ব্যতিত চল্লিশ দিনের মধ্যে পৃথিবীর সব স্থান বিচরণ করব। এ দু স্থানে আমার জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন ফেরেশতা মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে আমাকে প্রবেশ করা হ'তে বাধা প্রদান করবে। বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারা রত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রাসূল আপন লাঠি দ্বারা মিম্বারে ঠোকা দিয়ে তিনবার বললেন, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা। তারপর তিনি বললেন, বল দেখি ইতিপূর্বে আমি কি তোমাদেরকে এ হাদীছটি বর্ণনা করিনি? লোকেরা বলল, জি হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, দাজ্জাল সিরিয়ার কোন এক সাগরে অথবা ইয়মনের কোন এক সাগরে আছে। পরে বললেন, বরং সে পূর্ব দিক হ'তে আগমন করবে। এ বলে তিনি হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪৮)*।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْت قَيْس فِى حَدِيْث تَمِيم الدارى قَالَتَ قَالَ فَاذَا اَنَابَامْرَأة تَجرُ شَعْرَهَا قَالَ مَااَنْتَ قَالَتْ اَنَا الجَسَّاسَةُ اذْهَبْ اِلَى ذَلِكَ القَصْرِ فَاَتَيْتُهُ فَاذَاَ رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِى الاَغْلاَلِ يَنْزُ فِي مَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالاَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الدَجَّالُ–

ফাতিমা বিনতে কায়স (রাঃ) তামীম দারীর ঘটনা প্রসংগে বললেন, তামীমদারী বলেছেন, সে দ্বীপে প্রবেশ করলে আমি তথায় এমন একটি নারীর সাক্ষাত পেলাম যার মাথার চুল এত লম্বা যে, তা যমীনে হেঁচড়ে চলে। তামীমদারী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কে? সে বলল আমি গোপন তথ্য অন্বেষণকারিনী। অতঃপর সে বলল, তুমি এ প্রাসাদের দিকে যাও। সুতরাং আমি সেখানে আসলাম। তথায় লম্বা লম্বা চুল বিশিষ্ট এমন ব্যক্তিকে দেখলাম যে শক্তভাবে লোহার শিকলে বাঁধা আসমান ও যমীনের মাঝখানে লাফালাফি করছে। আমি বললাম তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫২৫০)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِت عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنى حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَى خَشِيْتُ اَنَّ لاَتَعْقُلُوا اَنَّ المَسِيْحَ الدَجَّالَ قَصِيْرٌ اَفْحَجُ جَعْدُ اَعْوَرُ مَطْمُوْسُ العَيْنِ لَيْسَتْ بِنَاتِئَةٍ وَلاَ حَجْرَاءَ فَاِنْ اُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ–

ওবাদা বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের কথা বার বার আলোচনা করেছি, তবুও আশংকা করছি যে, তোমরা হয়তো তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারছনা। জেনে রাখ দাজ্জাল হবে সাইজে খাট, পায়ের নলা হবে লম্বা লম্বা। চুল হবে খুব কোঁকড়া কোঁকড়া। এক চক্ষু কানা অপর চক্ষ সমান হবে। একেবারে ভিতরে ডুবাও হবে না এবং একেবারে বাহিরে উঠাও হবে না। এরপরও যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে এ কথা মনে রেখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫২৫১)*।

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ نَبِى الاَّقَدْ اَنْذَرَ اَمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الكَذَّابَ اَلَا اِنَّهُ اَعْوَرٌ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك-ف -ر–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)বলেছেন, এমন কোন নবী অতীত হননি যিনি তাঁর উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেননি। তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা হবে। আর তোমরা ইহাও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। দাজ্জালের দু চোখের মাঝে লিখা থাকবে ك-ف-ر অর্থাৎ কাফের *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৭)*।

সে যে মিথ্যাবাদী ধোঁকাবাজ এর প্রমাণস্বরূপ তার দু চোখের মাঝে কাফের শব্দটি লিখা থাকবে। শিক্ষিত বা মূর্খ সকল ঈমানদার মুসলমান এ লিখা দেখতে পাবে এবং পড়তে পারবে।

হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে। তার মাথার চুল হবে খুব বেশি। তার সাথে তার জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪০)*।

ইবনে ছাইয়্যাদের বর্ণনাঃ

عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب انطلق مع رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى رهط من اصحابه قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان فى اطم بنى مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال اتشهد انى رسول الله فنظر اليه فقال اشهد انك رسول الاميين ثم قال ابن صياد اتشهد انى رسول الله فرصه النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال امنت بالله وبرسله ثم قال لابن صياد ماذا ترى قال ياتينى صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تاتى السماء بدخان مبين فقال هو الدخ فقال أخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر يا رسول الله اتأذن لى فيه ان اضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن هو لاتسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك فى قتله قال ابن عمر انطلق بعد ذلك

رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بن كعب الانصارى يؤمان النخل التى فيها ابن صياد فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقى بجذوع النخل وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه وابن صياد مضطجع على فراشه فى قطيفة له فيها زمزمة فرات ام ابن صياد النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتقى بجذوع النخل فقالت اى صاف وهو اسمه هذا محمد فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين قال عبد الله بن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال انى انذركموه وما من نبى الا وقد انذر قومه لقد انذر نوح قومه ولكنى سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور–

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, আমার পিতা ওমর (রাঃ) একদল ছাহাবীর সাথে রাসূল (ছাঃ) এর সঙ্গে ইবনে ছাইয়্যেদের কাছে গমন করেন। তাঁরা সকলেই ইবনে ছাইয়্যাদকে বনী মাগালার টিলার পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখেন। সে সময় ইবনে ছাইয়্যাদ প্রায় যুবক। কিন্তু সে নবী করীম (ছাঃ)-এর আগমন অনুভব করতে পারেনি। অবশেষে নবী করীম (ছাঃ) তার পিঠে হাত লাগিয়ে বললেন, তুমি কি স্বক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন সে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিরক্ষর মানুষের রাসূল। অতঃপর ইবনে ছাইয়্যাদ রাসূল (ছাঃ) কে লক্ষ্য করে বলল, আপিনি কি স্বাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে ধরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর নবী করীম (ছাঃ) ইবনে ছাইয়্যাদকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল আমার কাছে সত্য-মিথ্যা উভয় আসে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার নিকট আসল ব্যাপর এলোমেলো হয়ে গেছে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি আমার অন্তরে একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন করেছি পারলে বল সেটা কি? বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় নবী করীম (ছাঃ) অত্র আয়াতটি يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ নিজের অন্তরে গোপন রেখেছিলেন। ইবনে ছাইয়্যাদ বলল, আপনার অন্তরে 'দুখ' কথা লুকায়িত আছে যার অর্থ ধোঁয়া।

নবী করমি (ছাঃ) বললেন, তুমি দূর হও তুমি কখনও নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না। ওহী সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। এ সময় ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দন উড়িয়ে দি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ যদি দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে না হয় তাহ'লে তাকে হত্যা করায় কোন কল্যাণ নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬০)*।

ইবনে ছাইয়্যাদ মদীনার এক ইহুদীর সন্তান। সে গণক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডে ছাহাবীগণ মনে করতেন এ দাজ্জাল হ'তে পারে। তবে সে মদীনাতেই মারা গেছে। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ফতহুলবারী গ্রন্থে বলেছেন, ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা দাজ্জালের যে পরিচিতি রয়েছে ইবনে ছাইয়্যাদের মধ্য তার কিছু কিছু নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, তবে সে প্রকৃত দাজ্জাল নয়। একদা হাফছা (রাঃ কে ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, তুমি ইবনে ছাইয়্যাদের সাথে কথাবার্তা বলনা এবং তাকে ক্ষেপিয়ে তুলনা। কারণ রাগান্বিত অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতএব ইবনে ছাইয়্যাদ দাজ্জাল হয়ে থাকলে তার আবির্ভাবের কারণ তুমিই হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬৩)*। ইবনে ছাইয়্যাদ নবী দাবী করবে যা দাজ্জালের অন্যতম। তবে শেষ যামানায় যে দাজ্জাল বের হবে ইবনে ছাইয়্যাদ সে নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬৬)*। অত্র বিবরণটি এভাবে বলা যেতে পারে যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত দাজ্জালের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হননি ততদিন পর্যন্ত তিনি এ সন্দেহে ছিলেন যে, ইবনে ছাইয়্যাদই প্রকৃত দাজ্জাল হ'তে পারে। অতঃপর তামীমে দারীর কাছে দাজ্জালের বর্ণনা শুনার পর এ আশংকা পরিত্যাগ করেছিলেন।

عن انس قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْتُ اَنَا وَالسَاعَةُ كَهَاتِيْنِ-

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এ দুটি অঙ্গুলীর ন্যায় প্রেরিত হয়েছি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অঙ্গুলী দ্বয়ের মধ্যে যে, স্বল্প ব্যবধান রয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) পৃথিবীতে আসা এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মাঝে তেমন স্বল্প ব্যবধান রয়েছে। অবশ্য এটাও অর্থ হতে পারে যে, তর্জনী অঙ্গুলী হতে মধ্যমা অঙ্গুলী যে পরিমাণ বেড়ে আছে নবী করীম (ছাঃ) কিয়ামতের সে পরিমাণ আগে আগমন করেছেন।

মরণ একদিন আসবেই

عن انس ان رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَاعَةُ حَتَّى لاَيُقَالَ فِى الاَرْضِ اللّٰهُ اللّٰهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে যখন যমীনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার কোন মানুষ থাকবে না (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮২)। যখন মানুষ আল্লাহ্কে স্বরণ করবে না, তার ইবাদত করবে না, তখনই কিয়ামত কায়েম হবে। কারণ আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদত হচ্ছে দুনিয়ার স্থায়িত্বের প্রাণ। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ আল্লাহ অর্থ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ কারণ অত্র হাদীছটি আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, যতদিন لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে যিকির করার লোক থাকবে, ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না। অত্র হাদীছের মর্ম এ নয় যে, শুধু আল্লাহ্ আল্লা্ বলে যিকির করতে হবে যা সুফী বিদ'আতীরা করে থাকে। অবশ্যই এমন যিকির বিদ'আত যার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই *(মিশকাত তাহক্বীক্ব আলবানী ৩/১৫২৭পৃঃ)*।

عن عبد الله بن مسعود قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَقُوْمُ السَاعَةُ اِلاَّعَلَى شِرَارِ الخَلْقِ-

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিকৃষ্ট মানুষের উপরেই কিয়ামত কায়েম হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৩; বাংলা মিশকাত হা/৫২৮৩)*। কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় পৃথিবীতে কোন ভাল মানুষ থাকবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি অবগত নই যে, রাসূল (ছাঃ) চল্লিশ দিন বললেন, না চল্লিশ মাস বললেন, না চল্লিশ বছর বললেন। তারপর আল্লাহ্ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের মত। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। ঈসা (আঃ) ৭ বছর এ যমিনে অবস্থান করবেন। সে সময় মানুষেরের মধ্যে এমন শান্তি বিরাজ করবে যে, দু'জনের মধ্যেও কোন শত্রতা থাকবে না। তারপর

আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হ'তে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। সে বাতাস ভূপৃষ্ঠে এমন একজন লোককে জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে রেণু-কণা পরিমাণ নেকী বা ঈমান থাকবে। অর্থাৎ তোমাদের কেউ পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে তবুও সেখানে এ বাতাস প্রবেশ করবে এবং তাকে মেরে ফেলবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তারপর কেবল মাত্র নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তারা ব্যভিচারে পাখিদের ন্যায় দ্রুতগামী হবে এবং খুনখারাবীতে হিংস্র প্রাণীর ন্যায় পাষাণ হবে। ভাল-মন্দ তারতম্য করার কোন যোগ্যতা তাদের থাকবে না। তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের নিকট আসবে এবং বলবে তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? তখন লোকেরা বলবে আচ্ছা তুমিই বল আমাদের কি করা উচিত? তখন শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ দিবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগবিলাসে জীবন যাপন করতে থাকবে। অতঃপর সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তিই উক্ত ফোঁক শুনবে, সে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সর্ব প্রথম উক্ত আওয়ায সে ব্যক্তিই শুনতে পাবে যে তার উটের জন্য পানির চৌবাচ্চা মেরামত কাজে রত। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ কুয়াশার ন্যায় খুব হালকা ধরণের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে ঐ সমস্ত দেহ গুলি সজীব হয়ে উঠবে, যেগুলি কবরের মধ্যে নিশ্চির্ý হয়ে গেছিল। অতঃপর দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে। অতঃপর ঘোষণা দেওয়া হবে, হে লোক সকল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রতিপালোকের দিকে ছুটে আস। ফেরেশতাদের আদেশ দেওয়া হবে তাদেরকে এখানে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর ফেরেশ্তাদের বলা হবে ঐ সমস্ত লোকদের বের কর যারা জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন কতজন হ'তে কতজন বের করব? বলা হবে প্রত্যেক হাজার হ'তে নয়শত নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা সেই দিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে يوم يجعل الولدان شيبا সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ

সেদিনের বিভীষিকায় শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। সেদিন খুব সংকটময় অবস্থা প্রকাশ পাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৬)*।

শিঙ্গায় ফুৎকারঃ

ইস্রাফীল (আঃ) আল্লাহ্র আদেশক্রমে প্রথমবার ফুৎকার দিবেন। তাতে আসমান-যমিনে যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার ফুৎকার দিবেন তাতে সমস্ত মৃত নিজ নিজ কবর হ'তে বের হয়ে আসবে এবং হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। অবশ্য অনেকেই মনে করেন ফুৎকার তিনটি হবে। প্রথম ফুৎকারে আসমান যমিনের সব কিছু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ–

যেদিন সিংগায় (প্রথম) ফুৎকার দেওয়া হবে অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আসমান যমিনের সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং সকলেই বিনীত হয়ে আল্লাহর নিকটে আসবে (নামল ৮৭)। দ্বিতীয়বার আল্লাহ্ বলেন,

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضَ اَلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ–

আর যখন (দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন আসমান ও যমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন (যুমার ৬৮)। তৃতীয়বার আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ–

তারপর সিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে আর সহসা তারা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেদের কবরগুলি হ'তে বের হয়ে পড়বে *(ইয়াসীন: ৫১)*।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرُ قَدْ الْتَقَمَهُ وَاَصْغَى سَمْعَهُ وَحَنَى جَبْهَتُهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالْنَفْخِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلُ اللهِ وَمَا تَأمُرُنَا قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি কিভাবে আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাশে থাকতে পারি কারণ ইস্রাফীল (আঃ) শিংগা মুখে দিয়ে রেখেছেন, কান আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নত করে রেখেছেন। তিনি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, কখন শিংগায় ফুক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে? এ কথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাহ'লে আমাদের এ বিভীষিকাময় অবস্থায় এবং এ কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা বল- حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ এবং তিনি উত্তম কার্যনির্বহক আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখি *(তিরমিযী হা/২৪৩১)*।

عن ابى هريرة قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ شَهرًا قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَبَيْتُ ثُمَّ يَنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الاِنْسَانِ شَئٌ لاَيَبْلَى اِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দুটি ফুৎকারের মধ্য খানে ব্যবধান হবে চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল হে আবু হুরায়রা চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। অর্থাৎ আমি জানি না। তারা জিজ্ঞাসা করল চল্লিশ মাস? আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল চল্লিশ বছর? আমি জবাব দিতে অস্বীকার করি। অর্থাৎ আমি সে ব্যবধান সম্পর্কে কিছু অবগত নই। সুতরাং সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। তারপর আল্লাহ আকাশ হ'তে বৃষ্টি বর্ষণ করবে তখন মৃত দেহগুলি এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে যেমনভাবে বৃষ্টির পানিতে ঘাস লতা ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানব দেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলিন হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন সে হাড্ডী হ'তে গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৭)*। উদ্ধৃত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিঙ্গায় দুবার ফুৎকার দেওয়া হবে। দু ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। পানির মধ্যমে সবকিছু পুনরায় জীবিত হবে মেরুদণ্ডের

নিম্নাংশের হাড় কোনদিন নষ্ট হবে না। তা দ্বারা পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللهُ الاَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَ يَطْوِى السَمَاءِ بِيَمِيْنِه ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا المَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكَ الاَرْضِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জমিনকে মুষ্টির মধ্যে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহগণ কোথায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৮)*। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকবে। অহংকারী গৌরবীদের অপমান করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يَطْوِى اللهُ السَمَوَاتِ يَوْمَ القِيَامَة ثُمَّ يَأخُذُهُنَّ بِيَدِه اليُمْنىَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا المَلِكُ اَيْنَ الجَبَّارُوْنَ اَيْنَ المُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِى الاَرْضِيْنَ بِشِمَالِه–

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান সমূহকে গুটিয়ে নিবেন, অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ কোথায় দুনিয়ার অহংকারী, স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী বাদশাহগণ? অতঃপর জমিনসমূহকে বাম হাতে পেঁচিয়ে নিবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ حِبْرٌ مِنَ اليَهُوْدِ اِلىَ النَبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَمَوَاتِ يُوْمَ القِيَامَةِ عَلىَ اَصْبَعَ وَالاَرْضِيْنَ عَلىَ اِصْبَعَ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ عَلىَ اِصْبَعٍ وَالمَاءُ الثَرَاى عَلىَ اَصْبعٍ وَسَائِرِ الخَلْقِ عَلىَ اِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُوْلُ اَنَا المَلِكُ اَنَا اللهُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعَجُّبًا قَالَ الحِبْرُ تَصْدِيْقًا لَهُ–

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ইহুদী পাদ্রী নবী করীম (ছাঃ) এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আকাশ সমূহ এক আংগুলের উপর রাখবেন। জমিনসমূহ এক আংগুলের উপর রাখবেন, পর্বতসমূহ ও বৃক্ষরাজিকে এক আংগুলের উপর রাখবেন, পানি ও কাদা মাটিকে এক আংগুলের উপর রাখবেন এবং অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আংগুলের উপর রাখবেন। অতঃপর এ সমস্ত কিছুকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ আমি আল্লাহ। ইহুদীর কথা শুনে আশ্চার্য হয়ে আল্লাহর নবী হেসে উঠলেন, কারণ তার বক্তব্য রাসূল (ছাঃ) এর সত্যতা প্রমাণ করেছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯০)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, আল্লাহ্র অংগ প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এ কথা ইহুদীরাও বিশ্বাস করত। কিয়ামতের মাঠে অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাসককে অপমান করা হবে। কিয়ামতের মাঠ আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা ছাড়া আর কার কোন ক্ষমতা থাকবে না।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেওয়া হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯২)*।

কিয়ামতের নামসমূহ ও তার বিবরণঃ

কুরআনে কিয়ামতের প্রায় ২২টি নাম উল্লেখ রয়েছে। যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের নানা পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন।

(১) يوم القيامة কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ বলেন,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَّصُمًّا مَأْوهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا–

আর আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে উল্টা মুখে, অন্ধ, বোবা ও বধির করে টেনে নিয়ে আসব, তাদের চূড়ান্ত পরিণতি হবে জাহান্নাম। যতবার জাহান্নামের আগুণ তাদের উপর নিস্তেজ হয়ে আসবে ততবার আমি তেজস্বী করে তুলব *(ইসরাইল:৯৭)*।

মরণ একদিন আসবেই

عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ رِجَالاً وَرُكْبَانًا وَتَجُرُّوْنَ عَلىَ وُجُوْهِهُمْ–

বাহজ ইবনে হাকীম তার পিতার মধ্যস্ততায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পদব্রজ ও আরহন অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। নিশ্চয় তোমাদেরকে মুখের মাধ্যমে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে *(তিরমিযী হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৩১৪৩)*।

(২) اَلْيَوْمُ الْأَخِرُ শেষ দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَاِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

নিশ্চয় শেষ দিনটি চিরস্থায়ী দিন যদি মানুষ জানত *(আনকাবুত: ৬৩)*।

(৩) يوم الساعة অল্প সময়ের দিন। আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ– হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার *(হজ্জ: ১)*।

(৪) يوم البعث পুনরুত্থানের দিন। আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنكُمْ مِّنْ تُرَابٍ–

হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থানকে অস্বীকার কর তাহ'লে মনে রেখ আমি তোমাদেরকে মাটি হ'তে সৃষ্টি করেছি *(হজ্জ:৫)*। অর্থাৎ জড় বস্তু হতে যদি আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হই তা'হলে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

(৫) يوم الخروج বের হওয়ার দিন। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ–

সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে *(কালাম: ৪৩)*।

(৬) يوم القارعة মহা দূর্ঘটনার দিন। আল্লাহ বলেন, كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ–

ছামুদ এবং আদসম্প্রদায় মহা দূর্ঘটনার দিনকে অস্বীকার করেছে *(আলহাক্কাহ:৪)*।

(৭) يوم الفصل চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন। আল্লাহ বলেন, هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِه تُكَذِّبُوْنَ– এ হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন সেদিন চূড়ান্ত সত্যের দিনকে তোমরা অস্বীকার করছিলে *(ছাফফাত:২১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلُوْنَ–

এটাই হচ্ছেচূড়ান্ত বিচার দিবস যেখানে তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি *(মুরসালাত: ৩৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا নিশ্চয় এ চূড়ান্ত সত্য বিচার দিবসটি পূর্ব হ'তেই নির্ধারিত ছিল *(নাবা: ১৭)*।

(৮) يَوْمُ الدِّيْنُ বিচার দিবস বা প্রদিদানের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ وَمَا اَدْرِكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنُ ثُمَّ مَا اَدْرِكَ مَايَوْمُ الدِّيْنُ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذ لِلّه–

বিচার দিবসের দিন অপরাধিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে তারা অদৃশ্য হ'তে পারবে না। আপনি কি জানেন, বিচার দিবসের দিনটি কি? আবারও বলছি আপনি কি জানেন, বিচার দিবসের দিনটি কি? সেদিন এমন একদিন যেদিন কারও জন্য কারো কিছু করার সাধ্য থাকবে না এবং সেদিন ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে *(ইনফিতার: ১৩-১৯)*।

(৯) يَوْمُ الصَّاخَّة কানফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার দিন। আল্লাহ্ বলেন, فَاذَا جَائَتِ الصَّاخَّةُ অবশেষে যখন বিকট ও ভয়াবহ সেই কানফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে *(আবাসা: ৩৩)*।

(১০) يَوْمُ الطَّامَّةُ الْكُبْرى বিরাট ভয়াবহ দূর্ঘটনার দি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاذَا جَائَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى অতঃপর যখন সে ভয়াবহ মহাদূর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের দিনটি সংঘটিত হবে *(নাযিয়াত:৩৪)*। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর *(কামার: ৪৬)*।

(১১) يوم الحسرة দুঃখ, কষ্ট, আফসোস ও পরিতাপের দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ– আর আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে সাবধান করে দিন, যেদিন সব বিষয়ের মিমাংশা হয়ে যাবে। এখনও তারা অসাবধানতায় রয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না *(মারইয়াম ৩৯)*।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْد الْخُدرِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّة وَاَهْلُ النَّارِ يُجَاءُ بِالْمَوْت كَاَنَّهُ كَبْشٌ اَمْلَحُ فَيُوْقَفَ عَلَى السُوْرِ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ فَيُقَالَ يَااَهْلَ الْجَنَّةَ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَشرِفوُنْ وَيَنْظُرُوْنَ وَيُقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدَ رَآهُ فَيُؤْمَرُ به فَيَضْجَعُ فَيَذْبَحُ فَيُقَالُ يَااَهْلَ الْجَنَّة خُلُوْدُ بِلاَ مَوْت وَيَااَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ بِلاَ مَوْت ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ الله وَاَنذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة اِذْ قُضِىَ الاَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ وَاشَارَ بِيَدِه وَقَالَ اَهْلُ الدُنْيَا فِى غُفْلَة–

আবু সাঈদ খুরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন মরণকে সাদাকালো মিশ্রিত রংগের এক ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নাম জাননাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাঁড় করা হবে। এবং বলা হবে হে জান্নাতের অধিবাসী তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখবে এবং বলবে হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। অতঃপর বলা হবে হে জাহান্নামের অধিবাসী তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখে বলবে হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। তারপর তাকে শুয়ে দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে। এবং বলা হবে হে জান্নাতী তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাক আর কোন দিন মরণ হবে না। হে জাহান্নামী তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না। তারপর রাসূল (ছাঃ) অত্র আয়াতটি পড়লেন,

তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, দুনিয়াবাসীরা চায় অসাবধান থাকতে *(তিরমিযী হা/৩১৫৬)*।

(১২) يوم الغاشية আচ্ছন্নকারী ও মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةَ আপনার নিকট সে মহা প্রলয়ের আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের বার্তা কি এসেছে? *(গাশিয়া: ১)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَغْشهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ যেদিন শাস্তি তাদেরকে মাথার উপর ও পায়ের নীচে থেকে আচ্ছন্ন করে ঘিরে ধরবে *(আনকাবুত: ৫৫)*। অত্র আয়াতে কিয়ামতের এক কঠিন অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

(১৩) يَوْمُ الْحِسَابِ হিসাব, নিকাশ ও পরিমাপের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ- নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব নিকাশ ও পরিমাপের কঠিন দিনকে ভুলে ছিল (ছুয়াদ: ২৬)।

(১৪) يَوْمُ الْوَاقِعَةِ মহা দুর্ঘটনা বা মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে সেদিন তাকে ঠেকানোর কেউ থাকবে না *(ওয়াকিয়াহ: ১-২)*।

(১৫) يَوْمُ الْوَعِيْدِ ভীতি প্রদর্শনের দিন। আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدُ আর যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন হবে বড় ভীতি প্রদর্শনের দিন *(ক্বাফ: ২০)*।

(১৬) يَوْمُ الْاٰزِفَةِ অতীব সন্নিকটে শেষ বিচারের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ- আপনি তাদেরকে অতীব সন্নিকটে আসন্ন দিনের ব্যাপারে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগোত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে *(মুমিন:১৮)*। কিয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখে দম বন্ধ হয়ে আসবে।

মরণ একদিন আসবেই

(১৭) يَوْمُ الْجَمْعِ একত্রিত করার দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيْهِ আপনি মানুষকে একত্রিত করার দিনের ব্যাপারে সতর্ক করুন, যেদিন একদিন আসবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই *(সূরা শুরা: ৭)*। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্রে বলেন, ذلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ সেইদিন এমন একদিন যেদিন মানুষকে একত্রিত করা হবে *(হুদ: ১০৩)*।

(১৮) يَوْمُ الْحَاقَّةِ মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلْحَاقَّةُ مَاالْحَاقَّةُ وَمَاَادْرٰكَ مَاالْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ- মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি? হে নবী আপনি জানেন, মহাপ্রলয় কি? মহাপ্রলয়ের দিনকে ছামুদ ও আদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে। *(আলহাক্কাহ: ১-৪)*।

(১৯) يَوْمُ التَّلَاقِ পরস্পর মিলিত বা একত্রিত হওয়ার দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ যেন তিনি সে একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন *(গফির: ১৫)*। সেদিন আকাশ ও জমিনের সকল প্রাণী একত্রিত হবে। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক জায়গায় হবেন। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত একত্রিত হবে।

(২০) يَوْمُ التَنَادِ প্রচণ্ড ডাকের দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وياقوم انى اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنَادِ আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাঁক ডাকের দিনের আশংকা করছি। হিসাবের জন্য মানুষকে তার নাম ধরে ডাকা হবে। জান্নাতী জাহান্নামী উভয় পরস্পরকে ডাকবে *(মুমিন: ৩২)*।

(২১) يَوْمُ التَغَابنُ শেষ বিচার, পুনরুত্থান ও হার জিতের দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن সেদিন সমাবেশের দিন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন হার জিতের দিন *(তাগাবুন: ৯)*।

(২২) اُدْخُلُوْهَا يَوْمُ الْخُلُوْد চিরস্থায়ী থাকার দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, بِسَلَامٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্ত কাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন *(ক্বাফ: ৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكرى وَمَاهُمْ بِسُكرى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ– যেদিন তোমরা কিয়ামতের ভয়ংকর প্রকম্পন দেখবে, সেদিন দেখতে পাবে স্তন্যধাত্রী নিজের দুগ্ধ পোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতি নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা নেশাগ্রস্ত মনে করবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহ্র শাস্তি খুব কঠিন হওয়ায় মানুষের অবস্থা এরূপ হবে *(হজ্জ: ২)*।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامة يَاادَمُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعَدَيْكَ فَيُنَادى بِصَوْتٍ انَّ اللهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا الِىَ النَّارِ قَالَ يَارَبِّ وَمَابَعَثَ النَّارِ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْف اُرَاهُ قَالَ تِسْعُ مِأئَةٍ وَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ فَحِيْنَئِذ تَضَعُ الحَامِلُ حَمْلَهَا وَيُشِيْبُ الوَلِيْدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلٰكِنْ عَذَابُ اللهِ شَدِيْدٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَىَ النَّاسِ حَتّٰى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ فَقَالَ النبى صلى الله عليه وسلم مِنْ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ اَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالشَعْرَةِ السَودَاءِ فِى جَنْبِ الثَوْرِ الاَبْيَضِ اَوْكَالشَعْرَةِ البَيْضَاءِ فِى جَنْبِ الثَوْرِ الاَسْوَادَ وَاِنِّى لَارْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبْعَ اَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثُ اَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرُ اَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হ'তে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। ঐ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দেখ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন। তারপর বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লুম যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লুম যেমন। আর অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহ আকবার বললাম। তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা, আমরা বললাম আল্লাহ আকবার তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক তোমরাই হবে। তখন আমরা বললাম আল্লাহ আকবার *(বুখারী হা/৪৭৪১)*। অত্র হাদীছে বুঝা যায় কিয়মতের বিভিষিকাময় ও ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নারীদের গর্ভ খসে পড়বে। বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ দৃশ্য দেখে মানুষ বিবেক হারিয়ে ফেলবে তখন তাদের দেখে মনে হবে এরা নেশাগ্রস্ত। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, كل شئ هالك الاوجهه একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিত কিয়ামতের দিন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে *(কাছাছ:৮৮)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ طَرْفَ صَاحِبِ الصُوْرِ مُنْذُ وُكِّلَ بِه مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ العَرْشِ مَخَافَةً اَنْ يَأْمُرَ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْهِ طَرْفُهُ كَانَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَانِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় যখন থেকে ইসরাফীল (আঃ) কে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে তিনি আরশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। এ ভয়ে যে, তাকে সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে আর তাঁর দৃষ্টি তার নিকট ফিরে যাওয়ার মূহুর্ত সময় যেন দেরী না হয়। তাঁর চক্ষু দুটি যেন প্রস্তুতি নিয়ে থাকার

ব্যাপারে জ্বল জ্বলে উজ্জল তারা *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৩১২৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেদিন থেকে তিনি কিয়ামত সংঘটিত করার জন্য সিঙ্গায় ফুক দেওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেদিন থেকে আরশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিক্ষমান আছেন। তিনি মনে করেন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার আদেশপ্রাপ্ত হলে দৃষ্টি ফিরে আসার মত মুহূর্ত সময় দেরী করবেন না। চক্ষু দুটি খোলা অবস্থায় প্রস্তুতি নিয়ে থাকার ব্যাপারে জ্বলজ্বলে উজ্জল তারকার ন্যায়।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

اذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاذَا النُّجُوْمُ كَدرَتْ وَاذَا الْجبَالُ سُيِّرَتْ وَاذَا الْعشَارُ عُطِّلَتْ وَاذَا الْوُحُوْشُ حُشرَتْ وَاذَا الْبحَارُ سُجِّرتْ وَاذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ وَاذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئلَتْ بأَىِّ ذَنْب قُتلَتْ وَاذَا الصُّحُفُ نُشرَتْ وَاذَا السَّمَاءُ قُشطَتْ وَاذَا الْجَحيْمُ سُعِّرَتْ وَاذَا الْجَنَّةُ اُزْلفَتْ عَلمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ-

যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। যখন তারকাগুলি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যখন পর্বত সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে। যখন দশমাসের গর্ভবতি উটনীগুলি ছেড়ে দেয়া হবে যখন বন্য জন্তুগুলিকে চারিদিক হতে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে। যখন সমুদ্র সমূহে আগুন প্রজ্বলিত করা হবে। যখন প্রাণ সমূহকে দেহগুলির সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে। যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে। যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে। যখন আকাশের অন্ত রাল সরিয়ে ফেলা হবে। যখন জাহান্নামকে প্রজ্জলিত করা হবে আর জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে, তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি নিয়ে কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হয়েছে *(তাকবীর:১-১৪)*। অত্র আয়াতগুলিতে কিয়ামতের এক বাস্তব দৃশ্য পেশ করা হয়েছে।

قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ الى يَوْم القيَامَة كَاَنَّهُ رَاىَ عَيْن فَلْيَقْرَأْ اذَا الشَمْسُ كُوِّرَتْ واذَا السَّمَاءُ انْفطَرَتْ وَاذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বচক্ষে খোলাখুলিভাবে কিয়ামতের বিভিষিকাময় দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন নিম্নের সূরা তিনটি, সূরা

ইনশিক্বাক্ব, তাকবীর ও ইনফিতর তেলাওয়াত করে *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৩৩৩৩)*।

اذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاذَا الْكَوَاكبُ انْتَثَرَتْ وَاذَا الْبحَارُ فُجِّرَتْ وَاذَا الْقُبُوْرُ بُعْثرَتْ عَلمَتْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ-

যখন আকাশ সমূহ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। যখন সমুদ্রগুলিকে বিস্ফোরণ ঘঁটানো হবে এবং তাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করা হবে। যখন কবরগুলিকে খুলে দেয়া হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে*(সূরা ইনফিতার: ১-৫)*।

اذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاَذنَتْ لربِّهَا وَحُقَّتْ وَاذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذنَتْ لربِّهَا وَحُقَّتْ-

যখন আসমান বিদীর্ণ হবে এবং নিজ প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, আর তার জন্য এটাই যথার্থ যে, নিজ প্রতিপালকের আদেশ মান্য করবে। যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব বের করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। এভাবে সে আপন প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে আর এটাই তার জন্য যথার্থ যে, আপন প্রতিপালকের আদেশ মান্য করবে *(ইনশিক্বাক্ব:১-৫)*। অত্র সূরা সমূহে কিয়ামতের এক বাস্তব দৃশ্য পেশ করা হয়েছে। তাই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি আপন চোখে কিয়ামতের বাস্তব দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন অত্র সূরা তিনটি পড়ে।

كَلَّا اذَا دُكَّت الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجيْئَ يَوْمَئذٍ بجَهَنَّمَ يَوْمَئذٍ يَّتَذَكَّرُ الْانْسَانُ وَاَنى لَهُ الذِّكرَ-

কখনো নয়, পৃথিবীকে যখন ক্রমাগত কুটে কুটে ছিন্ন ভিন্ন ও টুকরা টুকরা করে দেওয়া হবে, এবং আপনার প্রতিপালক সন্মুখে আসবেন এ অবস্থায় যে, ফেরেশতা সমূহ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন এবং জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে, কিন্তু সেদিন চেতনা ফিরে কোন লাভ হবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের মাঠে কোন ভুলের সংশোধন হবে না *(ফজর: ২১-২৩)*।

অত্র আয়াত সমূহে কিয়ামতের এক পরিস্থিতি পেশ করা হয়েছে। সেদিন পৃথিবীকে কুটে কুটে বালু কণায় পরিণত করা হবে। সেদিন মানুষের প্রতিপালক মানুষের সন্মুখে আসবেন। সবাইকে আল্লাহ্র মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হবে সেখানে কোন দোভাষির প্রয়োজন হবে না। ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ থাকবেন। জাহান্নামকে মানুষের সামনে নিয়ে আসা হবে। সেদিন মানুষ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারবে। কিন্তু ভুলের কোন সংশোধন হবে না। কারণ সেদিন মানুষের কোন ক্ষমতা থাকবে না এবং কোন সহযোগী থাকবে না।

اذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحى لَهَا يَوْمَئِذ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُوْرَوْ أعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يره–

যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে কাপিয়ে তুলতো হবে, পৃথিবী নিজের মধ্যকার সমস্ত ভারী বস্তু বের করে দিবে, তখন মানুষ বলবে পথিবীর কি হয়েছে? সেদিন পৃথিবী নিজের উপর সমস্ত সংঘটিত কথা ও কর্মের বিবরণ দিয়ে দিবে। কারণ তার প্রতিপালক তাকে এভাবে বলার আদেশ করবেন। সেদিন লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আসবে, যেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়। অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে *(সূরা যিলযাল)* । অত্র সূরায় কিয়ামতের অবস্থা এবং কিয়ামতের মাঠে মানুষের এক বাস্তব অবস্থা পেশ করা হয়েছে।

সেদিন পৃথিবীকে তীব্রভাবে প্রকম্পিত করা হবে। পৃথিবী তার ভিতরের সব কিছু বাহিরে নিক্ষেপ করবে। সেদিন মানুষ হতবাক হয়ে বলবে পৃথিবীর কি হয়েছে? কেন আজ সে তার মধ্যকার সব বস্তু বের করে দিচ্ছে। মানুষ পৃথিবীর উপর যা কিছু করছে ও বলছে কিয়ামতের দিন সব কিছু পেশ করে দিবে। সেদিন মানুষ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছুটা-ছুটি করতে থাকবে।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأ رسو الله صلى الله عليه وسلم هَذه الاَيَةَ يَوْمَئِذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارَهَا قَالوُاْ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارُهَا اِنَّ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمةٍ بِمَا عَمَلَ عَلىَ ظَهْرِهَا تَقُوْلُ عَمَلُ يَوْم كَذَا وَكذَا فَهَذِهِ اَخْبَارهَا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা এ আয়াতটি يومئذ تحدث أخبارها তেলাওয়াত করলেন, তারপর বললেন, তোমরা কি জান? পৃথিবী সেদিন কি বিবরণ দিবে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) ভাল জানেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক দাস-দাসী পৃথিবীর উপর যে সব কথা ও কর্ম ঘটিয়েছে পৃথিবী সেদিন তার স্বাক্ষি পেশ করবে। পৃথিবী বলবে ওমক ওমক ব্যক্তি ওমক স্থানে এ কর্ম ঘটিয়েছে। এটাই হচ্ছে তার বিবরণ *(তিরমিযী হা/৩৩৫৩)*।

القارعة ماالقارعة وماادراك ماالقارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة الراضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وماادراك ماهى نارحامية–

ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কি সে ভয়াবহ দূর্ঘটনা? হে নবী, আপনি কি জানেন, ভয়াবহ দূর্ঘটনা কি? তা হচ্ছে এমন একদিন যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের ন্যায় হবে। পাহাড়গুলি রংবেরং এর ধুনিত পশমের ন্যায় হবে। অতঃপর যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে তার জীবিকা নির্বাহ হবে অতীব সুখ স্বাচ্ছন্দময় আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে তার আশ্রয়স্থল হবে অতীব গভীর গহ্বর। হে নবী আপনি কি জানেন, অতীব গভীর গহ্বর কি? তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুণ *(ক্বারীয়াহ)*। অত্র আয়াত সমূহে কিয়ামতের এক বাস্তব ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে।

ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التى تؤويه–

তখন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞাসা করবে না। অথচ তারা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাবে। অপরাধী লোক চাইবে সেদিনের আযাব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও তাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবারকে বিনিময় দিতে *(মা'আরিজ: ১০-১৩)*।

فاذا جائت الصاخة يوم يفر المرأ من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرأمنهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة ائلك هم الكفرة الفجرة–

অবশেষে যখন কান ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে। তাদের প্রত্যেককে সেদিন এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি করা হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারও প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মত অবস্থা থাকবে না। সেদিন কতক মুখ ঝকমকে হাসি খুশী ও আনন্দে উজ্জল হবে। আবার কতক মুখ ধুলামলিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। এরাই হচ্ছে কাফের ও পাপাচার *(আবাসা: ৩৩-৪২)*।

عَنْ اِبْنِ عَباسٍ عَنِ النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ اَيَرَى بَعْضُ عَوْرَةَ بَعْضٍ قَالَ يَافُلاَنَةُ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنُ يُغْنِيْهِ–

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের মাঠে মানুষকে খালী পায়ে, নগ্ন অবস্থায়, খাৎনা বিহীনভাবে একত্রিত করা হবে। একজন মহিলা বলল, হে রাসূল! তারা কি এক অপরের লজ্জাস্থান দেখতে পাবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে মহিলা! মনে রেখ, তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন ভয়াবহ বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারও প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত অবস্থা থাকবে না *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৩৩৩২)*।

কিয়ামত জুমআর দিন সংঘটিত হবেঃ

عَنْ اَبِىهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيْهِ خَلَقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَامِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِىَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجَمْعَةِ مِنْ حِيْنَ تُسْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مُشْفِقًا مِنْ السَاعَةِ اِلاَّ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا اِلاَّاَعْطَاهُ اِيَّاهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিন অপেক্ষা জুমআর দিন উত্তম। তাতেই আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তার তাওবা কবুল করা হয়েছে, এদিনেই তাকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এ দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এদিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে জুমআর দিন ফজর হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণী চিৎকার করতে থাকে। জুমআর দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান তার ছালাত আদায় করা অবস্থায় পায় এবং আল্লাহর নিকট কিছু চায় তা'হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তা দান করেন *(আবুদাউদ, হাদছি ছহীহ আলবানী, মিশকাত হা/১২৮০)*। উদ্ধৃত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কিয়ামত জুম'আর দিন সকালে সংঘটিত হবে।

হাশরের বর্ণনাঃ

কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকে একস্থানে একত্রিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আর কিয়ামতের দিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব *(আন'আম: ২২)*। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا আমি তাদের একত্রিত করব এবং তাদের কাওকেও ছেড়ে দিব না *(কাহ্ফ: ৪৭)*।

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعَدٍ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرًا كَقُرْصَةِ النقِىٍّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لاَحْدٍ–

সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন,রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে লাল শ্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতল ভূমিতে একত্রিত করা হবে যেন তা পরিস্কার আটার রুটির মত। সেদিন কারো কোন বিশেষ পরিচিতি থাকবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৮)*। মানুষকে সমতল জমিনে একত্রিত করা হবে কোন মানুষের বিশেষ কোন পরিচিতি থাকবে না। ধনী-গরীব রাজা-প্রজা সব সমান।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَكُوْنُ الاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفُأُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفأُ اَحْدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَفَرِ

মরণ একদিন আসবেই

نُزلاً لاَهْلِ الجَنَّة فَاَتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا القَاسِمِ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الجَنَّة يَوْمَ القِيَامَة قَالَ بَلىَ قَالَ تَكُوْنُ الاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم فَيَنْظُرُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم اِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاِدَامِهِمْ بَالاَمُ وَالنُّوْنُ قَالُوْا وَمَا هذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়ার এ জমিনটি হবে একটি রুটির ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা হাতের মধ্যে নিয়ে এমনভাবে উলট পালট করবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় তাড়হুড়া করে এ হাতে সে হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে এবং সে রুটি দ্বারা জান্নাতীদের আপ্যায়ন করা হবে। নবী করীম (ছাঃ) এর আলোচনা এ পর্যন্ত পৌঁছামাত্র জনৈক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম! রহমান, আপনার কল্যাণ করুন। আমি আপনাকে বলি আমাদের তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদেরকে কি বস্তু দ্বারা সর্বপ্রথম আপ্যায়ন করা হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ বল। সে বলল, এ জমিন হবে একটি রুটি। যেরূপ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, ইহুদীর কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে গেল। তার পর ইহুদী বলল আমি আপনাকে বলি তাদের সে খাদ্যের তরকারী কি হবে? তা হবে বালাম ও নূন। ছাহাবগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এ আবার কি? সে বলল, ষাঁড় ও মাছ। সে দুটির কলিজার উপরের বাড়তি যে গোশত তা হবে সত্তর হাজার লোকের খাদ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৯)*। ইহুদীর কথাটি হুবাহু আল্লাহর নবীর কথার সমর্থন ছিল। তাই তিনি হেসে উঠেছিলেন। হিব্রু ভাষায় গরুকে বালাম বলে। পৃথিবী জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হবে। আর তা হবে রুটি। এ রুটি আল্লাহ নিজে হাতে বানাবেন। মাছ এবং গরুর কলিজা হবে তরকারী।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحْشَرُ الناسُ عَلىَ ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاِثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلَثَةٌ عَلىَ بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ

عَلَى بَعِيْرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسُوْا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের হাশর হবে। (১) এক শ্রেণীর হবে জান্নাতের আশা আকাংখা পোশনকারী এবং জাহান্নামের ব্যাপারে হবে ভীতসন্ত্রস্ত (২) আর এক শ্রেণীর লোক হবে উটের ওপর আরহী কোন এক উটের উপর ২জন কোন এক উটের উপর তিনজন, কোন এক উটের উপর চারজন এবং কোন এক উটের উপর ১০জন পালাক্রমে আরহন হবে। (৩) বাকী লোক গুলিকে আগুণ একত্রিত করবে। দিনের বেলায় তারা যেখানে অবস্থান করবে আগুণও সেখানে অবস্থান করবে। তারা রাতে যেখানে অবস্থান করবে, আগুণও রাতে তাদের সংগে অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে আগুণও তাদের সংগে সেখানে থাকবে। অর্থাৎ আগুণ তাদের সংঘ হ'তে পৃথক হবে না *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৫৩০০)*। বিভিন্ন হাদীছ অনুযায়ী বুঝা যায় আগুণ মুষকে দুবার একত্রিত করবে (১) কিয়ামতের পূর্বে মুহূর্তে কিয়ামতের মাঠে। কবর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আগুণ কাফেরদেরকে কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করবে। অত্র হাদীছের প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলি সবচেয়ে ভাল, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলি তার চেয়ে কম।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَة حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَارَسُوْلَ الله الرِجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلىَ بَعْضٍ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلىَ بَعْضٍ–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! নারী-পুরুষ সকলেই একত্রিত হবে এবং একজন কি আর একজনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর এত ভয়াবহ বিভীষিকাময় হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশই পাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০২)*। হাদীছে বুঝা গেল যে, কিয়ামতের মাঠে কারো পায়ে জুতা-সেণ্ডেল থাকবে না, কারো পরণে কাপড় থাকবে না,

কারো খাতনা দেওয়া থাকবে না। নারী, পুরুষ সকলেই একত্রিত অবস্থায় থাকবে। আয়েশা (রাঃ) ধারণা একজন অপরজনের লজ্জাস্থান দেখবে। যা তিনি খুব কঠিন মনে করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আয়েশা কিয়ামতের অবস্থা খুবই বিভীষিকাময়, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দিবে এরূপ অনুভূতি মানুষের থাকবে না।

عَنْ اَنَسٍ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَانَبِى اللهِ كَيْفَ يُحْشَرَ الْكَافِرُ عَلَىَ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِى اَمْشَاُه عَلَىَ الرِجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَمْشِيَهُ عَلَىَ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে একত্রিত করা হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম, তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম হবেন না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৩)*। কিয়ামতের মাঠে এ এক ভয়াবহ আশ্চার্য দৃশ্য যে পাপি লোকেরা মুখের মাধ্যমে চলাচল করবে।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ يَلْقَى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَىَ وَجْهِهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبْرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اَنْ لاَ تَعْصِنِى فَيَقُوْلُ لَهُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لاَاَعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِى اَنْ لاَتُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَاىُّ خِزىٍّ اَخزَى مِنْ اَبِى الاَبْعَدِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالىَ اِنِّ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلىَ الكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ لِاِبْرَاهِيْمَ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُتَلَطِّخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাত পাবেন। তখন আযরের চেহারা হবে কাল ধুলাবালি মিশ্রিত। তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে দুনিয়াতে বলিনি, যে, আপনি আমার কথা অমান্য করবেন না? তখন তাঁর পিতা তাঁকে বলবে, আজ আমি তোমার কথা অমান্য করব না। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ওয়াদা দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমান করবেন না। অথচ আজ আমার পিতা আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত; সুতরাং এর চেয়ে অধিক অপমান আর কি হ'তে পারে? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)কে বলা হবে, আপনি আপনার পায়ের নীচের দিকে দেখুন। তিনি সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হঠাৎ দেখবেন যে, তাঁর সন্মুখে কাদা-গবরে লণ্ড-ভণ্ড শৃগাল আকৃতির একটি নিকৃষ্ট প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। তখনই তার চার পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৪)*।

নবীগণের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ) একজন খুব বেশি সম্মানী নবী। আল্লাহ তাকে দোস্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিয়ামতের মাঠে তাঁকে অপমান করবে না বলে ওয়াদা দিয়েছেন। কিয়ামতের মাঠে তাঁকে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে। এত বড় মান-মর্যাদা থাকা সত্তেও কিয়ামতের মাঠে তাঁর পিতার এক ক্ষুদ্র কণা সমপরিমাণ উপকার করতে পারবেন না। অথচ তিনি উপকার করার জন্য জানে প্রাণে চেষ্টা করবেন। তা'হলে পীর-মাশায়েখ ও বুজুরগানেদিন কি কিয়ামতের মাঠে কোন উপকার করতে পারবেন? এমন ধারণা পোষণ করাই চরম বোকামী।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبُ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَتَلْجَمَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ اذَانَهُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করী (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে। এমনকি তাদের ঘাম জমিনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে, এমনকি ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছবে, ঘাম তাদের লাগামে পরিণত হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৫)*।

عن المقداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مَيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مِنْ يَكُوْنُ اِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلىَ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلَى حَقْيَوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجَمَهُمْ الْعَرَقُ الْجَامًا وَاَشَارَ رسولُ اللهِ بِيَدِهِ اِلَى فِيْهِ-

মিক্‌দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি নিকটে করে দেওয়া হবে। এমন কি সূর্য প্রায় এক মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। তখন মানুষ সূর্যের তাপে আপন আপন আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কারো টাখনু পর্যন্ত হবে, কারো হাটু পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, আর কারো জন্য এ ঘাম লাগাম হয়ে যাবে। এ কথাটি বলে নবী করীম নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইংগিত করলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৬)*।

উদ্ধৃত হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে পুনরায় মানুষের নিকটে নিয়ে আসা হবে। সূর্যের তাপে মানুষের গায়ের ঘাম মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ তার পাপ অনুসারে ঘামের মধ্যে পতীত হবে। যারা সবচেয়ে বেশি পাপী তাদের ঘামে তারা হাবুডুবু খাবে। তাদের ঘাম লাগামের ন্যায় মুখে ঢুকে যাবে। কিয়ামতের এক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يَدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ–

যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে এবং মানুষকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, তখন তারা সিজদা করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি নীচু হবে। অপমান-অপদস্ত তাদের উপর ছেয়ে যাবে। তারা যখন দুনিয়াতে সুস্থ নিরাপদ ছিল তখনও তাদেরকে সিজদা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল *(কালাম:৪২-৪৩)*। অতএব আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ আবার মানুষকে ছালাত আদায় করতে বলবেন। আর যে লোকগুলি ছালাত আদায় করতে পারবে না। তারা বড় লাঞ্ছিত হবে।

عَنْ اَبِى سَعِدِ الْخُدْرِى قَالَ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلَ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِه فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةَ وَيَبْقَى مِنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيُعُوْدُ ظَهْرَهُ طَبْقاً وَاحِدً–

আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন যখন আমাদের প্রতিপালক পায়ের গোছা প্রকাশ করবেন,

মরণ একদিন আসবেই

তখন ঈমানদার নারী পুরুষ সকলেই তাকে সাজদা করবে। আর বিরত থাকবে ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও লোক সমাজে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য সাজদা করত, তারা সাজ্‌দা করতে চাইবে, কিন্তু তাদের পিঠ ও কোমর একটি কাঠ ফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৫৩০৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের মাঠে কোন এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা সাজদা করার আদেশ করবেন। তখন সকলেই সাজ্‌দা করার চেষ্ট করবে কিন্তু মুমিন নারী পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ সাজ্‌দা করতে পারবে না। কারণ তাদের কোমর পিঠ শক্ত হয়ে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ ان النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ اَحْدٌ يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الاَّ هَلَكَ قُلْتُ اَوَلَيْسَ يَقُوْلُ الله فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يِسِيْرًا فَقَالَ اِنَّمَا ذَلِكَ العَرْضُ وَلِكِنْ مَنْ نُوْقِشَ فِى الحِسَابِ يَهْلِكُ–

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি খাঁটি মুমিনদের সম্পর্কে বলেন নি- অচিরেই তাদের নিকট হ'তে সহজ হিসাব নেওয়া হবে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, মুমিনদেরকে হিসাবের খখোমুখি করা হবে মাত্র। তবে যার হিসাব পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হবেই *(বুখারী, মুসিলম, মিশকাত হা/৫৩১৫)*। অত্র হাদীছে বুঝা যায় মুমিনের হিসাব সহজ হবে। যার হিসাব তন্ন তন্ন করে নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে।

عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمِ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مْنكُمْ مِنْ اَحَدِ الاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمُانٌ وَلاَحِجَابٌ يِحْجِبُهُ يَنْظُرَ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى الاَّ مَاقَدَّمَ مِنْ عَمَلِه وِيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرِىَ الاَّ مَاقَدَّمَ يَنْظُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرِى الاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْبِشِقِّ تَمِرَةٍ–

'আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তোমাদের প্রতিপালক সামনা-সামনি কথা বলবেন, ব্যক্তিও তার প্রতিপালকের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না এবং এমন কোন পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড় করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে তখন তার

পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকালে তখনও পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আর সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না যা একেবারেই মুখের সামনে অবস্থিত। সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে হ'লেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর, বা খেজুরের ছাল সমপরিমাণ হ'লেও জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচার চেষ্টা কর *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৬)*। হাদীছে বুঝা গেল নিজের পাপ-পূণ্যের হিসাব দেওয়ার জন্য সকলকেই আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হবে। মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। জিজ্ঞাসার সময় নিজ নিজ কর্ম ডানে ও বামে থাকবে। সামনে জাহান্নাম থাকবে। এ হচ্ছে জিজ্ঞাসা করার সময়ের পরিস্থিতি। তখন অবস্থা কত ভয়াবহ হবে তা মুখে ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ জন্য যে কোন মূল্যে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিৎ।

عن ابى هريرة قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة هل تضارون فى روية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة قالوا لا قال فهل تضارون فى روية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة قالوا لا قال فوالذى نفسى بيده لاتضارون فى روية ربكم الا كما تضارون فى روية احدهما قال فيلقى العبد فيقول اى فل الم اكرمك واسودك وازوجك واسخرلك الخيل الابل واذرك تراس وتربع فيقول بلى قال فيقول افظننت انك ملاقى فيقول لا فيقول فانى قد انساك كما نسيتنى ثم يلقى الثانى فذكر مثله ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب امنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع فيقول ههنا اذا ثم يقال الانبعث شاهد عليك ويتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد على فيختم على فيه ويقال لفخذه انطق فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذى سخطه الله عليه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি

বললেন, দুপুরের সময় মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে পরস্পরে বাধা সৃষ্টি হয়? ছাহাবীগণ বললেন, না। তিনি আরও বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণ চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন প্রকারের অসুবিধা হয়? তাঁরা বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, সে মহান আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! এ দুটির কোন একটিকে দেখতে যে পরিমাণ অসুবিধা হয়, তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে সে পরিমাণ অসুবিধা হবে না। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তখন আল্লাহ কোন এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে ওমুক! আমি কি তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? আমি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে অনুগত করে দিই? আমি কি তোমাকে সরদারী দান করিনি? আমি কি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমাকে এ সুযোগ দি নি যে, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিবে এবং তাদের নিকট হ'তে এক চতুর্থাংশ মাল ভোগ করবে। বান্দা বলবে হে প্রতিপালক! হ্যাঁ আমি এসব পেয়েছি। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি, তোমার কি এ ধারণা ছিল যে, তুমি আমার সাক্ষাত লাভ করবে? বান্দা বলবে না। এবার আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে ছিলে, আজ আমিও অনুরূপভাবে ভুলে থাকব। তারপর আল্লাহ অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেও অনুরূপ বলবে। তারপর আর এক ব্যক্তিকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করবেন, সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার প্রতি তোমার কিতাবের প্রতি এবং তোমার সমস্ত নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছি। ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি এবং দান ছাদকা করেছি। মোট কথা সে সাধ্যমত ভাল কাজের একটি তালিকা আল্লাহর সামনে তুলে ধরবে। তখন আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা তুমিতো তোমার কথা বললে, এখন এখানেই দাঁড়াও, এক্ষুণি তোমার ব্যাপারে স্বাক্ষী উপস্থিত করছি। এ কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে এমন কে আছে যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে? অতঃপর তার মুখে মোহর লাগানো হবে এবং তার উরু-রানকে কথা বলতে বলা হবে, রান তুমি কথা বল, তখন রান, হাড় গোশত প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে তারা যে যা কর্ম করেছিল তাই বলবে। তার মুখে মোহর লাগিয়ে তার অংগ প্রতঙগ হ'তে এ জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যেন সে বান্দা কোন ওযর আপত্তি পেশ করতে না পারে। বস্তুত যার কথা আলোচনা করা হ'ল সে হ'ল

মুনাফিক এবং এ কারণেই আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩২১)*। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلِهِمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ– আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাতগুলি আমাদের সাথে কথা বলবে আর তাদের পা গুলি সাক্ষ্য দিবে যে, তারা দুয়িয়ায় কি উপার্জন করছিল। *(ইয়াসীন: ৬৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتِهِمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعملُوْنَ–

যেদিন তাদের মুখ, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে *(নূর: ২৪)*।

حَتَّى اَذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

এমনকি তারা যখন তার নিকট উপস্থিত হবে, তাদের কান, তাদের চক্ষু এবং তাদের চামড়াও তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে *(হা-মীম সাজদা: ২০)*। অত্র হাদীছ এবং আয়াত সমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষের অংগপ্রতংগ তার ভাল-মন্দ কর্মের সাক্ষ দিবে। আর এটা হবে মানুষকে অপমান করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ وَعَدَنِى رَبِّى اَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى سَبْعِيْنَ اَلْفاً لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَعَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّى–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতিপালক আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্যে হ'তে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের কোন হিসাব হবে না, তাদের কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তারপর আমার প্রতিপালকের তিন অঞ্জলী মানুষকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত আলবানী হা/৫৫৫৬)*। অত্র হাদীছ

মরণ একদিন আসবেই

দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ বহু মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লার অঞ্জলীতে কত মানুষ জান্নাতে যাবে একথা মানুষ জানে না।

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امتى على رؤس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجيلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتى الحافظون فيقول لا يارب فيقول افلك عذر قال لا يارب فيقول بلى ان تك عندنا حسنة وانه لا ظلما عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لااله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول انك لاتظلم قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشب السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شئ–

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনগণের সামনে উপস্থিত করা হবে, যার আমল নামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আচ্ছা বল দেখি তুমি এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লিখক ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতিঅত্যাচার করেছে? সে বলবে, না হে আমার প্রতিপালক। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তবে তোমার পক্ষ হ'তে কোন আপত্তি পেশ করার আছে কি? সে বলবে হে আমার প্রতিপালক কোন আপত্তি নেই। তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ এ তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। তারপর এক টুকরা কাগজ বের করা হবে যাতে রয়েছে اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله আমি স্বাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার দাস ও রাসূল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওজন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! ঐ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবেলায় এ এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোন অবিচার করা হবে না। নবী

করীম (ছাঃ) বললেন, অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরগুলি এক পাল্লায় রাখা হবে এবং ঐ কাগজের টুকরা খানি আর এক পাল্লায় রাখা হবে। তখন দফতরগুলির পাল্লা হালকা হয়ে উপরে যাবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হয়ে নীচের দিকে ঝুকে থাকবে। মোটকথা আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোন জিনিস ওজনী হ'তে পারবে না *(মিশকাত হা/৫৩২৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে নবীকে নবী হিসাবে স্বীকার করে, অত্র কালেমা পাঠ করবে তার জন্য কিয়ামতের মাঠে সফলতা রয়েছে। আর এ বিষয়টি জনসন্মুখে দেখানোর কারণ হচ্ছে কালেমার ওজন দেখে ঈমানদারগণ খুশী হবেন এবং কাফেররা অনুতপ্ত হবে- কেন তারা এ কালিমা হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের মাঠে তিনটি স্থান রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে স্বরণ করতে পারবে না, এমন কি রাসূল (ছাঃ)ও কাউকে স্বরণ করতে পারবেন না। মানুষের গুনাহ ও নেকী ওজনের সময় মানুষ বেখিয়াল চেয়ে থাকবে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয় না পাপের পাল্লা ভারী। (২) আমলনামা হাতে দেওয়ার সময় মানুষ বিবেক হারা হয়ে চেয়ে থাকবে আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে না বাম হাতে দেওয়া হবে। কারণ ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হ'লে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে। আর বাম হতে আমলনামা দেওয়া হ'লে জাহান্নামে যেতে হবে। (৩) জাহান্নামের উপর চুলের মত সরু রাস্তা নির্মাণ করা হবে, যার দুধারে লোহার বাঁকা আঁকরা দেওয়া থাকবে। যারা যত ভাল হবে তারা তত দ্রুত পার হয়ে যাবে। অপরাধিরা তাতে বেঁধে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

عن عائشة قالت جاء رجل فقعد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لى مملوكين يكذبوننى ويخونوننى ويعصوننى واشتمهم واضربهم فكيف انا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وان كان عقابك اياهم دون ذنبهم كان فضلا لك ان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرأ قول الله تعالى

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل يا رسول الله ما اجد لى ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم اشهدك انهم كلهم احرار–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে বসল, এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কতিপয় গোলাম আছে। তারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মাল সম্পদ খিয়ানত করে এবং আমার আদেশের অমান্য করে তাই আমি তাদেরকে গাল-মন্দ করি এবং মারধরও করি। কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কি হবে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন গোলামদের মিথ্যা কথা, খিয়ানত, নাফারমানী এবং তোমার শাস্তি দেওয়া সবকিছুর হিসাব নেওয়া হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের সমান হয়, তখন ব্যাপার সমান সমান থাকবে। তুমি নেকীও পাবে না এবং তোমাকে কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তখন তুমি নেকী পাবে আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয় তখন গোলামদের জন্য তোমাকে শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এ সমস্ত কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে বসল এবং চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর এ বাণীটি পড়নি?

وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُوْا نَفْسٌ شَيْئاً اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ–

কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় ও নির্ভুল ওজনের পাল্লা স্থাপন করব এবং কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না। যদি কারো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থি করব, আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ঠ *(আমবিয়া:৪৭)*। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার গোলামদেরকে মুক্ত করা অপেক্ষা আর কিছু উত্তম দেখছি না। আমি আপনাকে স্বাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের সকলকে মুক্ত করে দিলাম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩২৬)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, অধিনস্ত লোকের ব্যাপারে মালিককে কঠোর জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হ'তে

হবে। অন্যায় কিছু করলে অধিনস্ত লোকের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশোধ নিবেন।

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ سَمعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِى بَعْضِ صَلاَةَ اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِى حسَاباً يَسِيْرًا قُلْتُ يَانَبِىَ الله مَا الحِسَابُ اليَسِيْرُ قَالَ اَنْ يَنْظُرَ فِى كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ اَنَّهُ مَنْ نُوقِشُ الحِسَابُ يَؤْمَئذٍ يَاعَائِشَةُ هَلَكَ–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কোন কোন ছালাতে রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন اَللَّهُمَّ حَسِبْنِىْحِسَبَابًا يَسِيْرًا হে আল্লাহ আমার নিকট হ'তে সহজ হিসাব নিও। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, মানুষের আমলনামা কৃত গুনাহ সমূহ দেখা হবে তারপর তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। হে আয়েশা! জেনে রেখ, সে দিন যার হিসাব যাচাই বাছাই করে পংখানু পংখরূপে নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ আলবানী মিশকাত হা/৫৩২৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাতের বাহিরে বা ছালাতের মধ্যে কুরআন তেলওয়াতের সময় পরকালীন হিসাবের আয়াত আসলে অত্র দোআটি পড়া ভাল। দোআটি সূরা গাশিয়ার সাথে খাস নয়। সহজ হিসাব হচ্ছে পাপ দেখার পরেও কঠোরভাবে যাচাই বাছাই করে হিসাব না নেওয়া। বরং ক্ষমা করে দেওয়া। কারণ যার যাচাই বাছাই করে হিসাব নিবে ন সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে।

عَنْ اَبِى سَعِيدِ الخدرى اَنَّهُ اَتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَخبِرْنِى مَنْ يَقْوِى عَلىَ القِيَام يَوْمَ القَيَامَة الذى قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَاسُ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلىَ المُؤْمِنِ حَتَّى يَكُوْنُ عَلَيْهِ كَالصَّلاَةَ المَكْتُوْبَةِ–

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে সেদিন সম্পর্কে বললেন, যে দিনের ব্যাপারে মহাপরাক্রমাশালী আল্লাহ বলেছেন, 'সেদিন সমস্ত মানুষ উভয় জগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। এবার আমাকে বলুন, সেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সাধ্য কার হবে? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঈমানদারের সামনে সে দিনের ভয়াবহতা একেবারেই হালকা করা হবে। এমনকি ঐ দিন মুমিনের জন্য একটি ফরয ছালাত আদায়ের সময়ের ন্যায় মনে হবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত*

হাদীছ ছহীহ)।অত্র হাদীছে বুঝা গেল কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা এবং ভয়াবহ দৃশ্য মুমিনের জন্য কঠিন হবে না। তাদের নিকটে হিসাব নিকাশের সময় খুব কম বলে মনে হবে। তাদের হিসাব খুব সহজেই হবে। আর সে দিনের সময় সীমার পরিমাণ হ'ল ৫০ হাজার বছরের সমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*।

হাউজে কাওছার ও শাফাআতের বিবরণঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, انا اعطينك الكوثر নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি।

عَنَ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسو الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ فِى الجَنَّةِ اذَا اَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّوْرِ المُجُوَفِّ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبْرِئِيْلُ قَالَ هَذَا الكَوْثَرُ الذِى اَعْطَاكَ رَبُّك فَاِذَا طِيْنُهُ مِسْكُ اَذْفَرُ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মেরাজের রাতে জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি একটি নহরের নিকট উপস্থিত হ'লাম, যার উভয় পার্শ্বে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বদ সাজানো রয়েচে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরাইল এটা কি? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে সেই কওছার যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন । তার মাটি মেশকের ন্যায় সুগন্ধময় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৩৩১)*।

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءَ وَمَاءُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السّمَاءِ مَنْ يّشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَاءُ اَبَدًا–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমাণ এবং চতুর্দিকও সমপরিমাণ। আর তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা। এবং তার ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খশবুদার, আর তার পান পাত্র সমূহ আকাশের তারকার চেয়ে অধিক উজ্জল। যে ব্যক্তি সেখান হ'তে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩২)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حَوْضِىْ اَبْعَد مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدْنٍ لَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَاَحْلى منض الْعَسْلِ بِاللَّبَنِ وَلَاَنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَاَنِّى لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اَبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِه قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَاءُ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرُدُوْنَ عَلى غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার হাউযের দূরত্ব আয়লা ওআদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হ'তেও বেশি। তার পানি বরফের চেয়ে অধিক সাদা এবং দুধ মিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্টি। তার পানপাত্র আকাশের তারকার চেয়ে বেশি। আর আমি আমার হাউযে অন্যান্য সম্প্রদায়কে আসতে তেমনিভাবে বাধা দিব যেমনভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজের হাউয হ'তে বাধা দিযে থাকে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সে দিনকি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ চিনতে পারব। তোমাদের জন্য বিশেষ চিনহ থাকবে, যা অন্য কোন উম্মতের থাকবে না। তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখ এবং হাত-পা ওযূর কারণে উজ্জল থাকবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৩)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِنِّى فَرَطُكُمْ عَلى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلىَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّى فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ-

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের আগেই হাউযের নিকট পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছবে সে তার পানি পান করবে। আর যে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। আমার নিকট এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব এরাতো আমার উম্মত, তখন আমাকে বলা হবে আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে তারা কত যে, নূতন নূতন মত ও পথ

আবিস্কার করেছে। এ কথা শুনে আমি বলব যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে তারা এখান থেকে দূর হউক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৪)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যারা দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করছে, এবং ইবাদতের নামে নানাভাবে বিদআত চালু করছে তারা কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর দয়া পাবে না এবং রাসূল (ছাঃ)ও তাদের জন্য শাফ'আত করবেন না। কাউছারের পানি পান করার সুভাগ্য হবে না।

عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون ادم فيقولون انت ادم ابوا الناس خلقك الله بيده واسكنك جنته واسجد لك ملئكته وعلمك اسماء كل شئ اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التى اصاب اكله من الشجرة وقدنهى عنها ولكن ائتوا نوحا اول نبى بعثه الله الى اهل الارض فياتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التى اصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائتوا ابراهيم خليل الرحمن قال فيأتون ابراهيم فيقول انى لست هناكم ويذكر ثلث كذبات كذبهن ولكن ائتوا موسى عبدا اتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول انى لست هناكم ويذكر خطيئته التى اصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتونى فاستأذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليه فاذا رايته وقعت ساجدا فيدعنى ماشاء الله ان يدعنى فيقول ارفع محد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسى فاثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحدلى حدا فاخرج فاخرجهم من النار وادخلهم الجنة ثم اعود الثانية فاستأذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليه فاذا رأيته وقعت ساجدا فيدعنى ما شاء الله ان يدعنى ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسى فاثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحدلى حدا فاخرج

فاخرجهم من النار وادخلهم الجنة ثم اعود الثالثة فاتأ على ربى فى داره فيؤذن لى عليه فاذا رأيته وقعت ساجدا فيدعنى ماشاء الله ان يدعنى ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسى فاثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحدلى حدا فاخرج فاخرجهم من النار وادخلهم الجنة حتى مايبقى فى النار الا قد حبسه القران اى وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الاية عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذى وعده نبيكم–

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনদেরকে হাশরের ময়দানে আটক করে রাখা হবে। এতে তারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে কারও দ্বারা সুপারিশ করাই তাহ'লে হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থা হ'তে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা আদম (আঃ) এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি সকল মানুষের পিতা, আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন, ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়েছেন এবং সমস্ত জিনিসের নাম শিখিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক স্থান হ'তে মুক্তি দিয়ে প্রশান্তি দান করেন। তখন আদম (আঃ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তখন তিনি গাছ হ'তে ফল খাওয়ার গোনাহের কথা স্বরণ করবেন যা তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল। তিনি বলবেন, তোমরা নূহ (আঃ)-এর নিকট যাও, তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীতে প্রথম নবী। অতঃপর তারা সকলেই নূহ (আঃ)-এর কাছে যাবে। তখন নূহ (আঃ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তাঁর ঐ গুণাহের কথা স্বরণ করবেন, যা তিনি নিজের ছেলে (কেনান) পানিতে ডুবার ব্যাপারে তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আর এ প্রার্থনা তিনি না জানা অবস্থায় করেছিলেন,। ঐ সময় তিনি বলবেন, বরং তোমরা আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট যাও। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট আসবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। এবং তিনি তাঁর তিনটি বাহ্যিক মিথ্যা উক্তির কথা স্বরণ করবেন এবং বলবেন, তোমরা মূসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহর

এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ 'তাওরাত' দান করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য দান করে রহস্যের অধিকারী করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তারা মূসা (আঃ)-এর নিকট আসবে, ঐ সময় তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তখন তিনি একটি লোককে হত্যার গুনাহের কথা স্বরণ করবেন যা তাঁর হাতে ঘটেছিল। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল তিনি তাঁর আদেশক্রমে দুনিয়াতে এসছিলেন। তিনি তাঁর পক্ষ থেকেই মায়ের পেটে জন্ম লাভ করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তারা সকলেই ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যার আগের ও পরের গুণাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখব তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। আর বল তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর যা চাইবে তা দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার প্রতিপালকের প্রশংসা এমনভাবে করব যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করব। এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্র দরবার হ'তে উঠে আসব এবং ঐ লোকগুলিকে জাহান্নাম হ'তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি পুনরায় ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইব, আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখব, তখনই তার উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যাব। এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলবেন হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, আর বল তোমার কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা কর যা চাইবে তা দেওয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা আমাকে তখন শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি শাফা'আত করব। তখন আমার জন্য লোক নির্ধারণ করা হবে। তখন আমি আমার

প্রতিপালকের দরবার হ'তে বের হয়ে আসব। ঐ লোকগুলিকে জাহান্নাম হ'তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বার ফিরে আসব, আমার প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইব। আমি যখন তাকে দেখব তখনই সাজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্র যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, যা বলবে তা শুনা হবে, সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর যা প্রার্থনা করবে তা দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি সুপারিশ করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ আমার কিছু লোক নির্ধারণ করবেন। তখন আমি আল্লাহর দরবার হ'তে বের হয়ে আসব এবং জাহান্নাম হ'তে তাদেরকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অবশেষে কুআনে যাদের চিরজাহান্নামী ঘোষণা করা হয়েছে তারা ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে থাকবে না (বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন,) তারপর নবী করীম (ছাঃ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا আশা করা যায়আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাহমূদ নামক স্থানে পৌঁছাবে। এবং বললেন, এই সেই 'মাকামে মাহমূদ' তোমাদের নবীকে যা দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৫)*।

আবু স'ঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মেঘমুক্ত দুপুরের আকাশে তোমাদের সূর্য দেখতে কি কষ্ট হয়? এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! এ সময় দুটি দেখতে তোমাদের যে অসুবিধা হয় কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে এর চেয়ে বেশি কোন অসুবিধা হবে না। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, প্রত্যেক উম্মত যে যার ইবাদত করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করত, তাদের একজনও বাকী থাকবে না। সকলেই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদকারী নেককারও গুনাহগার ছাড়া আর কেউ বাকী থাকবে না। তারপর আল্লাহ

মরণ একদিন আসবেই

তাদের নিকট আসবেন এবং বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক উম্মত, যে যার ইবাদত করত সে তার অনুসরণ করেছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো সে সব লোকদেরকে দুনিয়াতেই বর্জন করেছিলাম যখন আজকের অপেক্ষায় তাদের কাছে আমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা কখনও তাদের সংগে চলিনি। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের নিকট না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব। যখন আমাদের প্রতিপালক আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। আর আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালকের মধ্যে এমন কোন চির্ý আছে কি? যাতে তোমরা তাকে চিন্তে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহর পায়ের নলা প্রকাশ করা হবে এবং আল্লাহর বিশেষ আলো প্রকাশ হবে। তখন যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে সিজ্দা করত শুধু তাকেই আল্লাহ সিজ্দার অনুমতি দিবেন। আর যারা কারো প্রভাবে বা ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য সিজদা করত তারা থেকে যাবে। তারা পিঠের পিছনের দিকে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে যাবে। তারপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাতানো হবে এবং শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে। তখন নবী রাসূলগণ স্ব স্ব উম্মতের জন্য এ প্রার্থনা করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ, অনেক মুমিন এ পুলসিরাতের উপর দিয়ে চোখের পলকে পার হয়ে যাবে। অনেকেই বিদ্যুতের গতিতে পার হবে। অনেকেই বাতাসের গতিতে পার হবে। অনেকেই ঘোড়ার গতিতে পার হবে। আবার অনেকেই উটের গতিতে পার হবে। কেউ ছহীহ সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে তার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। আবার কেউ খণ্ড বিখন্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মুমিনগণ জাহান্নাম হ'তে নিস্কৃতি লাভ করবে। তারপর নবী করীম (ছাঃ) কসম করে বললেন, তোমাদের যে কেউ নিজের হক বা অধিকারের দাবিতে কত কঠোর তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু মুমিনগণ তাদের সে সমস্ত ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর সাথে আরও অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনও জাহান্নামে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক! এ সমস্ত লোকেরা আমাদের সাথে ছিয়াম পালন করত, ছালাত আদায় করত এবং হজ্জ পালন করত। সুতরাং তুমি

তাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও। তখন আল্লাহ বলবেন যাও তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি করে আন। তাদের মুখের আকৃতি জাহান্নামের আগুণের প্রতি হারাম করা হয়েছে। এ জন্য তারা মুখ দেখে চিনতে পারবে। তখন তারা জাহান্নাম হতে অনেক লোক বের করে আনবে। তারপর বলবেন হে আমাদের প্রতিপালক এখন সেখানে আর এমন একজন লোকও নেই যাকে বের করার জন্য আপনি আদেশ করেছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আবার যাও যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন। এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ বলবেন পুনরায় যাও যাদের অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদের বের করে আন। সুতরাং তাতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, আবার যাও যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন। এবারও তারা বহুসংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। এবং বলবে হে আমাদের প্রতিপালক ঈমানদার কোন ব্যক্তিকে আমরা জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবী গণ এবং মুমিনগণ সকলেই শাফাআত করেছেন, এখন আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ বাকী নেই। এ বলে তিনি মুষ্টি ভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যারা কখনও কোন নেক কাজ করে নি, যারা জ্বলে-পুড়ে কাল কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে একটি নহরে ঢেলে দেওয়া হবে, যার নাম হল নহরে হায়াত। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমনবাবে গাসের বীজ গজায় তেমনভাবে তাদের অংগ প্রতংগ সজিব হয়ে উঠবে। তখন তারা সেখান হতে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত চকচকে হয়ে। তাদের কাঁধে সীল মোহর থাকবে। জান্নাতীরা তাদের দেখে বলবে এরা পরম দয়ালু আল্লাহর মুক্তকৃতদাস। আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, অথচ তারা পূর্বে কোন আমল বা কোন কল্যাণের কাজ করেনি। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে এ জান্নাতে তোমরা যা দেখছ তা তোমাদেরকে দেওয়া হল এর সংগে অনুরূপ পরিমাণ আরও দেওয়া হল *(বুখারী মুসলিম মিশকাত হা/৫৩৪১)*। অত্র হাদীছে কিয়ামতের এক বিশেষ অবস্থা প্রমাণ হয়। আর তা হচ্ছে মুমিনগণের সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ

মরণ একদিন আসবেই

অনেক মানুষকে জান্নাতে দিবেন। এ ছাড়াও আল্লাহ অঞ্জলী ভরে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দিবেন। আর এটাও তার বিশেষ দয়া।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? অতপর আবু হুরায়রা (রাঃ) হাদীছের বাকী অংশ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু হুরায়রা (রাঃ) 'আল্লাহ পায়ের নলা প্রকাশ করবেন' এ কথাটি উল্লেখ করেন নি। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের উপর পুলসিরাত পাতা হবে। সে সময় রাসূলগণের মধ্যে আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হব। সেদিন পুলসিরাত পার হওয়ার সময় রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণ শুধু বলবেন, সাল্লেম সাল্লেম, হে আল্লাহ নিরাপদে রাখ হে আল্লাহ নিরাপদে রাখ। আর জাহান্নামের মধ্যে সাদানের কাঁটার ন্যায় আংটা থাকবে, সেগুলি সাদানের কাঁটার মত তবে সেগুলি কত বড় তা আল্লাহই ভাল জানেন। ঐ আংটাগুলি মানুষকে তার আমল অনুপাতে আঁকড়িয়ে ধরবে। সুতরাং কিছু লোক নিজ আমলের কারণে ধ্বংস হবে। এবং কিছু লোক টুকরা টুকরা হয়ে যাবে পরে আবার নাজাত পাবে। অবশেষে যখন আল্লাহ বিচার শেষ করবেন, এবং নিজের বিশেষ দয়া দ্বারা কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, আর তারা ওরাই হবে যারা স্বাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। তখন তারা ঐ সমস্ত লোকদের কপালে সিজদার চিý দেখে চিনতে পারবেন এবং জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ সিজদার চিý সমূহ আগুণের জ্বালানো হারাম করে দিয়েছেন। ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি মানুষের সিজদার স্থান ব্যতীত জাহান্নামের আগুণ গোটা দেহটি জ্বালিয়ে নিশ্চিý করে দিবে। সুতরাং তাদেরকে এমন আগুণদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে যে, তারা একেবারে কালো কয়লা হয়েছে। তখন তাদের উপর হায়াত দান করা পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এতে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোন বীজ স্রোতের পানির ধারে সজীব হয়ে উঠে। সে সময় জাহান্নাম হ'তে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থেকে যাবে, যার মুখ হবে জাহান্নামের দিকে। সে বলবে

হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামের দিক হতে আমার মুখ খানা ফিরিয়ে দেন। কারণ জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে অত্যাধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং তার অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলছে। তখন আল্লাহ বলবে, তুমি যা চাচ্ছ তা দিলে আর অন্য কিছু চাইবে কি? তখন সে বলবে তোমার সম্মানের কসম করে বলছি আমি আর কিছুই চাইব না। আর সে আল্লাহর ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তার মুখকে জাহান্নামের দিক হ'তে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে তখন আল্লাহ যতক্ষণ চুপ থাকা চাইবেন ততক্ষণ চুপ থাকবে। তারপর বলবে হে আমার প্রতিপালক,আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাও। এ কথা শুনে আল্লাহ বলেন, তুমি কি ওয়াদা ও প্রশ্রিুতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তাছাড়া কখনও আর অন্য কিছু চাইবে না। তখন সে বলবে হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য কর না। তখন আল্লাহ বলবেন আচ্ছা তোমাকে যদি এ সমস্ত কিছু দেওয়া হয় তা'হলে কি অন্য আর কিছু চাইবে? সে বলবে না তোমার সম্মানের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। সে আল্লাহর ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি দান করবে। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে আসা হবে। তখন সে তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং যতক্ষণ চুপ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। অতঃপর সে বলবে হে আমার প্রতিপালক আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। তখন আল্লাহ বলবেন আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি কি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী। তুমি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা কিছু দিব তা ছাড়া অন্য আর কিছু চাইবে না। তখন সে বলবে হে আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে দূর্ভাগ্য কর না। এ বলে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ হেসে উঠবেন। যখন তিনি হেসে ফেলবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার চাও তোমার যা চাওয়ার আছে তখন সে আল্লাহর কাছে মন খুলে চাইবে। এমন কি যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন এটা চাও এটা চাও। এমনকি সে আকাংখাও যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, এ সমস্ত কিছুই তোমাকে দেওয়া হল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণনায়

আছে আল্লাহ বলবেন যাও তোমাকে এ সমস্ত কিছু তো দিলামই এর সংগে আরও দশ গুণ পরিমাণও দিলাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৩)*।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সর্বশেষ ব্যক্তি যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে আর একবার আগুণ তাকে ঝলসিয়ে দিবে। অতঃপর যখন সে এ অবস্থায় জাহান্নামের সীমানা পার হয়ে আসবে, তখন সে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে বড়ই কল্যাণময় সেই মহান প্রতিপালক, যিনি আমাকে তা থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পরের কোন ব্যক্তিকেই দান করেন নি। অতঃপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলবে হে আমার প্রতিপালক আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছিয়ে দাও যাতে আমি তার নীচে ছায়া অর্জন করি এবং তার ঝরণা হতে পানি পান করি। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে ইহা প্রদান করি তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবেন হে আমার প্রতিপালক! আমি আর কিছু চাইব না। এবং সে আল্লাহর সাথে এ ওয়াদা অংগীকার করবে যে, সে উহা ব্যতীত অন্য কিছুই চাইবে না। অথচ তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তা'আলা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। সে তার ছায়া উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর আরেক গাছ প্রকাশ পাবে, যা প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম। তখন সে বলবে হে আমার প্রতিপালক আমাকে ঐ গাছটির নিচে করে দাও। যেন আমি সেখানে ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং তার ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি। আমি এ ছাড়া অন্য আর কিছু তোমার কাছে চইব না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি এ ছাড়া আর কিছুই চাইবে না? আল্লাহ আরো বলবেন, এমনও তো হতে পারে যদি আমি তোমাকে তার নিকটে পৌঁছিয়ে দেই তখন তুমি অন্য আর কিছু চেয়ে বসবে। তখন সে এ প্রশ্রিুতি দিবে যে, সে তা ব্যতীত আর কিছুই চাইবে না। আল্লাহ তাকে অপারক মনে করবেন। কেননা তিনি ভালভাবে অবগত আছেন ওখানে যাওয়ার পর সে যা কিছু দেখতে পাবে তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ তাকে তার

নিকটবর্তী করে দিবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর জান্নাতের দরজার নিকটে এমন একটি গাছ প্রকাশ করবেন যা প্রথম দুটি অপেক্ষা উত্তম। তা দেখে সে বলবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির নিকটে পৌঁছিয়ে দিন যাতে আমি তার ছায়া ভোগ করতে পারি। এবং তার পানি পান করতে পারি। এছাড়া তোমার কাছে আর কিছুই চাইব না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্ত ান! তুমি আমার সাথে এ ওয়াদা কর নি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না। সে বলবে হ্যাঁ ওয়াদা তো করেছিলাম তবে হে আমার প্রতিপালক! আমার এ আশা পুরণ করে দাও এর পর আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাইব না। এবং আল্লাহ তাকে অপারক জানবেন। কেননা তিনি জানেন এ যা কিছু দেখতে পাবে তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। তখন তাকে তার নিকটে করে দেওয়া হবে। যখন সে গাছটির নিকটে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার নিকট তোমার চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ জায় গা এবং তার সংগে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে হে আমার প্রতিপালক! তুমি গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ। এ কথা বলার পর ইবনে মাসউদ (রাঃ) হাসলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছনা যে, আমার হাসার কারণ কি? তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলুন তো আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রাসূল (ছাঃ) হেসেছিলেন। তখন ছাহাবীগণ জিজ্ঞাস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি জিনিস আপনাকে হাসাল? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যখন ঐ লোকটি বলল আপিনি গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন স্বয়ং আল্লাহ হেসে ফেললেন এবং বললেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না বরং আমি যা ইচ্ছা করি তা করতে সক্ষম। মুসলিম গ্রন্থের অন্য বর্ণনায় আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে তবে আল্লাহ্‌র উক্তি 'হে আদম সন্তান! কখন তোমার চাহিদা হ'তে রেহাই পাব' এখান থেকে শেষ পর্যন্ত হাদীছের অংশটি তিনি বর্ণনা করেন নি। অবশ্য এ কথাগুলি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাকে স্বরণ করিয়ে

মরণ একদিন আসবেই

বলবেন, তুমি আমার কাছে এটা চাও ওটা চাও। অবশেষে যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমার চাহিদা মত এটা তো তোমাকে দিলামই এবং অনুরূপ আর দশগুণ প্রদান করলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সে জান্নাতে তার ঘরে প্রবেশ করবে এবং সংগে প্রবেশ করবে হুরগণ হ'তে তার দুজন স্ত্রীও। তখন হুরদ্বয় বলবে সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আামাদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তখন লোকটি বলবে আমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এ পরিমাণ আর কাউকে দেওয়া হয় নি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৪)*।

অত্র হাদীছের বিবরণ কিয়ামতের মাঠেই না পরে তা বুঝা যায় না।

عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا صَارَ اَهْلُ الجَنَّة الى الجَنَّةِ وَاَهْلُ النَار الَى النَارِ جِئَ بِالْمَوْت جتي يَجْعَل بَيْنَ الجَنَّة وَالنَّار ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يَنَادى مُنَاديَا اَهْلَ الجَنَّة لَامَوْتَ وَيَااَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادَ اَهْلُ الجَنَّة فَرْحًا اِلى فَرْحِهِمْ وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنَا اِلى حُزْنِهِمْ–

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যখন জান্নাতবাসীগন জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মরণকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জবেহ করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে হে জান্নাতবাসীগণ এখানে আর কোন মরণ নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে আর মরণ নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দের পর আনান্দ আরও বেড়ে যাবে, আর জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তার উপর আরও দুশ্চিন্তা আরও বেশি হয়ে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৫২)*।

জান্নাতের বিবরণঃ

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ওরা যারা মরণের পর জান্নাত লাভ করবে, আর সবচেয়ে হতভাগ্য ওরাই যারা মরণের পর জাহান্নামে যাবে। জান্নাত এক অনাবিল শান্তির জায়গা। জান্নাতের শান্তির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া মানুষের সাধ্যের বাহিরে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَجَارَ عَبْدُ مِنَ النَّارِ سَبْعُ مَرَّاتٍ فِى يَوْمٍ اِلَّا قَالَتْ النَّارُ يَا رَبِّ انَّ عَبْدَكَ فُلَانًا قَدْ اسْتَجَارَكَ مِنِّىْ فَأَجِرْهُ وَلَايَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ اَلْجَنَّةَ فِى يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ انَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَأَلَنِىْ فَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মানুষ যে কোনদিন সাতবার জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনার ওমক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে। আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন দাস আল্লাহর নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনার ওমক বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৫০৬)*।

عن انس بن مالك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الجَنَّةُ اَللَّهُمَّ اَدْخِلْهُ الجَنَّةَ- وَمنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اَللَّهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ-

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে হে আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম বলে হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও *(ইবনে মাজাহ হা/৪৩৪০)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের জন্য উচিৎ দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া। জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে পারে اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَسْئَلُكَ جَنةَ الْفِرْدَوْسِ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতে ফিরদাউস চাই আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون فى جنت النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لافيها غول ولاهم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كان هن بيض مكنون-

তাদের জন্যেই রয়েছে নির্ধারিত রুযী। ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত। তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতের বাগান সমূহ। তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন থাকবে। তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র। তা হবে উজ্জল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয় সুস্বাদু তার দরুন তাদের দেহে কোন ক্ষতি হবে না, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি নষ্টও হবে না। তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারী সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ থাকবে। তারা এমন স্বচ্ছ যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি *(ছাফফাত:৪০-৫০)*। জান্নাতে মানুষের জন্য রুযী রয়েছে। তাদের জন্য ফল বাগান রয়েছে। তারা হুরদের নিয়ে মুখোমুখি উচু আসনে বসে থাকবে। তাদের সামনে উৎকৃষ্টমানের শরাব পরিবেশন করা হবে। তাতে বিবেকের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের উপভোগের জন্য হরিণ নয়না সুদর্শনা নারীগণ থাকবেন। তারা এত সচ্ছ ও নরম যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি।

শরবের এ পানপাত্র নিয়ে ঘুরতে থাকবে সুশ্রী বালকেরা। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون তাদের খেদমতের জন্য ঘুরতে থাকবে তাদের জন্য নিযুক্ত সেবক বালক *(তুর:২৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثور- তাদের সেবার জন্য ঘুরতে থাকবে এমন সব ছেলে যারা সব সময় বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা বলেই মনে করবে *(দাহর:১৯)*।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التى اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون-

তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে। তাদের সামনে সোনার থালা ও পানপাত্র সমূহ পরিবেশন করা হবে এবং মন ভুলানো ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তকারী জিনিস সমূহ সেখানে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাক। তোমরা পৃথিবীতে যে নেক আমল করেছিলে সে সব আমলের দরুন তোমরা এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল-ফলাদী রয়েছে যা তোমরা খাবে *(যুখরুফ:৭০-৭৩)*। আল্লাহ তাআলা অনত্র বলেন,

مثل الجنة التى وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم–

মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝরণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে যার স্বাদ ও বর্ণ কখনও বিকৃত হবে না। এমন পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে। আর এমন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে যা অতীব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। সেখানে তাদের সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা *(মুহাম্মাদ:১৫)*।

ولمن خاف مقام ربه جنتان– ذواتا افنان– فيهما عينان تجريان– فيهما من كل فاكهة زوجان–

আর যারা আপন প্রতিপালকের সামনে আসার ব্যাপারে ভয় পোষণ করে তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুটি করে বাগান রয়েছে *(রহমান: ৪৭)*। উভয় বাগানই সবুজ-সতেজ ডাল-পালায় পরিপূর্ণ *(রহমান: ৪৯)*। দুটি বাগানেই ঝর্ণাধারা সদাসর্বদা প্রবাহমান রয়েছে *(রহমান: ৫১)*। উভয় বাগানের ফলসমূহের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে *(রহমান: ৫২)*।

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتين دان– فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان– كانهن اليقوت والمرجان– ومن دونهما جنتان– مدهامتان– فيهما عينان نضاختان– فيهما فاكهة ونخل ورمان– فيهن خيرات حسان–

জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আবরণ মোটা রেশমের তৈরী হবে আর বাগানের ডাল-পালা ঝুঁকে নুয়ে থাকবে *(রহমান:৫৪)*। এ অফুরন্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাবনত নয়না ললনারাও থাকবে। তাদেরকে এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি *(রহমান: ৫৬)*। তারা এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মণি-মুক্তা *(রহমান: ৫৮)*। জান্নাতী লোকদের পূর্ববর্তী দুটি বাগান ছাড়াও আরও দুটি বাগান দেওয়া হবে, যা হবে ঘন-সন্নিশেিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ বাগান। দুটি বাগানে দুটি উৎক্ষিপ্তিমান ঝর্ণাধারা থাকবে *(রহমান:৬৬)*। তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে স্বচরিত্রের অধিকারী সুদর্শনা স্ত্রীগণ *(রহমান: ৭০)*।

حور مقصورات فى الخيام– لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان– متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان–

তাবু সমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে বড় চোখবিশিষ্ট শ্বেত সুন্দরী নারীগণ। তাদেরকে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি *(রহমান: ৭৪)*। তারা অস্বাভাবিক উৎকৃষ্টমানের উত্তম সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুসজ্জিত শয্যায় হেলান দিয়ে অবস্থান করবে *(রহমান: ৭৭)*।

ان المتقين فى مقام امين فى جنت وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين -

আল্লাহভীরু লোকেরা দুশ্চিন্তা ও ভয়ভীতি মুক্ত নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে। তা হবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গা। চিকন রেশম ও মখমলের পোশক পরে সামনা সামনি আসীন হবে। এটাই হবে তাদের জাঁকজমকের অবস্থা। সুন্দরী রুপসী হরিণ নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী করে দিবে *(দুখান: ৫১-৫৫)*।

والسابقون السابقون اولئك المقربون فى جنت النعيم ثلة من الألين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين علها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب واباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يترفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلو المكنون جزاء.بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فىسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ماء مسكوب فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة انا أنشائناهن انشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا–

আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো সর্ব ব্যাপারে অগ্রবর্তীই থাকবে। তারাই তো সান্নিধ্য লাভ কারী লোক। তারা নিয়ামতের পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে। পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশি সংখ্যক আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে কমসংখ্যক তারা মনিমুক্তা খচিত আসন সমূহের উপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকবে। চির কিশোরগণ তাদের সামনে প্রবাহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পানপাত্র পরিবেশন করবে। হাতল ধারী বড় বড় সুরাভাণ্ড, হাতল বিহীন পানপাত্র নিয়ে দৌড়া দৌড়ি করতে থাকবে। এসব পানীয় পান করে তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক বুদ্ধিও লোপ পাবে না। আর চির কিশোগণ তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে। যেন ইচ্ছামত নিতে পারে। আর তাদের জন্য সুন্দর চক্ষুধারী নারীগণ ও থাকবে। তারা লুকিয়ে রাখা মুক্তার মত সুশ্রী সুন্দরী হবে। এ সব কিছু তাদের সেই আমলের শুভ প্রতিফল যা তারা দুনিয়ার জীবনে করেছিল। তারা সেখানে কোন বাজে কথা বা পাপের কথা শুনতে পাবে না যা কথা হবে তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ হবে। আর ডান বাহুর লোকেরা, ডান বাহুর লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলা যায়। তাদের জন্য থাকবে কাটাবিহীন কুল বৃক্ষসমূহ থরে থরে সাজানো কলা সমূহ। বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর প্রচুর পরিমাণে ফল থাকবে। যা কোন দিন শেষ হবে না যা খেতে কোন বাধা বিপত্তি ঘটবে না। তারা উচ্চ আসন সমূহে সমাসীন থাকবে। তাদের স্ত্রীগণকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নূতন করে সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে কুমারী করে

দিব। তারা নিজেরদের স্বামীদের প্রতি থাকবে আসক্ত এবং তারা বয়সে সবাই সমান হবে। أبكار শব্দটি মহিলাদের অতীব উত্তম নারীসুলভ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ এমন সব মহিলাকে বুঝাই যারা নারীত্বে উত্তম, উন্নতমান, শুভ আচার আচরণ মিষ্ট-ভদ্র কথা-বার্তা ও নারীসুলভ প্রেম ভালবাসা ও হৃদয়াবেগে ভরপুর। যারা নিজেদের স্বামীগণকে মন-প্রাণ দিয়ে পেতে চায় কামনা করে ভাল বাসে এবং তাদের স্বামীরাও তাদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমিক) *(ওয়াক্বিয়া: ১০-৩৭)*।

وجزاهم.بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذارأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا–

আল্লাহ তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। সেখানে তারা তাদের উচ্চ আসন সমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তারা সেখানে সূর্যের তাপ পাবে না, শীতের প্রকোপও অনুভব করবে না। জান্নাতের গাছের ছায়া তাদের উপর অবনত থাকবে। আর ফলমূল তাদের অধিনে থাকবে, তারা ইচ্ছামত তা পাড়তে পারবে। তাদের সামনে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পিয়ালা পরিবেশন করানো হবে। সে কাঁচ পাত্র ও রৌপ্য জাতীয় হবে। এবং সে পানপাত্র গুলি জান্নাতের সেবক চির বালকেরা পরিমাণমত ভর্তি করে রাখবে। তাদেরকে সেখানে এমন সুরা পাত্র পরিবেশন করানো হবে, যাতে শুকনা আদার সংমিশ্রণ থাকবে। এ হবে জান্নাতের একটি ঝর্ণনা যাকে সালসাবীলও বলা হয়। তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। তোমরা সেখানে যেদিকেই দেখবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত দেখতে পাবে। দেখতে পাবে এক বিরাট সম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তাদের উপর চিকন রেশমের সবুজ পোশক এবং মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে

রৌপ্যের কংকন পরানো হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক পবিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন *(দাহর:১১-২১)*।

ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولاكذابا–

নিঃসন্দেহে মুত্তকী লোকদের জন্য রয়েছে একটি সাফল্যের স্থান এবং বাগ-বাগিচা, আংগুর, সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ এবং উচ্ছসিত পানপাত্রও রয়েছে। সেখানে তারা কোন অসার অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না *(নাবা;৩১-৩৫)*।

اِنَّ الاَبْرَارِ لَفِىْ نَعِيْم عَلَى الاَرَائِك يَنْظُرُوْنَ تَعرِفُ فِى وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةً النَعِيْم يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقِ مَخْتُوْمِ ختَامُهُ مِسْكُ وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسَ الْمُتَنَافِسُوْنَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ–

নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করবে। তাদের মুখে তোমরা স্বাচ্ছন্দ দেখতে পাবে তাদেরকে মুখরোচক উৎকৃষ্ট মানের শরাব পান করতে দেওয়া হবে তার উপর মিশক এর মোহর লাগানো থাকবে। যে সব লোক অন্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'তে চায় তারা যেন এই জিনিসটি লাভের প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে এটা একটা ঝর্ণা, নৈকট্য লাভকারী লোকেরা এ শরাব পান করবে *(মুতাফফিফিন: ২২-২৮)*।

وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية فى جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة–

সেদিন কতিপয় লোকের মুখ উজ্জল ঝকঝকে হবে, তারা নিজেদের চেষ্টা সাধনার জন্য সন্তুষ্টিচিত্ত হবে। সুউচ্চ মর্যদা সম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না। সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। সেখানে সমুন্নত আসনসমূহ থাকবে। পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত হবে গির্দা বালিশ সমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং সুদৃশ্য মখমলের বিছানা পাতানো থাকবে *(গাশিয়াহ:৮-১৬)*।

মরণ একদিন আসবেই

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللهَ تَعَالَى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنُ رَأْتَ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি কোন কান কখনও শুনেনি এবং কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭১)*। অত্র হাদীছের স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া খুব কঠিন। কারণ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মানুষের ভোগ-বিলাস আরাম আয়েশের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থাপনা করেছেন যা মানুষের চোখ কোন দিন দেখেনি অথচ মানুষ পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছে। মানুষের কান কোনদিন শুনেনি। অথচ মানুষের কান অনেক নতুন পুরাতন রাজাধিরাজের ভোগ-বিলাসের কাহীনী শুনেছে। মানুষের অন্তর কোনদিন পরিকল্পনা করে নি। অথচ মানুষের অন্তরে অনেক কিছুই পরিকল্পনা হয়। জান্নাত এ পরিকল্পনার চেয়েও ভিন্ন।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الجَنَّةِ خَيْرُ مِنَ الدُنْياَ وَمَا فِيْهَا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে একটি চাবুকের সমপরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জান্নাতের সাথে পৃথিবীর কোন কিছুর তুলনা চলে না।

عَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةُ فِى سَبِيلِ الله اَوْ رَوْحَةُ خَيْرُ مَنَ الدُنْيَا وَمَا فِيْهَاَ وَلَوْاَنَّ امْرَأَةَ مِنَ نِسَاءِ اَهْلِ الجَنَّة اِطَّلَعَتْ اِلَى الاَرْضِ لاَضَاَءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلُاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلىَ رِأسِهَا خَيْرُ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيْهاَ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সকাল এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। যদি জান্নাতের কোন নারী পৃথিবীতে উঁকি দেয় তবে গোটা পৃথিবী তার রূপের ছাটায় আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ

সুগন্ধিতে পরিণত হবে। এমন কি জান্নাতের নারীদের মাথার ওড়না ও গোটা দুনিয়া ও তার সব কিছুর চেয়ে উত্তম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৪)*। জান্নাতের কোন কিছুর সাথে গোটা পৃথিবীর কোন তুলনা চলে না। তাই নবী করীম (ছাঃ) ইহকাল ও পরকালের তুলনা পেশ করে বলেন,

عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الاٰخِرَةِ الاَّ مِثْلُ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اَصْبَعَهُ فِى اليَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ-

মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি আল্লাহর কসম! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল যেমন তোমাদের কেউ সাগরের মধ্যে নিজের একটি আংগুলি ডুবানোর পর লক্ষ্য করে দেখুক আংগুল কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)*। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে আংগুলের পানি এবং সাগরের পানি কমবেশ হওয়ার ব্যাপারে তুলনা যেমন ইহকাল ও জান্নাতের তুলনা তেমন।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِجدىٍّ اَسَكَّ مَيت فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هَذَا لَهُ بِدْرِهِمْ فَقَالَ مَا نَحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَئٍ قَالَ فَوَاللهِ لِلْدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ-

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। রাসূল (ছাঃ) একটি কানকাটা ছোট মরা ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ এমন আছে যে, এ ছাগলটি এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পছন্দ করে। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা তো কোন কিছুর বিনিময়েই নিতে পছন্দ করি না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কাছে এ মরা কানকাটা বাচ্চা ছাগলটি যত তুচ্ছ দুনিয়া আল্লাহর কাছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি তুচ্ছ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩২)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعَد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً-

সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য হত তা'হলে তিনি কোন

মরণ একদিন আসবেই

কাফিরকে এক ঢোকও পানি পান করতে দিতেন না *(আহমাদ, মিশকাত হা/৮৯৫০)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর মূল্য একটি কানকাটা মরা বাচ্চা ছাগলের সমান নয়, আংগুলের এক ফোটা পানির সমানও নয় এমন কি একটি মাছির পাখার সমানও নয়। অতএব, আল্লাহর কাছে পৃথিবীর কোন মূল্য নেই যাকে আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছি। অথচ জান্নাত একটি চিরস্থায়ী ভোগবিলাসের ও অতীব উত্তম স্থান।

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الجَنَّة لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤْةَ وَاحِدَةَ مُجَوَّفَةَ عَرْضُهَا وَفِى رِوَايَة طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلُ مَا يَرَوْنَ الاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اَنِيْتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اَنِيْتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে মুমিনদের জন্য মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার প্রশস্ত তা ষাট মাইল, অন্য বর্ণনায় আছে তার দৈর্ঘ্যতা ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণে জান্নাতীরা থাকবে। এক কোণের লোক অপর কোণের লোককে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের নিকট যাতায়াত করবে। দুটি জান্নাত হবে রূপার, তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সব কিছু হবে রূপার এবং অপর দুটি জান্নাত হবে সোনার। তার পানপাত্র ও ভিতরে সব কিছু হবে সোনার *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৫)*।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الجَنَّة شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَلَقَبُ قَوْسٍ اَحَدِكُمْ فِى الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسً اَوْ تَغْرِبُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বড় গাছ আছে, যদি কোন সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বছর ভ্রমণ করে তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের সমপরিমাণ জায়গাও সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়ে উত্তম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৪)*। হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতের ধনুকের সমপরিমাণ জায়গা গোটা পৃথিবীর চেয়ে উত্তম।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَامت قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَة مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنَ كَمَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالاَرْضِ وَالفِرْدَوْسُ اَعْلَاهَا دَرْجُةُ مِنْهَا تُفْجَرُ اَنْهَارُ الجَنَّةِ الاَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ العَرْشُ فَاذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْئَلُوْهُ الفِرِدَوْسَ-

ওবাদা ইবনে ছমেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের স্তর হবে একশতটি। প্রত্যেক দু স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান। জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সবচেয়ে উপরে। সেখান থেকে প্রবাহিত রয়েছে চারটি ঝরণাধারা এবং তারউপর আল্লাহর আরশ। সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহর কাছে চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৬)*। অত্র হাদীছে যে চারটি ঝরণার কথা রয়েছে তা পানির, মধুর, দুধের ও শরবের ঝরণা হ'তে পারে।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ فِى الجَنَّةِ لَسُوْقاً يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمْعَة تَهُبَّ رِيْحُ الشِمَال فَتَحْثُوْا فِى وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُوْنَ اِلَى اَهْلِيْهِمْ وَقَدْ ازدَادُوْا حَسَنًا وَجَمَالًا فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ وَاللهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حَسَنًا وَجَمَالًا-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে। প্রত্যেক জুম'আর দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সে বাতাস তাদের মুখে ও পোশাকে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে। ফলে তাদের রূপ আর ও অধিক বেশি হয়ে যাবে। অতঃপর তারা যখন বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজেদের স্ত্রীদের কাছে যাবে তখন স্ত্রীগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আপনারা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছেন। এর উত্তরে তারা বলবে আল্লাহর কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে বাজার থাকবে জান্নাতীরা জুমআর দিন বাজারে যাবে। বাজারে কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেখানে

গেলে জান্নাতীদের রূপ বৃদ্ধি পাবে। এ সময় তাদের স্ত্রীগণ যারা বাড়ীতে আছে তাদেরও রূপ বেশি হয়ে যাবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كاشد كوكب درى فى السماء اضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون انيتهم الذهب و الفضة وامشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الالوة ورشحهم المسك على خلق رجل واحد على صورة ابيهم ادم ستون ذراعا فى السماء-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা ১৫ দিনে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জল ও সুন্দর রূপ ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা হবে আকাশের তারকার ন্যায় ঝকঝকে। জান্নাতীদের সকলের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় হবে। তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকবে না এবং কোন হিংসা বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ হুরদের মধ্য থেকে দুজন দুজন করে স্ত্রী থাকবে। বেশি সুন্দরী হওয়ার দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর হতে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনও অসুস্থ হবে না। তাদের পেশাব হবে না। তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তারা থুথু ফেলবে না। তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্যা বের হবে না। তাদের ব্যবহারিক পাত্র সমূহ হবে সোনারূপার। তাদের চিরনী হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জালানী হবে আগরের। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধি। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়। শারীরিক গঠন হবে তাদের পিতা আদম (আঃ) এর মত, উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৮)*।

অত্র হাদীছে বুঝ গেল, যারা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের রূপ চেহারা সবচেয়ে বেশি উজ্জল হবে। সকলের অন্তর একজনের অন্তর হবে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকবে না। মানুষের অন্তরে কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। অন্যের তুলনায় বিশেষ মর্যদা সম্পূর্ণ দুজন স্ত্রী থাকবে। তারা খুব বেশি সুন্দরী হবে এ কারণেই তাদের পায়ের নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের মুখে থুথু আসবে না, তাদের নাকে শিকনি আসবে না। সে জান্নাতের পাত্র সমূহ হবে সোনা-রূপার। সুগন্ধি জ্বালানী হবে এক ধরণের আগরবাতি। গায়ের ঘামের গন্ধ হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধি। সকলের স্বভাব ও আচার আচারণ হবে একই।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَهْلَ الجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ وَلاَ يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطُّعَّامِ قَالَ جَشَاءُ رَشْحٌ كَرَشْحِ المِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَسْبِيْحَ وَالتَحمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَفْسَ-

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা সেখানে খাবে, পান করবে, কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না। মল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক হতে শিকনী বের হবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন তাহ'লে তাদের এসব খাদ্যের পরিণতি কি হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর তাসবীহ ও তার প্রশংসা এমনভাবে তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৯)*। অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, তারা জান্নাতে খাবে ও পান করবে কিন্তু পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না। কারণ সেগুলি ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। আর শ্বাস প্রশ্বাস যেমন নিজ গতিতে চলে। তার চলার জন্য কোন চিন্তা ভাবনা বা কোন পরিকল্পনা লাগেনা তেমনি জান্নাতীদের মুখে সর্বদা তাসবীহ চলতে থাকবে। তাসবীহ পাঠের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করা লাগবে না।

মরণ একদিন আসবেই

عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَنْعَمَ وَلاَ يَبْأَسُ وَلَا يَبْلى ثِيَابَهُ وَلَا يَفْنى شَبَابُهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে সুখে স্বাচ্ছন্দে ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকবে। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা তাকে পাবে না। এবং তার পোশাক পরিচ্ছেদ ময়লা বা পুরাতন হবে না। আর তার যৌবন জীবন কখনও শেষ হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮০)*। প্রথমে বলা হয়েছে জান্নাত যে কি আরাম আয়েশের জায়গা তার বিবরণ দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন অত্র হাদীছে বলা হল জান্নাত এক চির সুখ স্বাচ্ছন্দ ও আরাম আয়েশের জায়গা। যেখানে কোনদিন দুশ্চিন্তা ও দর্ভাবনার চিý আসবে না। যেখানে পোশাক কোনদিন পুরাতন বা ময়লা হবে না, যৌবন কোনদিন শেষ হবে না।

عن ابى سعيد الخدرى وابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلاَ تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنْ لَكُمْ اَنْ تَحيوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاَنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْأَسُوْا اَبَدًا-

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে আর কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে আর কখনও মৃত্যু বরণ করবে না। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে আর কোনদিন বৃদ্ধ হবেনা। তোমরা চিরদিন সুখ স্বাচ্ছন্দে ও আরাম আয়েশে থাকবে, আর কখনও হতাশা ও দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮১)*।

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الخُدْرِى اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ اَهْلَ الجَنَّةِ يَتَراؤُنَ اَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَراءُوْنَ الكَوْكَبَ الدُرِّىَ الغَابِرَ فِى الاُفُقِ مِنَ المَشْرِقِ اَوْ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الاَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالذِى نَفْسِى بِيَدِه رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوْا المُرْسَلِيْنَ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ তাদের উর্ধের বালাখানার বাসীন্দাগণকে এমনভাবে দেখতে

পাবে, যেমনভাবে তোমরা আকাশের পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে একটি তারা দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে স্থান তো হবে নবীগণের, অন্যেরা তো সেখানে পৌঁছতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, বরং সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে তারাও সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮২)।* অত্র হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতে মানুষের মর্যদার খুব তারতম্য হবে। জমিন ও তারকার যেমন একটা অপর টা থেকে নীচে ও উপরে রয়েছে, তেমন জান্নাতীদের মান-মর্যাদার পার্থক্য হবে।

عَنْ اَبِى سَعِيْد الخُدْرِى قَال قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ انَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ لَاَهْلِ الجَنَّة يَا اَهْلَ الجَنَّة فَيَقُوْلُوْنَ لَبَيَّكْ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِى يدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَالَنَا لَا نَرْضَ يَارَبِّ وَقَدْ اَعَطَيْتَنَا مَالَمْ تَعْط اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلَ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَاَىُّ شَئٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ اَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبدًا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ জান্নাতবাসীগণকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তখন তারা বলবেন, আমরা উপস্থিত সৌভাগ্য তোমার নিকট থেকেই অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না আপনিই তো আমাদের এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেও দান করেন নি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দান করব না? তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক এর চেয়ে উত্তম কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি দান করছি, এরপর থেকে আমি আর কখনও অসন্তুষ্ট হব না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে উত্তম জিনিস। আর তা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম, আর কোনদিন অসন্তুষ্ট হব না।

মরণ একদিন আসবেই

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ انَّ اَدْنى مَقْعَد اَحَدكُمْ مِنَ الجَنَّة اَنْ يُقُوْلَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنىَّ وَيَتَمَنَّى فَيقُوْلُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতে সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের হবে, তাকে বলা হবে তুমি তোমার আশা-আকংখা প্রকাশ কর। তখন সে তার আশা আকাংখা ব্যক্ত করবে আরও আশা আকাংখা ব্যক্ত করবে অর্থাৎ বারবার অনেক অনেক আশা প্রকাশ করবে। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কি তোমার আশা আকাংখা শেষ হয়েছে? সে বলবে হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি যা আশা করেছ তা দেওয়া হ'ল এবং তার সমপরিমাণ দ্বিগুণ দেওয়া হ'ল (*মুসলিম মিশকাত হা/৫৩৮৫*)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ চাইবে তার বিবেক অনুযায়ী, আর আল্লাহ দিবেন তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে এত কিছু দিবেন যা মানুষের অন্তর পরিকল্পনা করতে পারে না। মানুষ যা চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না। ভাবতেও জানে না।

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ ذُكِرَ لَنَا اَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَة جَهَنَّمَ فَيَهْوِى فِيْهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا لَايُدْرِكُ لهَاَ قَعَراً وَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا اَنْ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنَ مِنْ مَصَارِيْعِ الجَنَّة مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَأتِينَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنْ الزحَامِ–

উতবা ইবনে গাযওয়ান হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে নবী করীম (ছাঃ) এর হাদীছ বর্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপর হ'তে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সত্তর বছরেও জাহান্নামের নীচে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! জাহান্নামের এ গভিরতা কাফের, মুশরিক- জিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা ৪০ বছরের দুরত্ব হবে। নিশ্চয় একদিন এমন আসবে যে, জান্নাতের অধিবাসী দ্বারা জান্নাতও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৭)*। অত্র হাদীছে জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা বুঝা যায়।

عنْ اَبِى هُرَيْرَة قَالَ قَلَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّ خُلِقَ الخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا الجَنَّة مَا بِنَائُهَا قَالَ لَبَنَةُ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّة وَمَلَاطُهَا المِسْكُ الاَذْفَرُ وَحَصَبَاءُهَا الُؤْلُؤُ وَاليَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَعَفْرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَ لاَيَبْأسُ وَيُخْلُدُ وَلَا يَمْوْتُ وَلَا يَبْلَى ثِيَابَهُمْ وَلَا يَفْنِى ثَيَابُهُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। আমি রাসূল (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তার সমস্ত মাখলূক্বকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, পানি দ্বারা। আবার জিজ্ঞাসা করলাম জান্নাত কি দ্বারা নির্মাণ করেছেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এক ইট স্বর্ণের আর এক ইট রূপার এভাবে জান্নাত নির্মাণ করেছেন। আর তার মসল্লা হল সুগন্ধময় কস্তুরী এবং তার কংকর হ'ল মনি-মুক্তা আর মাটি হ'ল জাফরানের তৈরী। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকবে, সে কখনও হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে কখনও মরবে না। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৩৮৮)*। অত্র হাদীছে জান্নাত তৈরীর এক পূর্ণ বিবরণ রয়েছে।

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يطيق ذلك قال يعطى قوة مئة-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতী মুমিনদেরকে এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, একশত পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৩৯৪)*। এ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ) কি বুঝিয়েছেন, তা পরের অংশ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর তা হচ্ছে পুরুষদের স্ত্রী মিলন ক্ষমতা অনেক অনেক গুণ বেশি করে দেওয়া হবে। জান্নাত অনাবিল শান্তির জায়গা, এটা তার একটা বড় মাধ্যম।

মরণ একদিন আসবেই

عن سعد بن ابى وقاص عن صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان ما يقل ظفر مما فى الجنة بدأ لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والارض ولو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدأ اساوره لطمس ضؤه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم-

সাদ ইবনে আবু ওয়াককাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী (ছাঃ) বলেছেন, যদি জান্নাতের বস্তু সমূহ হ'তে নখ এর চেয়ে কম একটি ক্ষুদ্র বস্তুও পৃথিবীতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে আসমান ও জমিনের সমগ্র পার্শ্ব শেষ প্রান্তসহ উজ্জল আলোকে সুসজ্জিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোন এক ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে এবং তার হাতের কংকন প্রকাশ পায়, তা'হলে এ ব্যক্তি এবং কংকনের আলো সূর্য্যের আলোকে এমনভাবে বিলিন করে দিবে, যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে বিলিন করে দেয় *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত আলবানী, হা/৫৩৯৫)*। অত্র হাদীছে জান্নাতের সমস্ত বস্তুর এমন উজ্জলতা প্রমাণ করা হয়েছে যা মানুষের বিবেচনার বাইরে। কারণ একজন জান্নাত হ'তে উঁকি মারলে তার জ্যোতিতে সূর্যের জ্যোতি বিলীন হবে, এ বাক্যের ভাবধারা মানুষের বুঝা বড় কঠিন। এমন জান্নাতের আশা করা মানুষের জন্য যরুরী কর্তব্য।

عن بريدة قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذة الامة واربعون من سائر الامم-

বুরাইদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশ কাতার হবে। তার আশি কাতার হবে আমার উম্মতের, আর বাকী চল্লিশ কাতার হবে সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪০২)*। অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে জান্নাবাসীদের অর্ধেক হবে এ উম্মত থেকে ।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا اشتهى فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة كما يشتهى-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাবাসী মুমিন যখন জান্নাত কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসাব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী মূহুর্তের মধ্যে সংঘটিত হবে *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ আলবানী, মিশকাত*

হা/৫৪০৬)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতীরা সন্তান কামনা করতে পারে। আর সন্তান কামনা করা মাত্রই পাওয়া যাবে। কারণ সন্তান মায়ের গর্ভে আসা, প্রসাব হওয়া এবং বড় হওয়া সব এক সাথে ঘটবে।

হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন. জান্নাতে রয়েছে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং শরাবের সাগর। অতঃপর এগুলি হ'তে আরও বহু নদী প্রবাহিত হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৮০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে মূলত চারটি সমুদ্র রয়েছে ১. পানির ২. মধুর ও ৩. দুধের ৪.শরাবের। আর এ চারটি সমুদ্র হতে বহু নদী প্রবাহিত হবে।

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحدث و عنده رجل من اهل البادية ان رجلا من اهل الجنة استاذن ربه فى الزرع فقال له الست فيما شئت قال بلى ولكنى احب ان ازرع فبذر فبادر اطرف نباته واستوائه واستحصاده فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شئ فقال الاعرابى الله لاتجده الاقرشيا او انصار ما فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحك النبى صلى الله عليه وسلم-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। একদা নবী করীম (ছাঃ) কথা বর্তা বলছিলেন, এসময় তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য বেদইন উপস্থিত ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, জান্নাতবাসীর একজন জান্নাতে কৃষি কাজ করার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমর যা কিছুর প্রয়োজন তা কি তোমার কাছে নেই? সে বলবে হ্যাঁ আছে। তবে আমি কৃষি কাজ ভালবাসি। অতপর সে বিজ বপন করবে এবং মূহুর্তের মধ্যে তা অংকুরিত হবে, ফসল পাকবে এবং ফসল কাটা হবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আদম সন্তান! এসব ফসল নিয়ে যাও কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম! দেখবেন সে হয়তো কোন কোরাইশী অথবা আনছার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই কৃষি কাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষি কাজ করি না। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে উঠলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪১০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,

মরণ একদিন আসবেই

জান্নাতে মানুষ নিজ নিজ আশা আকাংখা তার প্রতিপালকের কাছে পেশ করবে এবং তা তাৎক্ষণিক পূরণ করা হবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فى الجنة شجرة الا وساقها من ذهب-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের সমস্ত গাছেরই কাণ্ড ও শাখা হবে স্বর্ণের *(তিরমিযী হা/২৫২৫)*।

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها فقام اليه اعرابى فقال لمن هى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هى لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام-

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে এমন কতগুলি বালাখানা রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) এমন জান্নাত কোন ব্যক্তির জন্য? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যারা মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্থ মানুষকে খাদ্য খাওয়ায়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ পড়ে *(তিরমিযী হা/২৫২৭)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতে সবচেয়ে উচুমানের বালাখানাগুলি এত উন্নতমানের স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা তৈরী যে, তার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে। আর এত উচুমানের জান্নাত পাওয়র জন্য চারটি কাজ করা যরুরী। ১. মানুষের সাথে কথা বলার সময় নরমভাবে বলতে হবে ২. ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষকে খাদ্য খাওয়াতে হবে ৩. নিয়মিত নফল ছিয়াম পালনে অভ্যাসী হতে হবে এবং ৪. রাতে তাহাজ্জাদ পড়তে হবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مئة عام-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েচে আর প্রত্যেক দু স্তরের মাঝে একশত বছরের ব্যবধান রয়েছে *(তিরমিযী হা/২৫২৯)*।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضؤء وجوههم على مثل ضؤء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل احسن كوكب درى فى السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من ورائها–

আবু সাঈদ খদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিরময়। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক উজ্জল নক্ষত্রের মত ঝকঝকে। সেখানে প্রত্যেকের জন্য দুজন করে বিশেষ মর্যদা সম্পূর্ণ অতীব সুন্দরী স্ত্রী থাকবে। তাদের প্রত্যেক স্ত্রীর পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে, তাদের শরীর এত স্বচ্ছ তাদের কাপড় এত চিকন যে, এত কাপড়ের উপর দিয়ে পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে *(তিরমিযী হা/২৫৩৫)*। এরা জান্নাতের বিশেষ নারী। এদের চেহারা হবে ঝকঝকে মুক্তার মত। এদের চোখ হবে বড় বড় ডাগর হরিণ নয়োনা। দেখে মনে হবে চোখে সুরমা দেওয়া আছে। মাথার চুল হবে লম্বা পরিমাণে বেশি কুচকুচে কাল।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة جرد مرد كحلى لا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসী গোফ ও দাড়ীবিহীন হবে, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে। তাদের যৌবন কোনদিন শেষ হবে না। তাদের কাপড় কোন দিন পুরাতন বা ময়লা হবে না *(তিরমিযী, হা/২৫৩৯; মিশকাত হা/৫৩৯৬)*।

عن معاذ بن جبل ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء ثلاثين او ثلاث وثلاثين سنة–

মরণ একদিন আসবেই

মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের বয়স হবে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর। তারা কেশবিহীন ও দাড়ীবিহীন হবে, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩৯৭)*।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطفال المسلمين فى جبل فى الجنة يكفلهم ابراهيم وسارة حتى يدفعوهم الى ابائهم يوم القيامة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা (রাঃ) মুসলমানদের শিশুদেরকে জান্নাতের কোন পাহাড়ের পাশে লালন পালন করছেন, কিয়ামতের দিন শিশুদেরকে তাদের পিতার নিকট সমার্পন করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা তাদের লালন পালন করবেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৩৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল শিশু এখন জান্নাতে প্রতি পালিত হচ্ছে। তাদের পালনের দায়িত্বে রয়েছেন ইবরাহীম (আঃ) ও তার স্ত্রী সারা (রাঃ) জান্নাতে আনন্দভোগ করার জন্য মানুসের চাহিদা অনুযায়ী পাহাড় রয়েছে।

عن ابى مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين قال هم خدم اهل الجنة–

আবু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)কে মুশরেকদের শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তারা জান্নাতীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪০)*।

عن ابى ايوب قال اتى النبى صلى الله عليه وسلم اعرابى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى احب الخيل افى الجنة خيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادخلت الجنة اتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طاربك حيث شئت–

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসুল (ছাঃ)-এর কাছে আসল। অতঃপর সে বলল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি ঘোড়া ভালবাসী। জান্নাতে ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমাকে যদি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তাহ'লে তোমাকে

মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি ঘোড়া দেওয়া হবে। যার দুটি পাখা থাকবে, তোমাকে তার উপর সওয়ার করানো হবে। তোমার ইচ্ছামত তোমাকে উড়ে নিয়ে যাবে। *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৬)*।

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحور فى الجنة يتغنين يقلن نحن الحور الحسان–هدينا لازواج كرام–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে হুরগণ গান গইবে এবং তারা বলবে, আমরা অতীব সুন্দরী নারী। আমরা আমাদের সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহার *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৫৬)*।

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له–

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের হুরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে উচু কণ্ঠে এমন সুন্দর লহরীতে গান বলবে। সৃষ্টি জীব সে ধরণের লহরী কখনও শুনেনি। তারা বলবে আমরা চিরদিন থাকব, কখনও ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করব। কখনও দুঃখ দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। অতএব, চির ধন্য সে, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪০৭)*।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে এমন বড় গাছ রয়েছে। কোন ব্যক্তি দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ হয়ে একশত বছর চললেও তার ছায়া শেষ হবে না *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৬৩)*।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى اعينهم النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين حرست فى سبيل الله وعين غضت عن محارم الله–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের চক্ষু কিয়ামতের দিন জাহান্নাম দেখবে না। ১. এমন চক্ষু যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে ২. এমন চক্ষু যে আল্লাহর রাস্তায় জেগে থাকে এবং ৩. এমন চক্ষু যে বেগানা মহিলাকে দেখে নীচু হয়ে যায় *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৭৭)*।

عن عتبة بن عبد السلمى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لها ثمانية ابواب والنار لها سبعة ابواب–

ওতবা ইবনে আবদে সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৭৪)*। প্রকাশ থাকে যে, জান্নাত আটটি নয় বরং জান্নাত একটি তার দরজা আটটি। অনুরূপ জাহান্নামও ।

عن ابى امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة فراى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر–

আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল জান্নাতের দরজায় লেখা আছে দানের নেকী দশগুণ বাড়ে আর কর্য প্রদানের নেকী ১৮ গুণ বাড়ে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৮১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় দান ও কর্য উভয় কাজের পরিণাম জান্নাত। তবে দান করার চেয়ে কর্য দিলে নেকী বেশি হয়।

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت انى انا هو فقلت ومن هو فقالوا لعمر بن الخطاب قال فلو لا ما علمت من غيرتك لدخلته فقال عمر عليك يارسول الله اغار–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে জান্নাত পরিদর্শন করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম খুব উচ্চমানের স্বর্ণের একটি বালাখানা। আমি বললাম এ বালাখানা কার? তারা বলল, এক কুরাইশী যুবকের। আমি মনে করলাম নিশ্চিত আমিই সেই যুবক হব। আমি পুনরায় বললাম, সে কে? তারা বলল তিনি হচ্ছেন ওমর (রাঃ)। নবী করীম (ছাঃ)

ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করে বললেন, ওমর! তোমার আত্মমর্যদা আমার জানা না থাকলে অবশ্যই আমি তোমার ঘরে প্রবেশ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য কি কারো ব্যাপারে আত্মসম্মানের বিবেচনা করা মানায়? *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৮২)।* অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওমর (রাঃ) এর জন্য খুব উন্নত মানের স্বর্ণের বালাখানা প্রস্তুত হয়ে আছে। আর রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ) এর আত্মমর্যদা এত বেশি মনে করেন যে, তাঁর ঘরে ঢুকতে তিনি ইতস্তবোধ করেন।

عن المقدام بن معدى كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عن الله خصال يغفر له فى اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الايمان و يزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا و مافيها ويشفع فى سبعين انسانا من اهل بيته-

মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শহীদদের জন্য আল্লাহর নিকট সাতটি বিশেষ অধিকার রয়েছে। ১. তার শরীরকে প্রথম রক্তের ফোঁটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করা হয়। ২. তাকে ঐ সময় তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয় ৩. তাকে ঈমানের গয়না পরানো হয় ৪. হুরদের মধ্যে হ'তে ৭২ জন নারীর সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে ৫. কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে। ৬. জাহান্নারেম শাস্তি থেকে নিরাপদে রাখা হবে। ৭. কিয়ামতের মাঠে তাকে মর্যদার টুপি পরানো হবে যা দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম এবং ৮. তার পরিবারের ৭০ জনের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৯৪)।* অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, জান্নাতী সাধারণ মুমিন বান্দাগণের তুলনায় শহীদ জান্নাতীগণের বিশেষ মর্যদা রয়েছে। জান্নাতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী স্ত্রী হবে ২জন আর সাধারণ স্ত্রী হবে।

عن ابى امامة الباهلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتانى رجلان فأخذا بضبعى فاتيابى جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت انى لا اطيقه فقالا انا سنسهله لك فصعدت حتى اذا كنت فى سواء الجبل اذا انا بأصوات شديدة قلت

মরণ একদিন আসবেই

ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلقا بى فاذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل اشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرن قبل تحلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى فقال سليمان مادرى اسمعه ابو امامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شئ من رأيه؟ ثم انطلقهابى فاذا بقوم أشد شئ انتفاخا وأنتنه ريحا واسوده منظرا فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلقا بى فاذا بقوم اشد شئ انتفاخا وانتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزوانى ثم انطلقابى فاذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قال هؤلاء اللاتى يمنعن او لادهن البانهن ثم انطلقا بى فاذا انا بغلمان يلعبون بين نهرين قلت من هؤلاء؟ قالا هؤلاء ذراى المؤمنين ثم اشرفابى شرفا فاذا انا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت ما هؤلاء؟ قال قؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة ثم اشرفابى شرفا آخر فاذا انا بنفر ثلاثة قلت من هؤلاء؟ قال هذا ابراهيم وموسى عيسى وهم ينتظرونك-

আবু ওমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আমার নিকট দুজন ব্যক্তি আসল তারা দুজন আমার দু বাহুর মাজামাঝি ধরে আমাকে এক ভয়াবহ কঠিন পাহাড়েরনিকট নিয়ে আসল। তারা দুজ বলল, আপনি এ পাহাড়ে উঠেন। আমি বললাম, আমি এ পাহাড়ে উঠতে সক্ষম নই। তারা দুজন বলল আমরা আপনাকে পাহাড়ে উঠা কাজটি সহজ করে দিব। আমি উঠলাম এমন কি পাহাড়ের উপরে চলে আসলাম। হঠাৎ আমি খুব কঠিন আওয়াজ শুনলাম। আমি বললাম, একিসের শব্দ? তারা বলল, এ হচ্ছে জাহান্নামীদের বিলাপ-আর্তনাদ ও কান্না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ আমি দেখি একদল লোককে পায়ের সাথে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে আছে এবং চোয়াল হ'তে রক্ত ঝরছে। নবী করীম (ছাঃ বলেন, আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা ঐ সব লোক যারা তাদের ছিয়াম শেষ হওয়ার পূর্বেই ছিয়াম ছেড়ে দিত। তখন তিন বললেন, ইহুদী নাছারারা ধ্বংস হোক। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখি কিছু লোক খুব ফুলে ওঠে মোটা হয়ে আছে। আর খুব

দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে তাদের দৃশ্য খুব কাল বিদঘুটে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা ঐ সব লোক যারা কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখি কিছু লোক ফুলে মোটা হয়ে আছে। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। এত দুর্গন্ধ যেন মনে হচ্ছে তারা শৌচাগার। আমি বললাম, এরা কারা? তারা দুজন বলল, এরা হচ্ছে ব্যভিচার ব্যভিচারিনী। তারপর তারা আমাকে নিয় চলল দেখি কিছু মহিলা, প্রচুর সাপ তাদের স্তনগুলিতে বার বার ছোবল মারছে। আমি বললাম এদের কি হয়েছে? এদের এ অবস্থা কেন? তারা বলল, এরা ঐ সব মহিলা, যারা বাচ্চাদের দুধ পান করাতো না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চরল। হঠাৎ দেখি বেশকিছু ছেলে তারা দু নদীর মাঝে খেলা করছে আমি বললাম, এ সমস্ত ছেলে কে? তারা বলল এগুলি মুমিনদের শিশু। তারপর তারা আমাকে আর একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ দেখি তিনজন মানুষ তারা অতীব মিষ্টি অতীব পরিস্কার শরাব পান করছে। আমি বললাম এ লোকগুলি কে? তারা বলল, এ লোকগুলি হচ্ছে জাফর, যায়েদ ও ইবনে রাওহা (এ তিনজন লোক মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)। তারপর তারা আমাকে অন্য একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল, দেখি তিনজন লোক। আমি বললাম, এ লোকগুলি কে? তারা বলল, এ লোকগুলি হচ্ছেন ইবরাহীম মূসা ও ঈসা (আঃ) তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৩০)*।

জাহান্নামের বিবরণঃ

মরনের পর তিনটি ভয়াবহ জায়গা রয়েছে। তার তৃতীয় জায়গা হচ্ছে জাহান্নাম। মানুষের জন্য এক যরুরী কর্তব্য, জাহান্নাম হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাওয়া।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجار عبد من النار سبع مرات فى يوم الا قالت النار يا رب ان عبدك فلانا قد استجارك منى فأجره ولايسأل الله عبد الجنة فى يوم سبع مرات الا قالت الجنة يا رب ان عبدك فلانا سألنى فادخله الجنة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মানুষ যে কোনদিন সাতবার জাহান্নাম হ'তে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনার ওমক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে। আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন দাস আল্লাহর নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনার ওমক বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৫০৬)।*

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة– ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار–

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তাহলে জান্নাত বলে হে আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তাহলে জাহান্নাম বলে হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও *(ইবনে মাজাহ হা/৪৩৪০)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের জন্য উচিৎ দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া। জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে পারে اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَسْئَلُكَ جَنَةَ الْفِرْدَوْسِ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতে ফিরদাউস চাই আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, هذه جهنم التى كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون– এই সেই জাহান্নাম, যার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হচ্ছিল। তোমরা দুনিয়াতে যে কুফরী করতে ছিলে, তার প্রতিফল হিসাবে এখন এ জাহান্নমে প্রবেশ কর *(ইয়াসীন: ৬৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দেয়ার সময় পৃথিবীর কথা স্বরণ করিয়ে অপমান করে জাহান্নামে দেয় হবে।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج فى اصل الجحيم طلعها كانه رؤس الشياطين فانهم لا كلون منها فما لئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم–

বল, জান্নাতের এ বড় সফলতা উত্তম, না এ যাক্কুম গাছ? আমি এ যাক্কুম গাছটি অত্যাচারীদের জন্য বিপদজনক করেছি। এটা এমন একটা গাছ যা জাহান্নামের তলদেশহতে বের হয়। এর ছড়াগুলি যেন শয়তানের মাথা। জাহান্নামীরা তা খাবে এবং তা দ্বারা পেট পূর্ণ করবে। তারপর পান করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তারপর তারা সে জাহান্নামের আগুনের দিকেই ফিরে যাবে *(ছাফফাত: ৬৩-৬৯)*। যাক্কুম এক প্রকার গাছ। এ গাছ আরব দেশের তেহামা অঞ্চলে হয়। তার স্বাদ তিক্ত ও কটু আর গন্ধ অসহ্য। ভাঙলে দুধের মত রস বের হয়। শরীরে লাগলে ফোস্কা পড়ে যায় এবং ফুলে উঠে।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهلى يغلى فى البطون كغلى الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق

যাক্কুম গাছ হবে পাপিদের খাদ্য। তেলের তলানীর মত। এ খাদ্য পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি উথলে উঠে। তাকে ধর এবং টেনে হেচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাজখানে। তারপর নিঃশেষে ঢেলে দাও তার মাথার উপর টসবগ করা ফুটন্ত পানির শাস্তি এবং এখন গ্রহণ কর এর স্বাদ *(দুখান: ৪৫-৪৭)*। (আল্লাহর ফেরেশতাগণকে বলবেন, –كمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميما فقطع امعائها জান্নাতীরা কি তাদের মত হবে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ী-ভূঁড়ি পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে *(মুহাম্মাদ: ১৫)*।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

ان المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

মরণ একদিন আসবেই

অপরাধি লোকেরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি তিরোহিত। যেদিন তাদেরকে উল্টাভাবে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে এখন সাকার নামক জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর *(কামার: ৪৭-৪৮)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

ثم انكم ايها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين–

তাহ'লে হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা! তোমরা যাক্কুম গাছের খাদ্য অবশ্যই খাবে। তা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করবে। আর ফুটন্ত টগবগে পানি পিপাসা-কাতর উটের ন্যায় পান করবে। এটাই হচ্ছে অপরাধীদের জন্য শেষ বিচারের দিনে মেহমানের খাদ্য *(ওয়াকিয়া: ৫৩-৫৬)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

ياليتها كانت القاضية ما اغنى عنى مالية هلك عنى سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لايؤمن بالله العظيم ولايحض على طعام المسكين فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون–

অপরাধী কিয়ামতের মাঠে বলবে, হায়! আমার আফসোস দুনিয়ার মরণই যদি চূড়ান্ত হত! আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসল না। আমার সব ক্ষমতা-আধিপত্য প্রভূত্ব শেষ হয়ে গেল। তাকে ধর তার গলায় লোহার শিকল দিয়ে ফাঁস লাগাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর তাকে ৭০হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। এ তো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে নি এবং মিসকীনকে খাদ্য দেওয়ার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান করে নি। এ কারণেই আজ এখানে তার কোন সহযেগী বন্ধু নেই। আর ক্ষত নিঃসৃত রক্ত পুজ ছাড়া তার আর কোন খাদ্য নেই। নিতান্ত অপরাধী ছাড়া এ খাদ্য আর কেউ খায় না *(হাককাহ: ২৭-৩৭)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى–

কক্ষণই নয়। তাতো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা। যা শরীরকে ঝলসিয়ে দিবে। আর ঐ সব ব্যক্তিকে নিজের দিকে ডাক দিবে যারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পিঠ প্রদর্শন করেছে এবং অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করেছে ও গুণে গুণে সংরক্ষণ করে রেখেছে *(মাআরিজ: ১৬)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما নিশ্চয় আমার নিকট তাদের জন্য রয়েছে দূর্বহ বেড়ী, আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি *(মুযাম্মেল: ১২-১৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুব ভারী ও দুর্বহ বেড়ী পাপাচারী অপরাধী লোকের পায়ে বেঁধে দেওয়া হবে। এ বেড়ী পালিয়ে যাবে, এ জন্য নয় বরং এটা হচ্ছে শাস্তির বেড়ি-শাস্তির উপর শাস্তি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ساصليه سقر وما ادرك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر– খুব শীঘ্রই আমি তাকে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর আপনি কি জানেন সে সাকার নামক জাহান্নাম কি? তা এমন একটি জাহান্না যা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার মরা অবস্থায় ছেড়েও দেয় না। জাহান্নামীদের চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। সে জাহান্নামে কর্মচারী হিসাবে ১৯জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে *(মুদ্দাসসির:২৬-৩০)*। এ কথাটি আল্লাহ অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন. لا يموت فيها ولا يحي সে সেখানে মরবেও না সে সেখানে বাঁচবেও না *(আলা:১৩)*। জাহান্নাম এমন একটি কঠিন ও জটিল জায়গা যেখানে মানুষের মরণও হবে না জীবন্তও হবে না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بايتنا كذابا وكل شئ احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا–

নিশ্চয় জাহান্নাম একটি ফাঁদ বিশেষ। আল্লাহ দ্রোহীদের জন্য আশ্রস্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে ন। তাদের পান করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি এবং ক্ষত হতে নির্গত রক্তপুঁজ। এ হবে তাদের কর্মের

মরণ একদিন আসবেই

পূর্ণ প্রতিফল। তারা তো হিসাব নিকাশের কোন প্রকার আশাপোষণ করত না। বরং আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যা করত। অথচ আমি তাদের প্রত্যেকটি বিষয় গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম। অতএব, এখন স্বাদ গ্রহণ কর। আমি একমাত্র তোমাদের শাস্তিই বেশি করব *(নাবা: ২১-৩০)*। অত্র আয়াতে একটি শব্দ রয়েছে غساق গাসসাক্ব হচ্ছে কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু এবং চামড়া হতে যে সব রস নিঃসৃত হয় তাকে গাসসাক্ব বলে আর এ খানে পুঁজ মিশ্রিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে।

وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين انية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغنيى من جوع–

সেদিন কতক মুখমণ্ডল ভীত সন্ত্রস্ত হবে। কঠোর শ্রমে রত হবে ক্লান্ত-শ্রান্ত কাতর হবে, তীব্র অগ্নি শিকায় জ্বলে ছাই হয়ে যাবে টগবগ ফুটন্ত ঝর্ণর পানি তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। কাঁটাযুক্ত শুস্ক ঘাস ছাড়া আর অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। তা তাদের পরিপুষ্টও করবে না এবং তদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না *(গাশিয়াহ: ২-৭)*।

কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে ক্ষত হতে নির্গত রক্ত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য দেওয়া হবে না। আর এখানে বলা হয়েছে কাঁটাযুক্ত শুস্ক ঘাস ছাড়া তারা খাবার জন্য আর কিছু পাবে না। এসব কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ এগুলি সব কঠিন শাস্তির মাধ্যম। তবে এটাও হ'তে পারে জাহান্নামে অপরাধীদের অপরাধ অনুপাতে রাখা হবে এবং তাদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادرك ما هية نار حامية–

আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে গভীর গহ্বর হাবীয়া নামক জাহান্নাম। আর আপনি কি জানেন, হাবীয়া নামক জাহান্নাম কি জিনিস? তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন *(ক্বারিয়াহ:১০-১১)*। هاوية শব্দের অর্থ হচ্ছে উচু স্থান হতে নীচে পতিত হওয়া। আর জাহান্নামকে هاوية বলার কারণ হচ্ছে হাবীয়া জাহান্নম খুবই গভীর হবে এবং জাহান্নামীদেরকে উপর হতে ফেলে দেওয়া হবে।

ويل لكل همزة لمزة الذى جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن فى الحطمة وما أدرك ما لحطمة نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة انها عليهم مئصدة فى عمد ممدة–

নিশ্চিত ধ্বংস, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সামনা সামনি লোকদের গালাগালি দেয় এবং পিছনে গিবত করাতে অভ্যস্ত। যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে রাখে তার জন্যও ধ্বংস নিশ্চিত। সে মনে করে তার অর্থ স্মপদ তার কাছে চিরকাল থাকবে, কক্ষণই নয় সে ব্যক্তি তো চূর্ণ বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আপনি কি জানেন সে চূর্ণ বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নাম টি কি? তা হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে জ্বলন্ত উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত আগুন, যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আর সে আগুনকে তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর এটা এমন অবস্থা হবে যে তারা উঁচু উঁচু স্তম্বে পরিবেষ্টিত হবে *(সূরা হুমাযাহ)*। অত্র সূরায় যে 'হুতামা' শব্দটি রয়েছে তার অর্থ ভেংগে ফেলা নিস্পেষিত করা ও চুর্ণ বিচুর্ণ করা। হুতামা জাহান্নামের একটি নাম। যে এ জাহান্নামে যাবে তাকে চূর্ণ বিচুর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ–

অতঃপর সামনের দিকে জাহান্নাম তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে পুঁজ রক্তের মত পানি পান করতে দেওয়া হবে। সে খুব কষ্ট করে ঢোক গিলে তা পান করার চেষ্টা করবে, আর খুব কমই ঢোক গিলতে পারবে। মরণের ছায়া তাকে চারিদিক থেকে আচ্ছন্ন করে ধরবে কিন্তু সে মরবে না। আর পিছন হতে এক কঠিন শাস্তি তার উপর চেপে বসবে *(ইবরাহীম: ১৬-১৭)*।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خالدين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون–

মরণ একদিন আসবেই

অতঃপর কিয়ামতের মাঠে যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সে সমস্ত লোক যারা নিজেদেরকে মহা ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখের চামড়া চেটে খবে। আর তাদের জিহ্বা বের হয়ে আসবে *(মুমিনুন: ১০৩-১০৪)*। অত্র আয়াতে একটি শব্দ আছে কালিহুন, আর 'কালিহুন' এমন চেহারাকে বলা হয় যার চামড়া আলাদা করা হয়েছে এবং দাঁত বের হয়ে পড়েছে। এ হবে খুব বিকট ও ভয়াবহ দৃশ্য।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وسائت مرتفقا–

আমি অমান্যকারী অত্যাচারীদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি পান করতে চায় তাহ'লে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে, যা তেলপাত্রের তলানীর মত হবে এবং তাদের মুখমণ্ডল ভাজাভাজ করে দিবে। এ কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় আর কতই না খারাপ আশ্রয়স্থল *(কাহাফ:২৯)*।অত্র আয়াতে একটি শব্দ আছে 'মুহল' । এ শব্দের অর্থ এরূপ হতে পারে তেলপাত্রের তলানী, ভূগর্ভস্ত গলিত ধাতু, যা গরমের তীব্রতার কারণে গলে প্রবাহিত হয়, পুঁজ ও রক্ত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد– সেদিনের কথা স্বরণ কর যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব তুমি কি পূর্ণ ভর্তি হয়েছো? তখন সে বলবে, আর কিছু আছে কি? এ বাক্যের তাৎপর্য এমন হ'তে পারে জাহান্নাম পাপিদের উপর ক্রদ্ধ ক্ষুব্দ হয়ে ফোঁস ফোঁস করে ফুঁসছে আর বলছে আরও আছে নাকি, থাকলে নিয়ে আস যত থাকে, সমস্ত অপরাধীকে গ্রাস করে নিব কাউকে বাইরে থাকতে দিব না বা কাউকে রেহাই দিব না।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجة الجنة والنار فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمالى لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله للجنة انما انت رحمتى ارحم بك من اشاء من عبادى

وقال للنار انما انت عذابى اعذب بك من اشاء من عبادى ولكل واحدة منكما ملؤها فاما النار فلا تمتلى حتى يضع الله رجله تقول قط قط قط فهنالك تمتلى ويزوى بعضها الى بعض فلا يظلم الله من خلقه احدا واما الجنة فان الله ينشئ لها خلقا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে তাদের প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল। জাহান্নাম বলল ব্যাপার কি আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধরণ করা হ'ল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে কেবল মাত্র দুর্বল নিম্ন স্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে কেন? তখন আল্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার দয়ার বিকাশ। এ জন্য আমার যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব। অতএব, আমার বান্দা হ'তে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শান্তি দিব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির বিকাশ। অতএব, আমার বান্দা হ'তে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর পা তার মধ্যে না রাখবেন। তখন জাহান্না বলবে যথেষ্ঠ যথেষ্ঠ যথেষ্ঠ হয়েছে। এ সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ তার সৃষ্টির কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর জান্নাতের বিষয়টি হ'ল তার খালি অংশ পুরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫০)*। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নাম ও জান্নাত নিজ নিজ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করবে। আল্লাহ তার কারণ উল্লেখ করবেন। জাহান্নাম মানুষ দ্বারা পূর্ণ হবে না। তখন আল্লাহ স্বীয় পা জাহান্নামের উপর রাখবেন তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে এবং জাহান্নাম আল্লাহকে বলবে যথেষ্ঠ যথেষ্ঠ যথেষ্ঠ অর্থাৎ আমি এখন পূর্ণ। কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করবেন না। সেদিন জান্নাত পুরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন।

মরণ একদিন আসবেই

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيتزوى بعضها الى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামে অনবরত মানুষ ও জিনকে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম অনবরত বলতে থাকবে আর কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা তার উপর না রাখছেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে। এবং বলবে তোমার মর্যদা ও অনুগ্রহের কসম যথেষ্ঠ হয়েছে যথেষ্ঠ হয়েছে। আর জান্নাতে মানুষ প্রবেশের পর অতিরিক্ত স্থান খালি থেকে যাবে। তখন আল্লাহ ঐ খালি জায়গার জন্য নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। তাদেরকে জান্নাতের এ খালি জায়গায় রাখবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫১)*।

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبرئيل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها والى ما اعد الله لاهلها فيها ثم جاء فقال اى رب وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال ياجبرئيل اذهب فانظر اليها قال فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اى رب وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد قال فلما خلق الله النار قال يا جبرئيل اذهب فانظر اليها قال فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اى رب وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبرئيل اذهب فانظر اليها قال فذهب فنظر اليها فقال اى رب وعزتك لقد خشيت ان لا يبقى احد الا دخلها-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন জান্নাত তৈরী করলেন, তখন জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করছেন, সবকিছু দেখে আসলেন, এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইজ্জতের কসম যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে

সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশের আশা আকাংখা করবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের চারিদিকে কষ্টসমূহ দ্বারা ঘেরে দিলেন, তারপর পুনরায় জিবরাঈল (আঃ)কে বললেন, হে জিবরাঈল আবার যাও এবং পুনরায় জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন যা কিছু দেখলাম তাতে জান্নাতে প্রবেশের পথ যে কি কষ্টকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে আমার আশংকা হচ্ছে যে জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে না। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে তৈরী করলেন, এবং বললেন, হে জিবরাঈল যাও জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। অতঃপর আল্লহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা ঘেরে দিলেন এবং পুনরায় জিবরাঈল (আঃ)কে বললেন, আবার যাও জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি আমার আশংকা হচ্ছে সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত খুব আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের জায়গা যা দেখলে সকলের যাওয়ার আশা আকাংখা জাগবে। তবে জান্নাতে যাওয়া এক কষ্টকর ব্যাপার। এক কঠোর ও কষ্টকর নীতি পালনের নাম জান্নাত। অনুরূপ এক ভয়ংকর বিভীষিকাময় কঠিন জায়গার নাম জাহান্নাম। সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। তবে তা মনের প্রবৃত্তি দ্বারা ঘেরা আছে। এজন্য জিবরাঈল (আঃ) আশংকা করেছেন মানুষ কি তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে পারবে। মানুষ চায় অবৈধ পয়সা উপার্জন করতে মানুষ চায় অবৈধভাবে নারী ভোগ করতে। নারী চাই নগ্ন হয়ে চলতে, মানুষের প্রবৃত্তি চাই সর্বধরণের নিষিদ্ধ কাজ গুলি করতে। মানুষ কি তার প্রবৃত্তির কঠোর বিরোধিতা করতে সক্ষম। এজন্য তো নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করতে পারে।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول الله عز وجل يوم القيامة ياادم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار قال يارب ومابعث النار؟ قال من كل الف اراه قال تسع مأئة و تسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبى صلى الله عليه وسلم من ياجوج وماجوج تسع مائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ثم انتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الابيض اوكالشعرة البيضاء فى جنب الثور الاسواد وانى لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث اهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر اهل الجنة فكبرنا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হ'তে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। ঐ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দেখ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন। তারপর বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লুম যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লুম যেমন। আর অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহ আকবার বললাম। তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা, আমরা বললাম আল্লাহ আকবার তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক তোমরাই হবে। তখন আমরা বললাম আল্লাহ আকবার *(বুখারী হা/৪৭৪১)*।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামকে মনের প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে নিয়ম-নীতি ও বিপদ-মুছীবত দ্বারা (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৩)। হাদীছের মর্ম অবৈধ প্রবৃত্তি বা কামনা বাসনার পরিণাম জাহান্নাম। আর প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করে খুব কষ্টকরে নিয়মন নীতি পালন করার পরিণাম জান্নাত।

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت لكافية قال فضلت كلهن بتسعة وستين جزء كالهن مثل حرها–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হ'ল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ঠ ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আর ও উনসত্তরগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২১)*।

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى جهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك تجرونها–

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে হেঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২২)*। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وجيئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى– তোমরা সেদিনকে স্বরণ কর যেদিন জাহান্নামকে টেনে হেঁচড়ে মানুষের সামনে নিয়ে আসা হবে, সেদিন মানুষের চেতনা ফিরবে কিন্তু চিন্তা-চেতনা ফিরে কোন লাভ হবে না *(ফজর: ২৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জাহান্নাম এমন কিছু যাকে স্থানান্তর করা যায়। জাহান্নামকে টেনে মানুষের সামনে আনা হবে। ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে। ফেরেশতাদের ক্ষমতা অনেক। আর এ জাহান্নামের উপর পুলসিরাত নির্মাণ করা হবে।

عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشرا كان من نار يغلى منهما دماعه كما يغلى المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا–

নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দুটি জুতা পরানো হবে, এতে তার মাতার মগজ এমনবাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে মনে করবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪২৩)*। হাদীছের মর্ম, দুটি আগুনের জুতার কারণে যদি মানুষে এ অবস্থা হয় তাহলে যে ব্যক্তি সর্বদা আগুনের মধ্যে থাকবে তার অবস্থা কি হতে পারে।

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ فى النار صبغة ثم يقال ابن ادم هل رأيت خيرا قط هل مربك نعيم قط فيقول لا والله يارب ويؤتى باشد الناس بؤسا فى الدئيا من اهل الجنة فيصبغ صبغة فى الجنة فيقال له يا ابن ادم هل رأيت بؤسا قط وهل مر بك شدة قط فيقول لا والله يارب مامربى بؤس قط ولا رأيت شدة قط–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হ'তে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ঢুকিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার নেয়ামতের সুখ শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে না আল্লাহর কসম হে আমার প্রতিপালক! আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি। তারপর জান্নাতীদের মধ্য হ'তে এমন একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে,

দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবন যাপন করেছিল। তখন তাকে মূহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে হে আদম সন্তান কখনও কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার সন্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে না আল্লাহর কসম হে আমার প্রতিপালক! আমি কখনও দুঃখ কষ্টে পতিত হয় নি। আর কখনও কোন কঠোর অবস্থার মুখোমুখিও হয় নি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২৫)*। হাদীছের মর্ম- দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ শান্তি ও ভোগ বিলাসের স্বাদ ভুলে যাবে তেমনই দুনিয়ার সব চেয়ে দুস্থ দূরাবস্থা, কঠিন ও কঠোর অবস্থার সন্মুখীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে।

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لاهون اهل النار عذابا يوم القيامة لو ان لك ما فى الارض من شئ اكنت تفتدى به فيقول نعم فيقول اردت منك اهون من هذا وانت فى صلب ادم ان لانشرك بى شيئا فابيت الا ان تشرك بى-

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতার শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তা'হলে তুমি কি সমস্তর বিনিময়ে এ শাস্তি হ'তে মুক্তি পাওয়ার চেষ্ট করতে? সে বলবে হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তাকে বলবে ন আদমের ঔরসে থাকা কালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের আমি হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২৬)*। হাদীছে বুঝা গেল জাহান্নাম এমন এক কঠিন জায়গা যে, গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও মানুষ জাহান্নাম হতে মুক্তি চাইবে, কিন্তু তার কোন কথা শুনা হবে না অথচ দুনিয়াতে শিরক মুক্ত থাকতে পারলেই একদিন জান্নাত পাওয়া যাবে। আশা করা যায়

عن سمرة بن جندب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه الى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار الى حجزته ومنهم من تأخذه النار الى ترقوته-

মরণ একদিন আসবেই

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, জাহান্নামের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত হবে। তাদের মধ্যে কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুন হবে। কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো কাঁধ পর্যন্ত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২৭)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল মানুষ জাহান্নামে তার পাপ অনুপাতে আগুনের মধ্যে ডুবে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, سارهقه سعودا অচিরেই আমি (আবু জাহলকে) প্রত্যেক অপরাধিকে আগুনের পাহাড়ে চড়াব *(মুদ্দাসসির: ১৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ان الذين كفروا بايتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما- যারা আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আমি তাদেরকে নিঃসন্দেহ আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়া গলে যাবে তখন সে স্থানে অন্য চামড়া পুনরায় সৃষ্টি করে দিব, যেন তারা শাস্তির স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড় শক্তিশালী এবং কৌশলে সব জানেন *(নেসা: ৫৬)*।

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاثة ايام للراكب المسرع وفى رواية ضرس الكافر مثل احد وغلظ جلده مسيرة ثلاث-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। অপর এক বর্ণনায় আছে কাফেরের এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের পথ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২৮)*। অত্র হাদীছে জাহান্নামীদের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم و اشتكت النار الى ربها فقال رب

اكل بعض بعضا فاذن لها بنفسين فى الشتاء ونفس فى الصيف اشد ما تجدون من الحر فمن سمومها واشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন উত্তাপ বাড়বে তখন যোহরের সালাত শীতল করে আদায় কর। কারণ উত্তাপের আধিক্য জাহান্নামের ভাপ। জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে বলেছিল হে আমার প্রতিপালক উত্তাপের তীব্রতায় আমার একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। তাখন আল্লাহ জাহান্নামকে দুটি নিশ্বাসের অনুমতি দিলেন। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে তোমরা যে গরম অনভব কর তা জাহান্নামের গরম নিশ্বাসের কারণে। আর তোমরা শীত অনুভব কর তা জাহান্নামের শীতল নিশ্বাসের কারণে *(বুখারী, তাহক্বীকে মিশকাত হা/৫৯১)*। অত্র হাদীছে বুঝ গেল জাহান্নামে যেমন আগুনের তাপে প্রচণ্ড উত্তপ্ত এলাকা রয়েছে তেমন প্রচণ্ড শীতল এলাকাও রয়েছে। আর উভয় স্থান মানুষকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য।

عن عبد الله بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اطلعت فى الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقرأ واطلعت فى النار فرأيت اكثر اهلها النساء–

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। অতপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম দেখলাম জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীকে মিশকাত হা/৫২৩৪)*। হাদীছের মর্ম নারীরা পুরুষের জন্য এক বিপদজনক ভয়াবহ বস্তু। এরা পুরুষের ঈমান ধ্বংস করে। তাদের মান-সম্মান ধ্বংস করে। তারা নগ্ন হয়ে চলে সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। এ জন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্লজ্জতা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل احد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة–

আবু হুরায়রা (রাঃ)বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায়, আর রান বা উরু হবে 'বায়যা' পাহাড়ের মত মোটা এবং জাহান্নামে তার সবার স্থান হচ্ছে তিনদিনের দূরত্ব

মরণ একদিন আসবেই

পথের সমান প্রসস্ত জায়গা। যেমন মাদীনা হতে 'রাবায' নামক জায়গার দুরত্বের ব্যবধান *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৩০)*।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان غلظ جلد الكافر اثنان واربعون ذراعا وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة–

আবু হুরায়রা (রাঃ)বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামীদের বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৩১)*। একজন জাহান্নামীর দাঁত ওহুদ পাহাড়ের সমান হবে। গায়ের চামড়া বিয়াল্লিশ হাত মোটা বা তিন তিনদিনের চলার পথ পরিমাণ মোট হবে। তার দু কাঁধের ব্যবধান তিনদিনের চলার পথ পরিমাণ হবে। আর বসার জায়গা হবে প্রায় আড়াইশত মাইল ব্যবধান, হলে জাহান্নামী ব্যক্তি কত বড় হতে পারে অনুমান করা যায়। অপর দিকে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, পৃথিবীর সৃষ্টি হতে প্রলয় পর্যন্ত সকল মানুষের হাজারে ৯৯৯জন লোক জাহান্নামে যাবে এবং প্রতি জনের বসার স্থান হবে প্রায় আড়াই শত মাইল, তাহলে জাহান্নাম কত বড় হবে তা মানুষের হিসাব করা সম্ভব নয়।

عن نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انذرتكم النار انذرتكم النار فمازال يقولها حتى لوكان فى مقامى هذا سمعه اهل السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه–

নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলেতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি। তিনি এ বাক্যগুলি বার বার এমনভাবে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আামি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূল (ছাঃ) এ স্থান হতে উক্ত বাক্যগুলি বলতেন, তবে তা ঐ উচ্চ কণ্ঠ বাজারের লোকেরাও শুনতে পেত। আর তিনি এমনভাবে হেলে দুলে বাক্যগুলি বলছিলেন যে, তার কাঁধের উপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপর গড়ে পড়ে ছিল *(দারেমী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৪৪৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে খুব উচ্চ কণ্ঠে

জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। এমন কি বলার সময় বেখিয়াল হয়ে যেতেন। যার দরুন তার কাঁধের চাদর পড়ে যেত। অথবা শরীরও হাত নাড়িয়ে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেন।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كاسنمة البخت المالة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها لتوجد من مسيرة كذا كذا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দু প্রকারের লোক জাহান্নামী। অবশ্য আমি তাদেরকে দেখতে পাব না। তাদের এক শ্রেণী এমন লোক হবে যাদের হাতের মধ্যে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক। তা দ্বারা তারা মানুসকে মারধর করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে এমন সব নারী যারা কাপড় পরেও উলংগ থাকে, অপরকে নিজের দিকে আকৃস্ট করে এবং নিজেও অপরের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথার চুল হবে বুখতি উটের হেলিয়ে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা কখনও জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার ঘ্রাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে সব নারী বেহায়া-বেপর্দা হয়ে মাথার চুল প্রকাশ করে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, পুরষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তারাও পুরষদের দিকে আকৃষ্ট হয় এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে। এরা জান্নাতের গন্ধও পাবে না যে গন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِسِ بْنِ جزء قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان فى النار حيات كامثال البخت تلسع احدهن اللسعة فيجد حموتها اربعين خريفا وان فى النار عقارب كامثال البغال المؤكفة تلسع احدهن اللسعة فيجد حموتها اربعين خريفا–

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জাযয়ে (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে 'খোরাসানী' উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে, সে সাপের একটি একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যাথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব বিচ্ছু আছে যা পালান বাঁধা খচ্চরের মত। তার একটি একবার দংশন, করলে তার বিষ ব্যথার ক্রিয়া ও চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৬৯০)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল জাহান্নামের সাপ থাকবে যারা সর্বদা জাহান্নামীকে দংশন করতে থাকবে। আর একবার দংশনের ব্যথা থাকবে ৪০ বছর।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أنبئكم باهل الجنة الضعفاء المظلومون واهل النار كل شديد جعظرى جواظ مستكبر–

আবু হুরায়রা (রাঃ)বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের সংবাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারীত তারাই জান্নাতের অধিবাসী। আর জাহান্নামের অধিবাসী হচ্ছে প্রত্যেক যারা শক্তিশালী কঠোর কর্কশ ভাষী অহংকারী *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৪৪)*।

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الحميم ليصب على رؤسهم فينفذ الحميم حتى يخلص الى جوفه فيسلت مافى جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে। সে পানি তাদের পেটে পৌঁছে যাবে। এবং যা কিছু পেটে আছে সব টেনে বের করে ফেলবে, এমন কি নাড়ি ভুঁড়ি দু পায়ের মধ্য দিয়ে গলে গলে বের হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় লোকটি ঠিক হয়ে যাবে যেমন ছিল *(সিলসিলা ছাহীহা ১৪৫৫)*। হাদীছে বুঝা গেল যখন জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে তখন মাথাসহ পেটের নাড়ি ভুড়ি সব গলে নীচে পড়ে যাবে। আর এটাই তার শেষ নয়। পুনরায় তার গায়ে গোশত দিয়ে মানুষ তৈরী করে আবার মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এভাবেই তার চিরদিন শাস্তি হতে থাকবে।

عن عتبة بن غزوان عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قا ان ااصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوى فيها سبعين عاما ماتفضى الى قرارها–

ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, একটি বড় পাথর যদি জাহান্নামের কিনারা হ'তে নিক্ষেপ করা হয় আর সে পাথর ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৬০)*।

অত্র হাদীছে জাহান্নামের গভীরতা প্রমাণ হয়। যা মানুষের হিসাবের আয়াত্ত্বের বাহিরে। কারণ একটি বড় পাথন ৭০ বছর নীচে গেলে কতদূর যাবে তা আল্লাহ ভাল জানেন।

عن ابى موسى الاشعرى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان حجرا يقذف به فى جهنم هوى سبعين خريفا قبل ان يبلغ قعرها–

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি একটি পাথর জাহান্নামের মুখ হ'তে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরটি ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৯৬)*।

عن مجاهد قال ابن عباس اتدرى ما سعة جهنم قلت لا قال اجل والله ما تدرى ان بين شحمة اذن احدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا تجرى فيها اودية القيح والدم قلت انهارا قال لا بل اودية ثم قال اتدرون ما سعة جهنم قلت لا قال اجل والله ما تدرى حدثنى عائشة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والاض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه فاين الناس يومئذ يا رسول الله قال هم على جسر جهنم–

মুজাহিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জিনা। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আপনি জানেন না। নিশ্চয় জাহান্নামীদের কারো কানের লতি এবং তার কাঁধের মধ্যে দুরত্বের ব্যবধান হচ্ছে ৭০ বছরের পথ। তার মধ্যে চালু থাকবে পুঁজ ও রক্তের নালা। আমি বললাম সে গুলি কি নদী? তিনি বললেন, না বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবার বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম না তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম আপনি জানেন না। আমাকে আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموٰاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিন আল্লাহর হাতের মুষ্টিতে থাকবে আর সমস্ত আকাশ তার ডান হাতে পেঁচানো থাকবে (যুমার: ৬৭)। হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সেদিন তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৫১৩)*। অত্র হাদীছে জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণ হয়। কারণ জাহান্নামীদের কানের লতি ও কাঁধের দুরত্বের ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহলে ব্যক্তি কত বড় হতে পারে। এবং প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে জাহান্নাম কত বড়। তার পর আল্লাহর নবী বললেন, যেদিন আসমান যমিন আল্লাহর হাতে গুটিয়ে নিবেন সমস্ত মানুষ জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে। তাহলে জাহান্নাম কত বড় এবং পুল কত বড় তা মানুষ বিবেচনা করতে পারবে কি?

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رَسُوْلُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله الها آخر وبمن قتل نفسا بغير نفس فينطوى عليهم فيقذفهم فى غمرات جهنم–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গ্রীবা বা গলা বের হবে সে কথা বলবে, সে বলবে আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট সমর্পন করা হয়েছে। ১. প্রত্যেক অহংকারী স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ও জেদী মানুষকে ২. আর যে ব্যক্তি অন্যকে আল্লাহর মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করত ৩. আর যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারপর সে তাদের মাঝে মিশে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করা হবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৫২৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল কিয়ামতের মাঠে জাহান্নাম এ তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবে। এবং তাদের ঘিরে ধরবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করা হবে।

عن السدى قال سألت مرة الهمدانى عن قول هذا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا (مريم:٧١) فحدثنى ان عبد الله بن مسعود حدثهم عن رَسُوْلِ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون منها باعمالهم فاولهم كلمع البرق ثم كمر الريح ثم كحر الفرس ثم كالراكب ثم كشد الرجال ثم كمشيهم–

মুফাসসীর আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী (রাঃ)কে অত্র আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেছিলাম وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না *(মরীয়মঃ ৭১)*। হামদানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাদেরকে বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বলেছেন, সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, তারপরের দল পার হবে বাতাসের গতিতে, তারপর পার হবে ঘোড়ার গতিতে, তারপর সাভাবিক আরহীর গতিতে, তারপর তাদের পায়ে চলার গতিতে পার হবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৫২৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার হবে। এ জন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরণের হবে।

"সমাপ্ত"

পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বইটি পড়ে তার মূল শিক্ষনীয় বিষয় অবশ্য অবশ্যই মনে প্রাণে স্মরণ করব ইনশাআল্লাহ। পার্থিব জগতে দুদিনের খেলা ঘরকে তুচ্ছ মনে করে পরপারের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে যেন চলতে পারি। আমরা যে যত বড় ক্ষমতাধারী হই না কেন, একদিন আমাদের মরেণের স্বাদ চাখতেই হবে। তাই মরণের পর আমাদের কি হবে সে বিষয়ে একটু ভেবে দেখা উচিত। হে আল্লাহ আমাদের সকলকে ভাবার তৌফিক দার কর এবং পরপারে মুক্তি দান কর। আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন!!

মরণ একদিন আসবেই

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১. আইনে রাসূল দো'আ অধ্যায়
২. আদর্শ পরিবার
৩. আদর্শ নারী
৪. কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
৫. কে বড় লাভবান
৬. বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়